ইতি শকুন্তলা

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক
শান্তি ভট্টাচার্য্য
সাহিত্য কোণ প্রতিষ্ঠান
৪৪।সি বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৩

মূল্য তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বিশ্ববাণী প্রেস
৪৪।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট।

উৎসর্গ

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের

শ্রীচরণ-কোকনদে

বড়দা,

প্রণাম গ্রহণ করো। এ প্রণাম শুধু জ্যেষ্ঠত্বের বা সম্বন্ধের গুণে নয়, তোমার অসাধারণ ধর্ম্ম-ব্রতিত্বের জন্যও বটে। সংসারের খুঁটি-নাটি, গৃহস্থের কর্ত্তব্য তুমি যেরূপ সমদর্শীভাবে পালন করিয়া থাক, তাহার আদর্শ আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয়। শিক্ষকত্বের প্রণাম গ্রহণ করো, শুধু অগ্রজ সোদরত্বের নহে।

ইতি—

বিনীত, শিষ্যম্মন্য

কৃষ্ণগোপাল

মহালয়া

আশ্বিন

১৩৫১
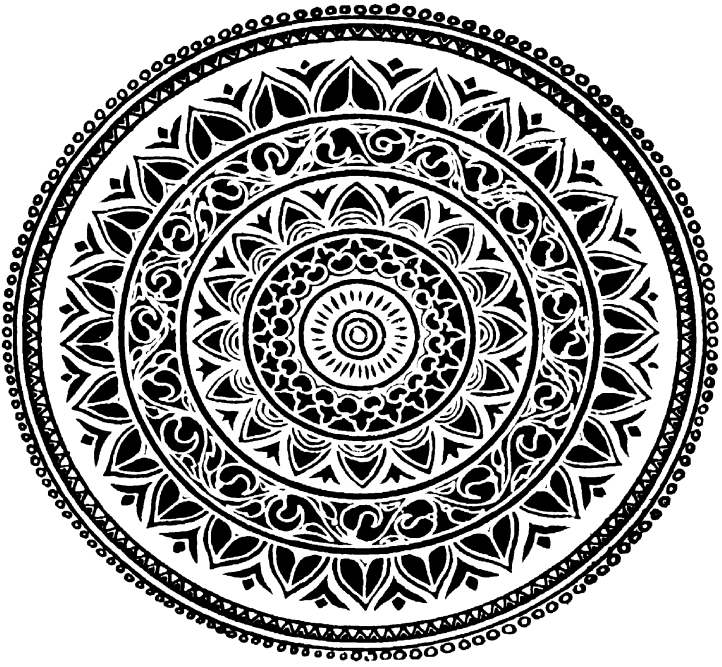
নমি কবি কালিদাসে কাল-জয়ী যিনি,
যাঁহার পদাঙ্ক-পূজা মান বলি' মানি।

উপহার

ভূমিকা

এই কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের ঠিক অনুবাদ নহে; তবে ভাব-বাদ বলা চলে। আখ্যায়িকা-কথনে তিনি যে মহাকবি সমুচিত পথ ও উপপথ তাঁহার অদ্ভুত সাহিত্যিক মদলেখা সহযোগে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই চিরোজ্জ্বল অরুণ কিরণোদ্ভাসিত নির্দেশ পরিহার করিবার ক্ষমতা কোন নবরস-পরিবেশক কবিরই আছে বলিয়া মনে হয় না; মৎ-সদৃশ বিহগায়মান তৈলপায়িকার পক্ষে যে সম্ভব হইল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

তবে এক কথা এই যে, মহাকবি তাঁহার প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন নাট্যাকারে। তদন্তর্গত বক্তৃতা সমূহ কাব্যাকারে আনিতে গেলে অনেক পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন ও পরি-বর্জনের প্রয়োজন। আভ্যন্তরিক রস-ধারা কিছুমাত্র প্রতিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া এসকল সাহিত্যিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে অনেক কলা-কৌশল ও প্রকাশ-শিল্পের অবতারণার প্রয়োজন। ফলে অনেক মৌলিকতা আসিয়া পড়ে ছন্দোগত কাব্য-কথিকায়। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে কতদূর সফল হইয়াছি, তাহা সহৃদয় ও সূক্ষ্ম-বিচারী কাব্যামোদীদের বিচারণীয়।

গ্রন্থের শেষ সর্গে বা সর্গ-শেষে একটু সমালোচনার বিদ্যুৎ-স্ফুরণ সঙ্ঘটিত হইল। ইহা অবশ্য যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনই অপ্রচলিত,—কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নহে। কবি-লেখনী চিরদিন আত্ম-স্বাধীনতার মেরুদণ্ডের উপর সুনির্ভর থাকে। কবিদিগের বিশ্বাস, নূতনত্বই স্বাধীনতা এবং গড্ডালিকা-প্রবাহ-ধারানুগামিতা পরাধীনতার প্রতীক। যাঁহারা স্বাধীনতা ভালবাসেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সমালোচনার নূতনত্বকে অ-পছন্দের ভ্রূকুটি দেখাইবেন না, ইহাই আমার বিশ্বাস। ইতি—

—গ্রন্থকার

..................................রাজা চমকিত !
নর-শিশু সিংহ শিশু লয়ে খেলে, তবু নহে ভীত !

ছন্দে শকুন্তলা।

—০:#:০—

প্রথম সর্গ

ভারতের একচ্ছত্র দুষ্মন্ত নৃপতি
রথ আরোহণ করি’ যান মৃগয়ায়!
বনে আসি’, হেরিলেন মৃগী দ্রুতগতি
ছুটিছে, বাসনা হ’ল বধিতে তাহায়! ১।

ধনুর উপরে শর যোজিলা যেমতি
নরেশ্বর, কণ্ঠ-স্বর শুনিলা অদূরে,
“বধোনা আশ্রম-মৃগে, বধোনা ভূপতি,
পশু-হিংসা করিওনা আশ্রম ভিতরে!” ২।

শিথিল হইল কর, রাখিলা তূণীরে
নৃপতি উদ্যত শর! হেরে অতঃপর
যুগল ঋষি-কুমার দাঁড়ায়ে অদূরে
নিবারে তাঁহারে মৃগে নিক্ষেপিতে শর! ৩।

ঋষি-কুমার। বধোনা আশ্রম-মৃগে তপোবন-মাঝে
হে রাজন্? তপোবন হিংসা-ভূমি নহে!
কোথায় তোমার শর অগ্নি-সম তেজে,
কোথায় তূলার রাশি হরিণেরা দেহে! ৪।

শুনি’ সেই বাণী, রাজা রাখে ধনুঃশর,
বহ্নি যথা শীতলয় আপন শিখারে,
সলিল-সেচন যবে হয় তদুপর!
কহিলেন, ‘ক্ষম ঋষি অজ্ঞ এ দাসেরে’! ৫।

রথাসীন নৃপ তবে কহে সারথিরে :—

রাজা। হে সূত? রাখহ রথ, বান্ধহ ঝটিতি।
গন্ধবহ যেথা বহে সম্ভ্রমে সুধীরে,
রথের ঘর্ঘর সেথা নিন্দনীয় অতি! ৬।

ত্বরিতে বাঁধিল রথ রাজ-মনোরথে
সুবোধ সারথি! তবে করি' যোড়-কর
দুষ্মন্ত নৃপতি, নামি' তপোবন-পথে
ঋষি-সুত-যুগ্ম পাশে হ'ন অগ্রসর! ৭।
রাজ-আচরণ হেরি' হরষে পরম
কহে ঋষি-সুত আশীর্ব্বাদ করি' দান:—

ঋষি-কু। সাধু! সাধু! সূর্য্যবংশে যাহার জনম,
সাজে তাঁরে এ বিনয়! হও আয়ুষ্মান্! ৮।

প্রণমিলা নরবর তাপস-যুগলে,
জিজ্ঞাসিলা "যজ্ঞ তপ হয় নিরাপদে?"
উত্তরিলা ঋষি-সুত:-

ঋষি-কু। দুষ্মন্ত ভূতলে
রহিতে ভূ-ভার ধরি', কে পড়ে বিপদে? ৯।
উত্তাপ পরশে রহে তুষার কোথায়?
(শুনি' রাজা হৃষ্ট-মন মিষ্ট ভাষে কয়:-)

রাজা। ধন্য হ'নু রাজচ্ছত্র ধরিয়া মাথায়!
ছায়া-দানে মহীরুহ মানে নিজ জয়! ১০।

(কহে অন্য ঋষি-সুত):-

ঋষি-কু। হে প্রজা-রঞ্জন?
আসিলেন যদি কৃপা করি' তপোবনে
আতিথ্যের কখনই হবে না লঙ্ঘন!
কুলপতি-আশ্রমেতে যান এইক্ষণে! ১১।
সমিধাহরণ হেতু যাই দূরবনে
আমরা দুজনে, তেঁই ক্ষম অপরাধ!
নচেৎ নরেশ-সাথী হয়ে হৃষ্ট মনে
পূরাতাম মহতের আতিথ্যের সাধ! ১২।
ওই দূরে কুলপতি কণ্বের কুটীর
দেখা যায় হে রাজন! দুর্ভাগ্য তাঁহার

আজি তিনি গৃহে নাই। তীরথে বাহির
হয়েছেন নাশিবারে কুগ্রহ সুতার। ১৩ ॥
শরীরে সুদূর তিনি, কিন্তু আত্মা তাঁর
তনয়ার তনু ধরি' আছেন সদনে!
আতিথ্য-কুশলা বালা প্রতিভূ তাঁহার
তুষিবেন অতিথিরে পাদ্য-অর্ঘ্যদানে!" ১৪।

এতবলি,' আশীর্ব্বাদি উর্ব্বী-পালকেরে
পুনর্ব্বার, চলি গেলা ঋষির কুমার
দুইজনে বনভাগে। আতিথ্য-স্বীকারে
চলিলা দুষ্মন্ত স্মরি' শিষ্যের আচার! ১৫ ॥
কহিলেন সারথিরে:-

রাজা। রাখো রথ হেথা,
যাবো আমি পূত-মর্ম্ম ধর্ম্মের কাননে!
রথ-যোগে অভিযান অনুচিত সেথা।
রত রহো রথ-বাহী অশ্বের সেবনে! ১৬ ॥

এত কহি' পদ-ব্রজে চলিলা নৃপতি
কণ্বের আশ্রম-পথে! রথ রহে পড়ি'!
বন্য শোভা ধন্য করে পুণ্যশীল-মতি
পৌরবে! প্রকৃতি-রুচি লহে মন কাড়ি'! ১৭ ॥
হেরিলা বিস্ময়ে নৃপ,—লোক-বিশ্ব হ'তে
নিঃশ্বসে বিভিন্ন শ্বাস আশ্রম-জগৎ।
নাহি সেথা কোলাহল, ভাবের সঙ্ঘাতে
অভাবের রুদ্র-ধ্বনি নহেক জাগ্রৎ। ১৮।
শান্ত এই তপোবন! অশান্ত শার্দ্দূল,
ভ্রান্ত হইয়াছে নিজ জিঘাংসা সহজ!
মৃগ সনে প্রান্তরেতে খায় ফল-মূল,
শাক-ভোজীসম চর্ব্বে তৃণ বনানীজ। ১৯ ॥

গাহিছে বিহঙ্গকুল মনুষ্যের স্বরে
বেদ ও বেদাঙ্গ-গাথা! সমীরণে ভাসে
চন্দন-চামেলী-গন্ধ যজ্ঞ-ধূমভারে!
পুণ্য-পরমাণু নিঃশ্বাসের সনে আসে! ২০ ॥

সিংহ-শিশু লয়ে কোথা(ও) তাপসী নবীনা
স্তন্য দেন বক্ষে লয়ে! কি দৃশ্য করুণ!
বুঝে রাজা, বাহিরের জাতি-ভেদ নানা
হিংসার উদরে জন্মি' হয়েছে নিপুণ। ২১ ॥

যজ্ঞ-বেদি-মূলে কত শত পশুদল
গম্ভীর ওঙ্কার-গীতি করিছে শ্রবণ!
তপোবন-পুণ্যগুণে ভাষার শৃঙ্খল
মুক্ত সেথা,—ব্যক্ত করে ভাব-বিবরণ! ২২ ॥

সিংহ ব্যাঘ্র মাতঙ্গের ঘোর গরজন
শুনা নাহি যায়! নাহি কাহার(ও) কলহ!
মুনিজন-উপদেশে যাপিছে জীবন,
আত্মা যাহে দেহ-ধর্ম্ম করেছে নিগ্রহ। ২৩ ॥

বনের প্রান্তরে শোভে ঋষির আশ্রম
বহুশত! শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে যথা মণি!
উটজ-প্রাঙ্গণে ঋষি-শিশু মনোরম!
কেহ খেলে, কেহ পাঠ করে পুঁথিখানি! ২৪ ॥

নাহিক কলহ, নাহি কোন কোলাহল!
তরুণেরা নহে কূট হিংসায় উদ্দাম,
পরশ্রী-কাতর মন নিতান্ত বিরল!
বিলাস, বিভ্রম, মোহ ভুলিয়াছে নাম। ২৫ ॥

নাহি পাপ,—মানুষের দাহ-শীল ধাতু!
নাহি কোন কাম ক্রোধ লোভ-অভিনয়!
স্বরগ-মরত মাঝে সুগঠিত সেতু
নৃপতির আঁখি-পথে হইল উদয়। ২৬ ॥

মলিন নগর-বাসে ক্লান্ত তাঁর মন,
মুকতি লভিল সব চিন্তা, শ্রান্তি হ'তে!
নিদাঘ-তীখন্ রৌদ্রে তপ্ত যেই জন
সে যেমতি লভে সুখ পাদপ-ছায়াতে! ২৭॥
অথবা তিমির রাত্রে হারাইলে পথ
চন্দ্রের উদয়ে যথা বিভ্রান্ত পথিক
পথ হেরি হয় তৃপ্ত,—পূরিলে শপথ
বীর যথা উল্লসিত হয় সমধিক। ২৮।
কোথায়(ও) কোন তাপসী পুষ্প অবচয়ি,'
কৌষেয় বসন পরি' করে আয়োজন
পূজার! কলশ কেহ কটি' পরে লয়ি
নদী-পথে করে অবগাহনে গমন। ২৯॥
বেদ পাঠ হয় কোথা, কোথায়(ও) আগম!
সাহিত্য পুরাণ কোথা মাহাত্ম্য প্রচারে।
নিত্য সেথা লীলায়িত নৈষ্ঠিক নিয়ম!
মূর্ত্ত সুরলোক যেন মর্ত্তে অবতরে। ৩০॥

কিছু দূর অগ্রসরি' তপোবন-মাঝে
কুতূহলে, মহারাজ হেরিলা সম্মুখে,
কুসুম-উদ্যান এক অনবদ্য রাজে,
সদ্যো-বিকশিত পুষ্প আলিম্পন আঁকে। ৩১।
তরু-রাজি ঊর্দ্ধ-কর তপস্বী আকারে
স্বরগ-প্রবেশে যেন করিছে কামনা,
কুসুম-লতিকা দলে অভয় বিতরে,
সাধুজন যথা দেয় আশ্রিতে সান্ত্বনা॥ ৩২।
উদ্যানের কুঞ্জমাঝে কুসুম-মঞ্জুলা
তিনটি তাপস-কন্যা পড়িল নয়নে!
হেরি' তাহাদের, মনোবৃত্তি সুচঞ্চলা
হইল রাজার! কৌতূহল জাগে প্রাণে! ৩৩।

হেরিলা, সে তিন বালা তাপসী তরুণী
ফুলতরু-আলবালে করিছে সেচন
বারিধারা! ভূমে নামি' কৌমুদী-বরণী
দেব-কন্যা করে যেন স্নেহ-বরিষণ! ৩৪।

কিম্বা যেন শশী নামি' গগণ হইতে
তিন ভাগে নারী-রূপে করিছে লালন
ওষধির দলে! কিম্বা নামিয়া মরতে
স্বরগ-অপ্সরা কায়া করেছে ধারণ। ৩৫।

অনঙ্গ-সঙ্গিনীসম অঙ্গের সুষমা,
তাপসীর দেহে এত মাধুরীর ছটা!
বরাঙ্গে ভঙ্গিমা কিবা বেতস-উপমা!
নামিছে, উঠিছে করি' নানা-রঙ্গ-ঘটা! ৩৬।

বিম্বাধরে সরলতা-প্রতিবিম্ব খেলে!
অম্বরে প্রকাশ যেন বিদ্যুতের লেখা,
প্রতিযোগিতার খেলা নয়ন উৎপলে!
মরি! মরি! নেমেছে কি ভূতলে অলকা? ৩৭।

মানবী-কুসুম যবে আসিছে সকাশে
পাদপ-কুসুম তবে হারায় বরণ!
মলয় অস্থির অতি নির্ণয় উদ্দেশে,
এলায়িত কুন্তলের মাগিছে শরণ। ৩৮।

বল্কল হয়েছে অঙ্গে কৃপণ বসন।
অনঙ্গ সুযোগ পায় শতেক উপায়ে
করিতে শর-সন্ধান! নাহিক লক্ষণ
কোনও শর বিঁধিয়াছে তপোবালা-কায়ে॥ ৩৯।

ধরি' ঘট জলপূর্ণ ঘোরে রূপ-ঘট
সাধি' পুষ্প-আলবালে সেচনের ঘটা!
ঘটায় সে অভিনব লীলারঙ্গ-পট
রাজার হৃদয়ে নব আবেশের ছটা॥ ৪০।

তরু-কাণ্ড-অন্তরালে ত্বরিতে পশিয়া
তিরপিত করে রাজা আঁখির পিপাসা!
তাপসীর তনু-কান্তি বিমোহিল হিয়া!
ভূলে রাজা আপনার রাজকীয় দশা! ৪১।

ভাবে মনে মহীপতি :- মরি! এ মাধুরী
মিলে না তো অন্তঃপুর-মাঝারে রাজার!
প্রকৃতি-সঞ্জাতা পরাজয় এ বল্লরী
সযত্ন-লালিতা কান্তি উদ্যান-লতার॥ ৪২।

গোপনে শুনেন রাজা, তিনসখী মিলি'
করিছে রহস্যালাপ!

সখী। ওলো শকুন্তলে?
(কহে এক মধুকণ্ঠী), "দেখি, তোরে ঠেলি'
তাত কণ্ব ভালবাসে তরু-শিশু দলে! ৪৩॥

তা না হ'লে তোর এই কুসুম-কোমল
তনুর উপরে ভার দিলেন সেচনে?"

শকুন্তলা। নহে তো তাতের মম আদেশ কেবল!
(উত্তরিল শকুন্তলা) "তরু শিশুগণে ৪৪॥

সহোদরা-স্নেহ মম আছে যে সজনি!
অনসূয়ে? মিথ্যা কেন দোষ দাও তাতে?"
নেপথ্যে বিচারে রাজা :-

রাজা। সত্য বলি মানি!
এই ভার সমুচিত নহে কোনও মতে! ৪৫॥

কে কোথায় কুসুমের পল্লব সহায়ে
কাটে সুকঠিন কাঠ? কোমল বসনে
কে কোথায় মর্ম্ম-হীন ঘূর্ণীপাক দিয়ে
নিয়োজিত করে বন্য মাতঙ্গ বন্ধনে? ৪৬॥

কিছুক্ষণ আলবালে করিয়া সেচন,
কহে পুনঃ শকুন্তলা :-

শকুন্তলা। সখি অনসূয়ে ?
বক্ষের কাঁচুলি তোরা বাঁধিলি এমন,
বিষম পীড়ন সহি জড় সড় হয়ে। ৪৭।
শিথিল করিয়া দে'রে !
অনসূয়া আসি'
গ্রন্থি খুলি' মন্থরেতে করিল বন্ধন।
অন্য সখী কহে হাঁসি' :-
সখী। মোরা নহি দোষী !
এর তরে দায়ী তব বিপুল যৌবন।" ৪৮ ॥
শকুন্তলা। "তুই বড় দুষ্ট, সই !" কহে শকুন্তলা
সখী'পরে রুষি', মুখ সলাজ-অরুণ !
রাজা বলে মনে মনে :—
রাজা। সত্য কহে বালা,
বক্ষই পরম সাক্ষী, জানায় যৌবন। ৪৯ ॥

কিছু পরে শকুন্তলা কহে মুখ তুলি'
শকুন্তলা। ওলো অনসূয়ে ? দেখ্ সেথায় কেশর
মলয়-সমীরে নাড়ি' পল্লব অঙ্গুলি
ডাকে মোরে কাছে গিয়ে করিতে আদর। ৫০ ॥

বলিতে বলিতে গেল শকুন্তলা ধেয়ে
সে তরু-সকাশে ! কহে সজনী অপর :-
সখী। কেশরের পাশে তুই আছিস্ দাঁড়ায়ে,
মনে হয় বধূ সাথে মিলিল কেশর। ৫১ ॥
শকুন্তলা। "এই হেতু প্রিয়ম্বদা ডাকে সর্ব্বজন !
প্রিয় কথা কহিস্ বলিয়া !" শকুন্তলা ॥
হাঁসি' কয়। মনে কহে দুষ্মন্ত রাজন্ :—
দুষ্মন্ত। সত্য, লতা সম এই কান্তিময়ী বালা ! ৫২ ॥
কিশলয় সুকোমল অধর যুগল,
শাখা সম দুই বাহু, কুসুম-মঞ্জুল

যৌবন-লাবণ্য দেহে খেলে ঢল ঢল,
উপমা লতিকা সাথে নহে কিছু ভুল! ৫৩ ॥
মাধবী বল্লরী পাশে আসি' অনসূয়া
কহে ঃ—

অনসূয়া। ওলো সখি? তুই ইহারে ভুলিলি?
বন-আলো-করা রূপে মোহিত হইয়া
বন-জ্যোৎস্না নাম তার তুই-ই দিয়াছিলি! ৫৪ ॥

শকুন্তলা। তা'হ'লে ভুলিব সখি আপনারে আমি!
(উত্তরিলা শকুন্তলা। ত্বরা যায় পাশে।)

শকুন্তলা। কেমন জড়ায়ে আছে সহকার-স্বামী!
দেখ্ দেখ্ মন-সুখে লতা কতো হাসে! ৫৫ ॥
(কতক্ষণ সেই লতা-পরে রাখি' আঁখি,
পান করে যেন বালা)। প্রিয়ম্বদা কহে ঃ-

প্রিয়ম্বদা। "ঈর্ষা বুঝি হয় তোর দেখি' তারে সখি?
মোর বঁধু আসে কবে? তাই মন দহে।" ৫৬ ॥
প্রিয়ম্বদা-পরিহাসে মুনির বালিকা
পাইল পরম লাজ, প্রতি অবয়ব
হইল রক্তিম তার! কামনার শিখা
জ্বলিল রাজার বুকে মদন-সম্ভব। ৫৭ ॥

রাজা (স্বগত) তাপস-সুতারে হেরি' মন উচাটন
কেন হ'ল? ইন্দ্রিয়ের কেন এ উন্মাদ?
বিপ্র-সুতা-সাহচর্য্যে আর্য্য মম মন
দুর্জ্জয় বাসনা ভরে যাচিছে প্রসাদ! ৫৮ ॥
অক্ষেত্র-সম্ভবা তবে হবে কি দুহিতা
কণ্ব-তাপসের? কভু সম্ভব ঘটনা?
(অনঙ্গ-সম্ভব বাণে হয়ে সমুদিতা
আশাদেবী রাজ-বক্ষে আনে এ ভাবনা!) ৫৯ ॥
"তবে কেন তপস্বিনী হেরি' মম মন
হয় উচাটন?" রাজা ভাবে বারেবার।

সহসা চিৎকার শুনি' তুলিয়া নয়ন
হেরিলা প্রমাদ বড়ো মানসী প্রিয়ার। ৬০ ॥
দুঃশীল ভ্রমর এক, না জানি কি ভুলে,
অবলা তাপস-বালা-অধর-সরোজে,
চাহে বসিবারে, বুঝি মধুপান-ছলে।
বিকচ কমল ভাবি' মধুকর মজে ! ৬১ ॥
নৃশংস দংশন-ভয়ে সংশয়-তাড়িতা
শীৎকার তুলি' বালা ছোটে হেথা-সেথা।
ভুজ-তাড়নায় যেন নর্ত্তন-নিরতা !
হেরি' রাজা ঈর্ষাভরে পায় মনোব্যথা। ৬২ ॥
কহে মনে ঃ-

রাজা (স্বগত) ওরে অলি ? হইলি সার্থক !
লোক-লাজ নাহি, তাই করিস্ সম্ভোগ !
সমাজের ভয়ে মোরা ঘুরি নিরর্থক !
সাহস ব্যতীত কোথা আছে ফলভোগ ? ৬৩ ॥
অপাঙ্গ-চঞ্চল আঁখি করিছ পরশ,
গুন্ গুন্ করি কাণে কহিছ ভণিতা,
করিছ নারীর বিম্ব-অধরে সরস
সুধাপান ! তুই কৃতী ! মোরা ঘুরি বৃথা !” ৬৪ ॥
এরূপে সমাজ-নীতি-স্বাধীন ভ্রমরে
ঈর্ষা করে যবে রাজ-মন, শকুন্তলা
অলি-ভয়ে ইতস্ততঃ ছোটা ছুটি করে,
রসিক ভুঞ্জয়ে রস, বিরসা অবলা ! ৬৫ ॥
সখী-দ্বয়ে শকুন্তলা ডাকে,

শকু। ওরে তোরা
মধুকর-কর হ'তে কর্‌রে উদ্ধার !
(হাসি' কহে প্রিয়ম্বদা ঃ—)

প্রিয়। অক্ষম আমরা,
দেশের রাজারে ডাকো শক্তির আধার ! ৬৬ ॥
সুযোগ বুঝিয়া এবে দুষ্মন্ত রসিক

তরু-পার্শ্বদেশ হ'তে হর্ষ-যুত চিতে
বাহিরিল দ্রুতবেগে! কহে :-

দুষ্ম। হারে ধিক্
মধুকর! অবিনয় এ দাস থাকিতে ৬৭ ॥
সরলা অবলা' পরে?"

বলি' তাড়নায়
দূর করে মধুকরে। শকুন্তলা পানে
ফিরি' রাজা সুধাইল স্নিগ্ধ রসনায়
"কুশল তো তপস্যার আজি তপোবনে?" ৬৮ ॥
সবিস্ময়ে শকুন্তলা হইল বিবশা
সাধ্বসে, সকাশে হেরি' সুন্দর-গঠন
রাজোচিত, ফুল্ল-কান্তি, তরুণীর আশা,
কামদেব-কমনীয় করুণ-বদন। ৬৯ ॥
ভুলে গেল শকুন্তলা উত্তরের ভাষা;
হায় রে! যেমতি ভোলে মেঘ-দরশনে
চাতক আপন ডাক,— তরুণীর আশা
মৌন করে তরুণীরে প্রিয় আলাপনে! ৭০ ॥
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা রাজারে ত্বরিতে
করিল অভিবাদন! প্রিয়ম্বদা কহে :-

প্রিয়ম্বদা। স্বাগত সুজন! আনি কুটীর হইতে
অর্ঘ্য ও আসন, পূজি অতিথিরে যাহে! ৭১ ॥

দুষ্ম। নাহি কোন প্রয়োজন! (কহিলা নৃপতি)
ভবতী-বচনে হ'ল আতিথ্য সফল!
চলুন ও তরুতলে সুশীতল অতি,
বসি' সেথা শুনি তপোবনের মঙ্গল! ৭২ ॥
চলে তবে সর্ব্বজন নবদূর্ব্বাদল-
আবৃত জলদ-কান্তি উর্ব্বীতলাসনে!
বসি' সেথা রাজা ভাষে :-

রাজা। মম কৌতূহল
আছে সুধাবার কিছু! দ্বিধাহীন মনে ৭৩ ॥

যদি হয় অনুমতি, কহ সুভাষিণি,
আজন্ম তপস্বী শুনি কণ্ব তপোধন !
কেমনে তনয়া তাঁর সম্ভবে, ভামিনি ?
ঔরসজা তিনি ? কিম্বা বিধিলব্ধ ধন ? ৭৪ ॥

প্রিয় । শুন তবে মহামতি, সখী-উপাখ্যান !
(কহে প্রিয়ম্বদা),—'পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র ঋষি
কঠোর তপস্যা সাধে দেহ-অবসান,
ইন্দ্রত্ব করিতে লাভ, ঘোরবনে পশি' । ৭৫ ॥
ভয়ে ভীত দেবরাজ পাঠাইলা সেথা
তপোভঙ্গ-অভিলাষে অনঙ্গ-মোহিনী
মেনকারে,—বরাঙ্গীর চির জয়-কথা
পুরুষ-দলনে কে না জানে নর-মণি ? ৭৬ ॥
একদিন মধুমাসে চন্দ্রমা-শোভিত
মলয়-পবন-দোল-মদির নিশায়,—
পিক যবে বনভূমি করে মুখরিত,
ফুলরাশি মিলনের বাসর সাজায়, ৭৭ ॥
ভৃঙ্গ চায় সঙ্গ-সুখ কমল-কুসুমে,
অঙ্গ চায় অনঙ্গের পূরাতে বাসনা,—
মেনকা অলকাপুরী-সুন্দরী বিভ্রমে
ঋষিরাজ-আঁখি পথে আসি' দিল হানা । ৭৮ ॥
বিলোল কটাক্ষে তাঁরে করে অভিভূত
বিলাসাক্ষী ! তপোলক্ষ্মী পলাইল দূরে ।
ক্ষত্র-ঋষি আঁখি খুলি' হেরে অনাবৃত
মেনকার দেহ-কান্তি"—বলি' এতদূরে ৭৯ ॥
নীরবিলা প্রিয়ম্বদা লাজ-নত মুখী ।
কহেন দুষ্মন্ত রাজা ঃ-

রাজা । বুঝিনু কেমনে
সখী তোমাদের জন্ম লভিলা সুমুখি !
কিন্তু কহ, কি উপায়ে কণ্বের পালনে ৮০ ॥
আসিলা কৌশিক-সুতা মেনকা-দুহিতা ?

(পুনঃ আরম্ভিলা তবে প্রিয়ম্বদা সখী :-)

প্রিয়। লজ্জায় অরণ্য-মাঝে প্রসবিয়া সুতা
পলায় মেনকা আর্য্যা একাকিনী রাখি' ৮১ ॥
সখীরে মোদের! পরে শকুন্ত উড্ডীন
শিশুরে বহিয়া তুলি' পক্ষের উপর
ফেলে যায় কণ্ব-মুনি-উৎসঙ্গ-বিলীন।
তাই শকুন্তলা নাম হ'ল অতঃপর। ৮২ ॥

রাজা। বুঝিলাম এতক্ষণে! অপ্সরা-সম্ভব
ব্যতীত এতেক কান্তি কোথায় মরতে?
ক্ষত্রিয়জা তবে বালা! (কহিলা পৌরব
আশ্বাসে নিঃশ্বাস ফেলি' অন্যের অজ্ঞাতে। ৮৩ ॥
কিন্তু তবু কৃষ্ণ মেঘ মনের আকাশে
উদিল আবার! অন্ধ মদনের খোলে
বহু আঁখি প্রিয়াসনে মিলন-প্রয়াসে!)
জিজ্ঞাসিল রাজা তবে নানা কথা-ছলে :- ৮৪ ॥

দুষ্মন্ত। চিরদিন রহিবে কি এই নারী-মৃগী
তপস্যা-নিগড়ে বাঁধা নারীত্ব ভুলায়ে?
(প্রিয়ম্বদা কহে :-)

প্রিয়। ভদ্র? যোগ্যজন লাগি'
অপেক্ষা করেন তাত বিবাহ-আশয়ে! ৮৫ ॥
(লাজময়ী শকুন্তলা, শুনি' সে বচন
কহে প্রিয়ম্বদা প্রতি :-)

শকু। চলিনু সজনি,
কুটীরে এখনি আমি! তোদের মতন
মানী জন সনে হেন ধৃষ্টতা না জানি! ৮৬ ॥

প্রিয়। কোথায় চলিলে সখি, করি' অভিমান?
মন্দ কথা কি বলেছি? দাও তুই ঘট
সেচনের বারি যাহা করিয়াছি দান!
আছো তুমি ঋণী তাহা আমার নিকট! ৮৭ ॥
(গমনে অনিচ্ছা মনে, এই অভিযোগে

থমকি দাঁড়াল তবে সে সরলা বালা !
অভিযোগ পরিণত হইল সুযোগে,
ফিরিয়া একান্তে কান্তে হেরে শকুন্তলা। ৮৮ ॥
অহো ! কি বিদ্যুৎ-গতি অনঙ্গের কলা
খেলে ! পরিচয়-হীন দুষ্মন্ত রাজার
সহানুভূতির স্রোত ভরে মনো-বেলা
শকুন্তলা-প্রতি ! আঁখি বুঝে সমাচার ! ৮৯ ॥
কহে রাজা ঃ-

রাজা "থাক্ ! থাক্ ! বড়ো শ্রান্তা উনি !
আমি করিতেছি ওঁর ঋণ পরিশোধ !"
অঙ্গুলি হইতে খুলি' অঙ্গুরীয়-খানি
সখীরে করেন দান রাজাটি সুবোধ। ৯০ ॥
প্রিয়ম্বদা পাঠ করে অঙ্গুরীয়াঙ্কিত
নাম-পরিচয়। পড়ি' হইলা স্তম্ভিত !
দুষ্মন্ত রাজার নাম রয়েছে খোদিত।
সসম্ভ্রমে প্রিয়ম্বদা মাথা করে নত। ৯১ ॥
রাজা কহে ঃ-
"জেনো ইহা রাজ-পুরস্কার !
পৌরব-পতির আমি রাজ-কর্ম্মচারী !"
প্রিয়ম্বদা কহে ঃ-

প্রিয়। "নাহি প্রয়োজন আর
অঙ্গুরীয়ে ! ভবাদেশে ঋণ-মুক্তা নারী।" ৯২ ॥
(অনসূয়া-কাণে প্রিয়ম্বদা চুপি কয়,)
"ইহার উপরে হেরি সখীর কামনা !
সাগর ব্যতীত নদী যায় পঙ্কাশয় ?
নলিনী কি খোলে মুখ রবি-কর বিনা ?" ৯৩ ॥
ততক্ষণ শকুন্তলা দুষ্মন্ত দু'জনে
পরস্পরে দৃষ্টি দেয় হৃদয়ের দূতী !
জগতের সাধারণ গতি-বাতায়নে
অনঙ্গের রঙ্গ-হাওয়া করে মাতামাতি ! ৯৪ ॥

হেরি' তাহা প্রিয়ম্বদা কহিলা রসিকা ঃ-

প্রিয়। যাও শকুন্তলা এবে যেথা যেতেছিলে !

শকু। যাই কি না যাই,-আমি জানি তার ঠিকা !

তোর কি তাহাতে ? কথা কহিস্ কি ছলে ? ৯৫ ॥

প্রিয়। "যাও দেখি পারো যদি !"

কহে প্রিয়ম্বদা

কৌতুকে হানিয়া দিঠি-শর সখী প্রতি।

শকুন্তলা চলে তবে অতি-ধীর-পদা,

অনিচ্ছায় ঠেলি' নৃপ-চক্ষুর মিনতি। ৯৬ ॥

হেন কালে উঠে দূরে ঘোর কোলাহল

তপোবন-শান্তবক্ষে হানি' লক্ষ শেল !

চিৎকারিয়া কহে যতো তাপসের দল ঃ-

রাজ-সৈন্য সমাগমে আশ্রম উদ্বেল ! ৯৭ ॥

তুরঙ্গের ক্ষুর-স্বনে কুরঙ্গী চকিতা

নীবার লইয়া মুখে নিবারে চর্ব্বণ।

গর্ভবতী শশ-জায়া অকাল-প্রসূতা,

সদ্যোজাত শিশু ফেলি' ধায় দূর বন। ৯৮।

করি-শুণ্ড-কণ্ডুয়নে প্রকাণ্ড পাদপ

ভেঙ্গে পড়ে ভূমিতলে প্রচণ্ড রৌরবে !

মত্ত-করি-আস্ফালনে ফেলি' জপতপ

পলায় আশ্রম ত্যজি' মুনিভাণ্ড সবে। ৯৯ ॥

রাজা। অনুচর-অত্যাচারে সংক্ষুভিত হেন

আশ্রম ! (বিরক্ত রাজা কহিলা বিক্ষোভে !)

যাই তবে দ্রুতগতি করিতে বারণ !

ভদ্রাগণ ? এ অভদ্র পুনঃ যেন লভে ১০০ ॥

ভবতী-গণের সাথে আলাপ-সম্পৎ !"

বিদায় মাগিল রাজা বিনীত বচনে।

প্রিয়ম্বদা কহে ঃ-

প্রিয়। "হে বরেণ্য শ্রদ্ধাস্পদ ?

বিধি বশে ব্যর্থ হ'নু আতিথ্য-সাধনে ! ১০১ ॥

তেঁই কহি, পুনঃ যেন মিলে এ সুযোগ,
অভ্যাগতে দিতে তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা !
অভাগ্যবানের হয় স্বজন-বিয়োগ !
আসিবেন পুনঃ হেথা, করি এ প্রার্থনা !" ১০২ ॥

রাজা। দেবি ? করি অঙ্গীকার, অবশ্য পালিব
ভবতীর উপরোধ ! না হবে অন্যথা।
শকুন্তলা-পানে চাহি' তৃষার্ত্ত পার্থিব
জানায় নয়ন দিয়া বিদায়ের ব্যথা। ১০৩ ॥

চলিলা দুষ্মন্ত তবে নিতান্ত বিষাদে
ত্বরিতে, বারিতে সহযাত্রি-অবিনয় !
প্রিয়-বিরহিতা হয়ে চলে ধীর পদে
শকুন্তলা সখী-সাথে উটজ-আলয়। ১০৪ ॥

রাজা ভাবে যেতে যেতে :- "ধাইছে চরণ,
মন কিন্তু চলে পাছু অলস মন্থরে !
বরিষণ শেষ হলে(ও) তথাপি যেমন
কাদম্বিনী-আড়ম্বর বিলম্বে অম্বরে। ১০৫ ॥

অথবা কেতন-দণ্ড হইলে বাহিত,
চীনাংশুক উড়ে যথা বিপরীত দিকে
প্রতিকূল বায়ু-তাড়নায়,-সেইমত
মন উড়ে লক্ষ্য করি' ঋষি-কুমারীকে ! ১০৬ ॥

শকুন্তলা অন্যদিকে কহে ছল করি'

শকু। বল্কল হয়েছে লগ্ন পল্লব-শাখায় !
দাঁড়া সখি ! সাবধানে মুক্ত তাহা করি !"
এই অবসরে নৃপ-পানে ফিরে চায় ॥ ১০৭ ॥

কভু কহে "উহু মরি ! বিঁধেছে চরণ
পথের কাঁটায় সখি ! মারিবি কি তোরা ?"
কণ্টক-মোচনে করে আকাঙ্ক্ষা মোচন !
পান করে দয়িতের মুখ-কান্তি-ধারা ! ১০৮ ॥

সজনীর কাণ্ড দেখি' হাঁসে মিটি মিটি
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা। বুঝিল অচিরে

বারেক দর্শনে সখী পড়িয়াছে লুটি'।
দয়িতের মুখ তাই ফিরি' ফিরি' হেরে। ১০৯ ॥

—০:*:০—

দ্বিতীয় সর্গ

নৃপতি ফিরিল যদি, ঘুচিল আশ্রম-ব্যাধি,
শান্ত হ'ল অশান্তি-কারণ।
অনুচর-দল পরে, আশ্রম হইতে দূরে
মৃগয়ায় দিল সবে মন।
রাজা কিন্তু প্রতিদিন, আশ্রমে হয়ে আসীন,
তাপসীরে করিত মৃগয়া।
ধনুঃ তাঁর হৃদি-খানি, শর,-রস-সিক্ত বাণী,
শকুন্তলা কুরঙ্গী সদয়া।
পলায় না ভয় পেয়ে, বরং উৎসুকা হয়ে
ধরা দেয় শিকারী-কবলে।
সখীরা প্রহরা দেয়, শিকারের এ খেলায়
দূতী-গিরি করে কুতূহলে।
বিষয়ী ও বৈরাগিনী,— কি সুন্দর এ মিলনী!—
হায় রাজা! নহো তুমি বাদ,
পড়িতে মন্মথ-জালে, রাজ-পদ গিয়ে ভুলে,
তাপসীতে খুঁজিলে প্রসাদ।
মদনের রাজ্যে দেখি, রাজা প্রজা মাঝে ফাঁকি
নাহি কিছু, সবাই সমান।
দীন ভিখারীরে মাগে, রাজ-কন্যা অনুরাগে,
মিলে যায় বিপরীত প্রাণ।
হস্তিনাপুরীর রাজা মহাবীর্য্য মহাতেজা
অন্তরালে শকুন্তলা সনে
সুখ-মিলন-প্রয়াসে কাটালেন মহোল্লাসে
কিছুদিন অতি সঙ্গোপনে।

শেষে অনুযাত্রিগণ, মৃগয়া-কাতর-মন,
ফিরে যেতে চাহিল নগরে।
কেহ বলে, 'গায়ে ব্যথা!' কেহ বলে 'ধরে মাথা!'
কেহ বলে, 'যাতনা উদরে!'
কেহ বলে, 'ঘুম নাই,' কেহ বলে, 'ঘুমে নাই
আরামের ঘন নিবিড়তা!'
কেহ বলে, 'বড় মশা,' কেহ বলে, 'পায় নেশা,
তালরসে কম মাদকতা!'
কেহ বলে, 'শয্যা নাই!' কেহ বলে, 'সজ্জা নাই,
মজ্জা নাই সহ্য করিবার!'
কেহ বলে, 'বাহ্য ছলা! মৃগয়া কি গ্রাহ্য খেলা?'
গুহ্য কথা উহ্য রহে তার।
কেহ বলে: কোথা শুই? কেহ বলে: কোথা ধুই
মুখ চোখ হইলে প্রভাত?
কেহ বলে: কিবা খাই? কোথায় মেঠাই পাই?
ভুট্টা খেয়ে ছাড়ে বুঝি ধাত।
কাহারও উঠিছে জৃম্ভা, কেহ ভুড়ি দেয় লম্বা,
অম্বলের কারও অভিযোগ!
ভুঁড়িতে বুলায় হাত, কেহ শুয়ে কুপোকাত,
বলে: মোর হ'লো বাত রোগ॥
কেহ বসে খেলে পাশা, কারও মুখে পান ঠাসা
কেহ খায় শশা নুন-যোগে।
মাথা-ঘষা মিশাইয়া, কেহ কেশে তৈল দিয়া,
টেরি খাসা রচে অনুরাগে॥
কেহ বলে: 'পত্র পাই গৃহ হ'তে, গৃহ নাই
মাত্র আছে পত্র-হীন তরু!
পুত্র ও কলত্র উড়ে গিয়াছে বিষম ঝড়ে,
গ্রামখানা হয়ে গেছে মরু!'
কেহ বলে: মশারির কোণ ছেঁড়া, এ ব্যাধির
গৃহিণীই জানে সে ঔষধ!

তা না হলে মশা খায়! মশারে আপন কায়
কে বিকায় আছে যার বোধ?
কেহ বলে ঃ গৃহিণীর আঁখিতে পড়িলে নীর,
নিরন্নের চেয়ে বেশী ক্লেশ ॥
যাহার গৃহিনী কাঁদে, যম তারে তোলে কাঁধে,
কাঁধাকাঁধি ক'রে করে শেষ ॥
এইরূপ অভিযোগ নিতি নিতি হয় যোগ;
হেন কালে রাজ-পাশে আসি'
রাজার বয়স্য সখা বিদূষক (দেহে বাঁকা,
মনে সোজা) কহিলেন হাঁসি ঃ—
বিদূঃ। মহারাজ? হ'তে আজ, ছাড়ো মৃগয়ার কাজ
মৃগ বধে কি লাভ লভিলে?
গণ্ডে দেখ গণ্ডগোল, প্রচণ্ড খাইছে দোল,
লোল মাংস, যেন ষণ্ড-গলে।
নিতি নিতি মৃগ-মাংস খেয়ে মোর ঝোলে অংস,
মৃগ সাথে মোর বংশ যায়।
মিষ্টান্নের নাহি লেশ, ইষ্টান্নের অবশেষ!
মধ্যাহ্নেই জীবন ফুরায় ॥
কহিলেন নৃপ তবে ঃ—
রাজা। "আজ হ'তে বন্দ হবে
মৃগ-বধ এই বন-ভাগে!
তপস্যার বিঘ্ন ঘটে, রাজার দুর্ণাম রটে,
এ পাপের শেষ হোক্ আগে!
কিন্তু কহি এক কথা, মনে পাইয়াছি ব্যথা!
কণ্ব-মুনি-সুতার কারণে!
কহ সখে, কি উপায়? কিসে সে তরুণী পায়
চির-মুক্তি বল্কল-বন্ধনে?
শুনি' বয়স্য উত্তরে ঃ—
বিদূ। তাপস-কুমারী তরে
কেন এত রাজার ভাবনা?

পুষ্প-শর বুঝি ভুলি' পুষ্প-শরাসন ভুলি'
তীক্ষ্ণ শরে করেছে তাড়না !
মৃগ-বধ করো তুমি, নারী-বধে রণে নামি'
নারিবে রাখিতে নিজ নাম !
নারী-মৃগী মৃগয়ায় ব্যাঘ্রী সম ধরে কায়
শীঘ্রগতি লইছে বিরাম ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ-সুতা মদনের ধনু-সুতা
সু-তারে বাঁধিতে নাহি দেয় ।
ছাড়িয়া চন্দন-সুধা খায় নিম্ব-পত্র বাঁধা !
মিষ্ট ছেড়ে, দুষ্ট দধি খায় ॥
পুরুষের প্রীতি-ভাষে, উপহাসে উচ্চ হাসে,
বলে : 'তারা কি অবোধ জন্তু !—
হেরিলে নারীর ছায়া ছাড়ে কাঞ্চনের মায়া !
প্রবঞ্চিত হয় ফলে, কিন্তু ॥'
ব্রাহ্মণীর ভালবাসা রস-হীন শুষ্ক শশা !
চর্ব্বণেতে দাঁত যায় ন'ড়ে ।
খেতে হয় নুন দিয়ে, কখনও গলায় গিয়ে
নাসিকার রন্ধ্র-দেশে চড়ে ।
সম্মোহন আঁখি-ঠারে সম্মার্জ্জনী ধরে করে,
সম্মানের রাখে না খবর ।
সম্মতি চাহে না কভু, সম্মুখসমরে প্রভু !
সম্মিলনে সদা অনাদর ॥
কীটমধ্যে যথা ফণী, নারী-মধ্যে সে ব্রাহ্মণী,
ফণা ধরে কণা রোষ হ'লে ।
তরু মধ্যে কাঁটা গাছ, মৎস্য মধ্যে সিঙ্গি মাছ,
কাঁটা মারে পরশ করিলে ॥
ফুল মধ্যে যথা ঘেঁটু, রস মধ্যে যথা কটু,
শিশু মধ্যে যথা বটু ঝাঁজে ।
বস্ত্র মধ্যে যথা চট, পাত্র মধ্যে মাটি-ঘট,
বিপ্রজা তেমতি নারী মাঝে ।

ফল মধ্যে মহাকাল, মাংস-মধ্যে যথা ছাল,
মশলার মধ্যে যথা লঙ্কা।
নক্ষত্রের মাঝে মঘা, দোষ মধ্যে আত্ম-শ্লাঘা,
ব্রাহ্মণী বাজায় তথা ডঙ্কা।
ব্যঞ্জনের মধ্যে শুক্তা, নেশামধ্যে যথা দোক্তা,
মৃত্তিকার মধ্যে যথা পঙ্ক।
শৃঙ্খলের মধ্যে জাল, লৌহমধ্যে তরোয়াল,
নারী মধ্যে ব্রাহ্মণীর অঙ্ক॥
পানীয়ের মধ্যে সুরা, শাস্তি মধ্যে যথা কারা,
রোগ মধ্যে রক্ত-আমাশয়।
বিদ্যা মধ্যে যথা চৌর্য্য, পাপ মধ্যে হত্যাকার্য্য,
অবিচার্য্য ব্রাহ্মণী-প্রণয়॥
নারীর অধম বিপ্রা হয়!
তিথি মধ্যে একাদশী, বাদ্য মধ্যে ভাঙ্গা কাঁশি,
গীতি মধ্যে উচ্চ কলরব।
ঋতু মধ্যে ঘন বর্ষা অস্ত্র মধ্যে তীক্ষ্ণ বর্শা,
নারী মধ্যে ব্রাহ্মণী ভৈরব॥
রাত্রি মধ্যে অমারাতি, বন্ধু মধ্যে যথা জ্ঞাতি,
তর্ক মধ্যে যথা গালাগালি।
গহনার মধ্যে শাঁখা, কিশলয়ে শুষ্ক শাখা,
নারী মধ্যে দ্বিজ-সুতা বলি॥
বাস মধ্যে যথা চটি, ভার্য্যা মধ্যে যথা নটী,
ঘটী-বাটী নহে নিরাপদ।
নিমন্ত্রণে পেট-ব্যথা, প্রণয়েতে পাকা মাথা,
ব্রাহ্মণীও সেরূপ আপদ॥
(যেমন) প্রহসনে শোক-গাথা, অভিসারে ধর্ম্ম-কথা,
সেই মত ব্রাহ্মণী-প্রণয়।
রজ্জু সম বাঁধি'গলে, কে পুরুষ এ ভূতলে
ব্রাহ্মণীরে লয়ে সুখী হয়?
মহারাজ? ডুবে মরি আরোহি' ব্রাহ্মণী-তরি

এ ভব-সমুদ্র-বক্ষ'পরে।
ছাড়িয়া ব্রাহ্মণী-প্রীতি, (বিদূষক কহে নীতি,)
রাতারাতি পালাও নগরে ॥
নহে তব প্রেম-কথা শুনিলে, যজ্ঞেতে হোতা
তাপসেরা দিবে যে আহুতি,—
তাহে তব যাবে প্রাণ, ভস্মে হবে অবসান,
প্রাণ আগে রাখো হে দুর্ম্মতি!
কিম্বা তা'রা দিবে শাপ, হবে তুমি ঢোঁড়া সাপ,
পুকুরের বেঙ ধরে খাবে।
কিম্বা হবে কুষ্মাণ্ড, শাকের বিশুষ্ক কাণ্ড,
ব্রাহ্মণীরা ব্যঞ্জনে চিবাবে॥
হবে নারিকেল-কাটি, লইয়া তোমার আঁটি
সম্মার্জ্জনী বাঁধিবে নারীরা।
আছাড় মারিয়া তোমা, ঝাঁট দিবে বিপ্র-বামা
তপোবন,— প্রতিশোধ-পরা॥"
শুনি' ব্রাহ্মণী-রহস্য রাজা কহে—
রাজা। হে বয়স্য!
দেখো নাই কণ্ব দুহিতারে!
তাই কহ হেন কথা, শুনে পাই মনে ব্যথা!
সরলা সে ভালবাসে মোরে॥
বিদূষক শুনি হাঁসে! বলে:—
বিদূ। তোমা ভালবাসে?
নারী-আচরণে তুমি অজ্ঞ!
অপাঙ্গে চেয়েছে বুঝি? সেটা, নারী-কারসাজি,
কৌশলে চাহিছে নর-যজ্ঞ॥
তোমার মতন কত ভুলায়েছে শত শত!
কতো পুরুষের নাক-কাণ
কাটিয়া তাড়ায়ে দে'ছে। এতে কার রক্ষা আছে?
কেন যাও পেতে অপমান? ॥
বিপ্রসুতা রাখে বঁটি, দেখে যদি পরিপাটী

প্রেমিক পুরুষ এল জালে,
অমনি সে বঁটি দিয়া, (এমন কঠিন-হিয়া!)
মুণ্ড কাটি' ফেলে দেয় জলে ॥
শুনি' রাজা কহে ঃ-
রাজা। সখে? দেখিয়াছ কোথা চোখে,
বিপ্র-সুতা করে হেন কাণ্ড?"
বিপ্র কহে ঃ-
বিদূ। হে রাজন? আমি সেই অভাজন,
আমার ব্রাহ্মণী কাটে মুণ্ড ॥
নিত্য করে মুণ্ড-পাত, যদি চাহি তার সাথ
প্রেম-সম্ভাষণ কোনও ক্ষণে!
বলে: 'যার নাহি টাকা, হয় যদি খুকী-খোকা,
মারিবে তাদের অনশনে' ॥
রাজা কহে ঃ— হে ব্রাহ্মণ? এত করো উপার্জ্জন,
কেন নাহি দাও প্রেয়সীরে?
বিপ্র কহে ঃ-দিলে টাকা, কোথা হ'তে ঝাঁকা ঝাঁকা
মোদক পাঠাই এ উদরে?
রাজা কহে হাঁসি ঃ- শুন, আত্ম-সুখী যেইজন,
সে জানে না ভালবাসা-নীতি!
প্রেম যার মনে রহে, প্রেয়সীর তরে সহে
সর্ব্ব দুখ, সকল অখ্যাতি ॥
বিদূষক কহে ঃ-রাজন্? সে তো বড় অভাজন!
প্রেমে তার লাভ কিবা আছে?
আত্ম-সুখ যদি নাই, প্রেম তবে কি বালাই!
ফল-শূন্য কেবা উঠে গাছে?
রাজা কহে ঃ-স্বার্থপর? পূরাইয়া আত্মোদর,
সুখ নাই জেনো এ ভূতলে।
সুখ শুধু বিতরণে, অন্যেরে উদার দানে।
প্রেম তাই পরমার্থ বলে।
বিদূষক কহে ঃ-রাজন? তোমার প্রেয়সী, মন

কোন্ গুণে মজা'ল, না জানি।
দেখি, তুমি মেষপ্রায়, বাঁধা পড়িয়াছ পায়।
সে কি হেন সুন্দরী রমণী ?
রাজা কহে ঃ-প্রিয় সখে ? তারে না দেখিলে চোখে,
বুঝিবেনা কত সে রূপসী।
তাহার দেহের কান্তি, দেবতার আনে ভ্রান্তি,
নব-রুচি যেমতি উষসী॥
নয়ন কি সুশোভন ! পদ্মপত্র-বিমোহন
শ্রবণ-অবধি তার সীমা।
কপোল নাসিকা পাশে ব্রীড়াবশে পরকাশে
উদয়-আকাশে অরুণিমা॥
ওষ্ঠাধর যেন দ্বার ত্রিদিবের ! অনিবার
কাঁপে রুদ্ধ হৃদয়-আবেগে।
বিম্বফল, সম্বরিয়া নিজ দম্ভ, উঠে গিয়া
সে অধর-কিশলয়-ভাগে।
ভ্রু-যুগলে রচে ধনু অতনু সে পুষ্পধনু
কটাক্ষের শর তাহে হানে।
চক্ষুর পল্লব হেরি' দূর্ব্বাদল লাজে মরি'
ভূমিতলে রহে অপমানে॥
মস্তকে কুন্তল দলে মিশি' মেঘ-বালা ছলে
কুতূহলে করে রঙ্গ-লীলা।
মলয় সমীর আসি' তাদের অন্তরে পশি'
করে কত বিলাসের খেলা॥
মরি কি বক্ষের শোভা ! রজত-কলশ কিবা
তুষারিত শৈল-কান্তি প্রায় !
ডমরুর শোভা লুটি, দেহ মাঝে ক্ষীণ কটি
নৃত্যশীলা নটীরে হারায়॥
বল্কল-বসন তলে সুচারু চরণ দোলে,
সহকার তলে যেন লতা।
নলিনীর ভ্রমে অলি, পড়ে সেথা ঢলি' ঢলি'।

অঙ্গুলিতে চম্পক-সমতা ॥

তরুণীর আঁখি-তারা, স্নিগ্ধ শান্ত পুণ্য-ধারা
বিতরিয়া প্রকাশে মহিমা।
অনাঘ্রাত পুষ্প যথা, অপিষ্ট মাধবী-লতা
কণ্ব-সুতা পুণ্যের প্রতিমা ॥
হেন নারী অলঙ্কার পৃথিবীর! কোথা ছার
পুর-নারী তাহার সকাশে!
সে যেন জগৎ-ছাড়া, সৃষ্টির বাহিরে গড়া,
পৃথিবীর কিছু না পরশে ॥
বাস তার ভিন্ন লোকে, বিধাতাও নাহি রাখে
সে সম্বাদ পরশের ভয়ে।
ইন্দ্রিয় সেথায় শিশু, কামনা নহে পিপাসু,
মন জাগে প্রথম উদয়ে ॥
সে বালা বালিকা হ'তে আরও শিশু! সৃষ্টি-প্রাতে
জন্মেছিল যেন একাকিনী।
ছিলনা তখন নারী, ছিল শুধু বিধাতারই
ছায়া-রূপা তরুণী সঙ্গিনী।
সরলতা মূর্ত্তিময়ী, কান্তি যেন দ্রবময়ী,
শান্তি যেন প্রথম পুলকে।
রোমাঞ্চ খেলেনা কায়ে, বেপথু প্রণয়োদয়ে
উঁকি দিয়ে পলায় পলকে।
এহেন নারীরে দেখি, নিজেরে কেমনে রাখি
অনুরাগ-বাহির প্রদেশে?
আছে যার নর-দেহ, কেমনে এড়াবে মোহ?
ধরা তাই দিয়াছি নিমেষে ॥

শুনি' কহে বিদূষক ঃ- হয়ে অতি বিবেচক,
কেন হে মজিলে এই প্রেমে?
হোক্ সে সুন্দরী অতি, হোক্ অকলুষ-মতি!

মিশে কভু সীসকে ও হেমে ?
তুমি ভারতের রাজা, ক্ষত্রবীর মহাতেজা,
অরি-বধ তোমার ব্যবসা।
এ নারী অহিংস-মনা, জীব বধ করে ঘৃণা !
তোমা সনে ঘটিবে বচসা ॥
ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করা তোমার জীবন ধারা !
বিসর্জ্জন তার আচরণ।
সে রহিবে জপে-তপে, তুমি র'বে রণ-কোপে !
অগ্নি আর তুষার যেমন ॥
সে মাখে ইঙ্গুদী তৈল, রাখিবে জটার শৈল !
তব কেশে সুগন্ধি রচনা !
তাহার অঙ্গের গন্ধ শুঁকিলে নিঃশ্বাস-বন্ধ
হবে তব,---ইহা কি বুঝনা ?
সে খাবে আতপ অন্ন, তোমার ঘৃত পলান্ন,
তুমি মাংস, তার নিরামিষ।
সে খাবে কর্কন্ধু ফলে ব্যঞ্জন এরণ্ড-মূলে,
খায় যাহা ধেনু ও মহিষ ॥
তাহার খড়ের শয্যা, তোমার শয়ন-সজ্জা
লজ্জা দেয় চীনাংশু কোমল।
গাছের বল্কলে কটি আবরে, জানেনা শাটী !
রাজ-নটী হাঁসিবে সকল ॥
অঙ্গের ভূষণ তার, রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহার,
তুলসী কাষ্ঠের মালা জানে।
বলয় বনজ লতা, না-হয় গৈরিক সূতা,
সুন্দর মানাবে সিংহাসনে !
তবে তুমিও হও বন্য, তাপসের দলে গণ্য,
পরিচ্ছদ ছাড় সুশোভন !
গাছের বল্কল পরো, জটাভার শিরে ধরো,
ফলমূল করহ চর্ব্বণ ॥
আমরা তব আত্মীয়, ছিলাম মোদক-প্রিয়,

মণ্ডা কতো খাইতাম সুখে !
এবার খাইব কুল, ধেনুকুল-সমতুল !
তেঁতুল চাটিব ম্লান মুখে !
হায় ! হায় ! মহারাজ ? শিয়রে হানিলে বাজ,
ভাল যাত্রা করেছিলে হেথা ।
বনের মার্জ্জারী শেষে ধরিল তোমারে কেশে ?
গো-সাপিনী খে'ল তব মাথা ?
যাই তবে ফিরে গৃহে, বলিগে, 'সজীব দেহে
ফিরিবে না রাজা এ নগরে !
ফিরে যদি, হয়ে ভূত, কিম্বা হয়ে ব্রহ্মদূত !
রোজা ডাকো তাহার উদ্ধারে ॥'

শুনি, কহিলেন রাজা :- "জানি তুমি হেন সাজা
দিবে মোরে ওহে সুরসিক !
কিন্তু শুন, কণ্ব-সুতা না পেলে জীবন বৃথা
হবে মোর, রাজ নামে ধিক্ ।"
রাজার আক্ষেপ গুরু শুনিয়া তুলিল ভুরু
সবিস্ময়ে মিত্র-বিদূষক ।
হেন কালে রাজ-মাতা পাঠালেন দূত সেথা,
পত্র আনে সংবাদ-জ্ঞাপক ।

কহে দূত :- "মহারাজ ? মাতা পাঠালেন আজ
আপনারে লইতে ভবনে !
পুত্রের দীর্ঘায়ু যাচি' করে মাতা ব্রত শুচি
ডাকিছেন আশীষ কারণে ॥"
শুনি' রাজা চিন্তান্বিত, জননী-আদেশ মত
ফিরিবেন কেমনে আবাসে ?
সেথা নাহি শকুন্তলা নীরদ-কান্তি-কুন্তলা,
শান্ত করে বিভ্রান্ত মানসে ॥
নানাবিধ তুলি তর্ক, কহেন পৌরব-অর্ক

শর্করা-প্রলুব্ধ বিদূষকে।

রাজা। যাও সখে নিমন্ত্রণে, মোর প্রতিনিধি-জ্ঞানে!
মাতা তোমা পুত্র সম দেখে॥
কহো জননী-সকাশে, তপস্থার বিঘ্ন-নাশে
আছি আমি বিশেষ ব্যাপৃত।
তপোবন নিরাপদ হইলে, ত্বরিত-পাদ
শ্রীচরণে হ'ব উপনীত॥
শকুন্তলা-উপাখ্যান করিলাম যা ব্যাখ্যান,
জেনো সখা সব তাহা মিছে।
তোমারে আমোদ দিতে, গল্প করিলাম,—যা'তে
কিছুদিন রহো মোর কাছে॥
সত্য কহি, শকুন্তলা নামে কোন মুনি-বালা
নাহি হেথা, সকলই অলীক!
যদিও বা সত্য থাকে, আমি এ প্রেমের পাকে
দ্বিজা সহ পড়ি কি রসিক?
সত্য কহি, দৈত্যদল মত্ত হয়ে অবিরল
তত্ত্ব-চিন্তাকারী ঋষিগণে
তাড়া দেয় মাঝে মাঝে! রাজার কি যাওয়া সাজে
মুনিদের ফেলি' এ দুর্দ্দিনে?
বিশেষ, প্রবাসী কণ্ব মুনি-কুলে চির ধন্য!
না লইয়া তাঁর পদধূলি,
উচিত কি হয় মম, যাইতে বিধর্ম্মী সম?
মর্ম্মকথা এই তোমা বলি॥

শুনি বিদূষক কয়:— "আমারও ছিল সংশয়,
মুনিবংশ-সম্ভূতা ব্যাপারে!
তুমি বিবেচক বীর হবে কি এত অধীর?
নির্ব্বোধ ত দেখিনা তোমারে॥
তবে যাই রাজধানী! কহ রাজা কহ শুনি
পাথেয়ের কি হল আদেশ?

দাও প্রচুর সন্দেশ, তবে তো ল'ব সন্দেশ
মাতৃ-পদে, ফিরি' গিয়া দেশ ॥
লাড়ু দাও গণ্ডা গণ্ডা, অগণ্য মিষ্টান্ন মণ্ডা !
পাণ্ডা করো মোরে সৈন্য দলে।
যাইব রাজ-সম্মানে ! সৈন্যদল মোর সনে
নগরেতে ফিরুক সকলে !
কি করিবে তা'রা রহি' ? ভেক-হীন দেশে অহি,
তৃণ-হীন দেশে যথা ধেনু ?
তার চেয়ে, মোরে ঘেরি' চলুক লাগায়ে সারি,
বাজাইয়া ভেরী, তূরী, বেণু ॥
যাই আমি রাজ-মানে রাজ-রথ-আরোহণে
রাজোচিত মতি-হার গলে !
রাজ-মাতা যদি মোরে পুত্র বলি' সমাদরে,
এ সৌষ্ঠব না হইলে চলে ?"

শুনি ক'ন মহারাজ :— পরো তবে রাজ-সাজ
কুব্জ-পৃষ্ঠ ঢাকো বস্ত্রভারে।
গোপন করহ শিখা, যাহে দ্বিজ-ধ্বজা আঁকা !
মুকুট পরহ শির'পরে ॥"

ব্যবস্থা হইলে সব, লয়ে অনুযাত্রী সব
বিদূষক ফিরিল নগরে।
দুষ্মন্ত সুশান্ত মনে শকুন্তলা-সম্ভাষণে
বাহিরিলা উপবনান্তরে ॥
বয়স্য তরল-মতি, রাজ্ঞীদের কাছে মাতি'
পাছে কহে তাপসী-আখ্যান,
সেই হেতু বিদূষকে ভাঁড়াইলা কথা-ঝাঁকে
নৃপতি, মিষ্টান্ন করি' দান।

—০:*:০—

তৃতীয় সর্গ

বিকশিত বকুলের বন-বীথিকায়
নীরবে পড়িতেছিল,-(স্বপনেতে প্রায়!)
আধঘুমে ফুলগুলি টুপ টুপ করি'!
যেন কোন ভোগ-ছলে ত্রিদিব-অপ্সরী
ধরায় নামিতেছিল সাড়া নাহি দিয়া,
একে একে চাপামুখে ঈষৎ হাসিয়া,
যৌবন-খেয়ালে মাতি'।
মৃদুস্বরে অতি
নির্ঝরিণী বহে চলে ঝর ঝর গীতি
গাহিয়া আপন মনে। যেন পা টিপিয়া
আসে গুপ্ত অভিসারে বনপথ দিয়া!
কাহারে বরিতে,—ভাল জানেনা তরুণী,—
তাই ঘোরে নানাদিকে আপনা-আপনি।
অলিকুল কুঞ্জবনে গুঞ্জন-নিরত,
ভোগ-লিপ্সু মানবের ইন্দ্রিয়ের মতো।
দূরে ছায়া-হীন ওই শৈলের শিখরে
(আকাশ মিলেছে যেথা সোহাগের ভরে!)
ছড়ায় বহ্নির শেষ অপরাহ্ণ-রবি!
হোম-অবসানে যেন সমীধের ছবি!
ছোট ছোট মেঘ-শিশু কুড়াইছে কণা,
মাখিছে আপন গায়! ছুটে বর্ণ নানা।
শত ইন্দ্রধনু সেথা করে ঝল-মল।
নীচে রক্ত-ছবি লয়ে বহে ঢল ঢল
মধুমতী-নদী!
তাহারই তটভাগে
কণ্ব-তপোবন শোভে স্নিগ্ধ অনুরাগে।
মধ্যাহ্নের উষ্ণতায় পাইয়াছে ত্রাস,
তাই পত্র-দল ফেলে মর্ম্মরি' নিঃশ্বাস।

তথায় বকুল-তরু-তলদেশে শুয়ে
মৃগী এক আধ-নিমীলিত চোখে চেয়ে
পথ পানে, প্রতীক্ষায় কাহার কে জানে,
ভাবনা-কাতরা, বুঝি বঁধূ আনমনে
চলে গেছে তারে ফেলি'।

কিছুদূরে ধেনু
দাঁড়ায়ে রয়েছে এক, শুনিবারে বেণু
রাখাল-বালকমুখে, তুলি' তার কাণ,
রোমন্থন ভুলি', উচ্চে তুলিয়া বয়ান।
কভু চাহে সেই'দিকে যেদিকে বান্ধবী
তাপস-তনয়া, হায়, লয়ে মুখ-চ্ছবি
যাতনা-পীড়িত, ভাবনা-কাতরা অতি,
রয়েছে শায়িতা ভূমি' পরে তনু পাতি'
নলিনী পত্রের দলে।

বড় গাত্র-জ্বালা!
পদ্ম-পত্র' পরে শুয়ে হয় না শীতলা।
পাশে দাঁড়াইয়া সহচরী দুইজন
দূরিতে শরীর-ক্লম করিছে বীজন।
বিটপীর শাখা হ'তে পড়ে ফোটা ফুল
টুপ টুপ করি,' যেন সজনি বকুল
জানায় সহানুভূতি, সান্ত্বনার ছলে
অঙ্গুলি বুলায় তার বরাঙ্গ-কমলে।
মলয়-সমীর বহে করি ঝির্ ঝির্,
আনে কোন দূর-বন-সঞ্জাত শিশির!
ফুল-কুল দূত সম কহে মৃদু বাণী
চির-আকাঙ্ক্ষিত কোন আশার কাহিনী।
গাহে পিক সহকার-শাখা অন্তরালে
বিরহের গীতি! বনানীর দিগ্-বালে
উঠে প্রতিধ্বনি তার। পাপিয়ার তান,—
(কাহার বিষাদে তার স্বর অতি ম্লান—)

ভেসে আসে সমীরণে আকুলি ব্যাকুলি' !
নিতান্ত কোমল যত পাখীর কাকলি।
ক্রৌঞ্চ-বধূ ডাকে তার পুরুষ-বঁধূরে
সাদরে, আদরে তার রসনা বিদরে।

প্রিয়ম্বদা অনুসূয়া চাহে পরস্পরে
জিজ্ঞাসি' সখীর কথা প্রতি আঁখি-ঠারে !
কিছুক্ষণ পরে কহে প্রিয়ম্বদা সখী :—
"সজনীর পীড়া আমি যতদূর দেখি,
হইবেনা উপশম দিয়া লতা-পাতা,
নিদানের প্রতিকার বিনা হবে বৃথা !
যে-অবধি সে রাজর্ষি আসিলা এ বনে,
সে অবধি সজনীর উজল নয়নে
পড়িয়াছে কালিমার ছায়া। হ'ল মন
তপোবন-বিধি-অনুচিত উচাটন।
একান্তে বসিয়া চিন্তা করে শকুন্তলা,
দীরঘ নিঃশ্বাস ফেলে অন্তরে ব্যাকুলা !
দিন দিন হয় ক্ষীণা, আঁখি জ্যোতিঃ-হীন,
আলুথালু কেশ-পাশ, ভাঙ্গা কণ্ঠ-বীণ।
মনে হয়, যৌবনের আসিয়াছে দাবী !
নিরখিয়া কান্ত-তনু সে পৌরব-রবি
রাজর্ষির, পড়িয়াছে সখী প্রেম-ফাঁসে।
তুষ্ট দেব পঞ্চশর বিঁধেছে উল্লাসে
তাহারে কুসুম শরে। জিজ্ঞাসো সখীরে।
যদি সত্য হয়, তবে তার প্রতীকারে
দাও মন। লতা কিংবা নলিনীর দল
পঞ্চশর-তপ্ত তনু করেনা শীতল।
অকারণ বিলম্বেতে ঘটিবে প্রমাদ।
তার চেয়ে, পৌরবের মনের সম্বাদ
লওয়াই উচিত।"

অনসূয়া কহে তবে :
জিজ্ঞাসি সখীরে, সখী যায় কোন্‌ভাবে ?

শকুন্তলা কহে শুনি' সখীদের বাণী :—
"যা করেছ অনুমান, সত্য বলি' মানি।
কিন্তু এবে এ রোগের করো প্রতীকার,
নহে, বুঝি যায় চলি' জীবন আমার
অনলের দাহে !"

"ধৈর্য্য ধর সুবদনি !
এর প্রতীকার যাহা, করিব এখনই !"
কহে প্রিয়ম্বদা : "লেখো মদন-পত্রিকা !
নির্ম্মাল্য মাঝারে রাখি' গোপনে লিপিকা
পাঠাই তাঁহারে, যেন পূজা-উপহার
রাজারে পাঠাই। (এ তো তপস্বী-আচার !)
পড়িলে পত্রিকাখানি জানিবে সে ধনী,
এই তপোবন-মাঝে হৃদি একখানি
গুমরিয়া মরে, তার প্রেমে জ্বর-জ্বর !
হেথায়(ও) খেলিছে খেলা দেব পঞ্চশর !"
প্রিয়ম্বদা-সুকথিত শুনি' সদুপায়,
অনুসূয়া সিন্ধুমাঝে কূল খুঁজে পায় !
কহিলা শকুন্তলারে করি' অনুরোধ
লিখিবারে লিপি :—

"ধরি' ক্ষণেক প্রবোধ
লহ, সখি, সুচিক্কণ নলিনীর দল ;
করহ মুদ্রিত তাহে নখরে কোমল,
মীনকেতু-বিমথিত বেদন-কাহিনী !
ছন্দোবন্দ করো সখি, যাহে রোগ-বাণী
হয় প্রকাশিত ! নাহি অন্য উপাদান
লিখনের ! করো সখি, অক্ষর-আধান

এই নলিনী-পল্লবে !”

ভূমিশয্যা ‘পরে

অরধ উত্থানে বসি’ অতি ক্লেশভরে,
সুচিক্কণ নলিনীর পত্রে কোন মতে
শকুন্তলা লিখে তবে নিজ অঙ্গুলিতে।
আঁকিল মনের বিম্ব, সম্বরি’ আপনে,
ভাষার চাতুরীময় আখরের টানে।
কহে অনুসূয়া : বলো সখি কি লিখিলে ?
শকুন্তলা পড়ে :

“ভৃঙ্গ ? অধম কমলে

কেন অন্ধ, উদাসীন হয়েছ এমন ?
জাননা কি, কমলের সারাটি জীবন
শুধুই তোমার তরে রহে প্রতীক্ষায় ?
আসি’ পূর্ণ করো তার আকুল আশায় !”
প্রিয়ম্বদা কহে শুনি’ ভাষার বিন্যাস :-
“হৃদয় ব্যতীত হেন কবিত্ব-প্রকাশ
আর কে করিতে পারে ? অর্থ-অলঙ্কার
মানস হইতে বহে করিয়া ঝঙ্কার,
বহে যথা নির্ঝরিণী শৈল-মধ্য হতে
শিলাগুচ্ছ ভেদি’ স্বচ্ছ-তোয় প্রবাহেতে !
হৃদয় হইতে কেবা আছে বড় কবি ?
মন জানে শিল্পকলা আঁকিবারে ছবি
আপনার ! এই ক্ষুদ্র মদন-পত্রিকা
পড়ে যদি নৃপতির করে, প্রিয় সখা
কিছুতেই পারিবেনা রহিতে অলস !
এখনই ছুটিয়া আসি’ কথায় সরস
করিবে তোমায় সিক্ত ! লো সজনি, জেনো
শরতের চাঁদে কেবা দিয়া আচ্ছাদন
করে দূর, স্নিগ্ধ-করে হইতে বঞ্চিত ?
অবিলম্বে পীড়া তব হবে প্রশমিত

তাঁহারই ঔষধে।”
হয়ে শ্রমে ক্লান্ততরা
লইল শয়ন পুনঃ শকুন্তলা ত্বরা
মৃণাল-শয্যায়। সখী সমবেদনায়
ধরি’ শোওয়াইল তারে কোমল সেবায়।
দুইজনে হাতে লয়ে কমল-বীজনী
চঞ্চল-যতনে সেবে সখী-দেহখানি
মিশ্রিত বিষাদে!
সুধাইল অনসূয়া,
“লো সজনি, নলিনীর নবদল দিয়া
করি যে বীজন, তাহে শীতলিছে তনু?”
উত্তরিলা শকুন্তলা: “জ্বালে শত ভানু
অহরহ অবয়বে প্রচণ্ড অনল;
তবু নলিনীর দলে ঈষৎ শীতল
হইল অভাগী-কায়া! কিন্তু কহ মোরে
কতকাল রহিব এ সংশয় মাঝারে?
কতকাল অনলের মাঝখানে রহি’
কাটাব, অঙ্গার সম পোড়া দেহ বহি’?”
বিরষা সখার তরে, তবু বিম্বাধরে
হাসিয়া গোপন হাসি, প্রিয়ম্বদা তারে
কহিলা: লো শকুন্তলে? মদনের জ্বালা
কভু কি সহিতে পারে অবলা সরলা,
যতক্ষণ নাহি আসে সেই পুরোহিত,
জ্বালিয়া দিয়াছে যেই হৃদয়ে নিহিত
কামনার হোমানল?
কহে অনসূয়া:—
পুষ্প-ধনু সুকোমল ফুল-শর দিয়া
এমন অনল জ্বালে, কে জানিত আগে?
অশনি কি শিরে পড়ে শশধর-রাগে?
অথবা তটিনী যেথা বহে শতধারে,

সেথায় ঊষর ভূমি কেই বা নেহারে ?
যে-অবধি মহাভাগ হস্তিনার রাজা
আসিলেন এইখানে, পায় হেন সাজা।
বিনাদোষে সখী আমাদের ! মরি মরি !
নলিনী শুকায় যেন এলে বিভাবরী !
সেই মত শকুন্তলা দিনে দিনে ক্ষীণা,
হতেছে লাবণ্যময়ী কপিশ-বরণা !
চক্ষু দু'টি ছিল নীল-উৎপল-লাঞ্ছিত,
হইয়াছে কাঁচকের গুহায় নিহিত,
জ্যোতি-হীন ! অধরোষ্ঠ ছিল পুষ্ট লতা,
আজি রসাভাবে যেন মরুর সিকতা !
মাধবী-কঙ্কণ গুলি মণিবন্ধ হ'তে
বার বার শ্লথ হয়ে আসে অঙ্গুলিতে :
আসে যথা ধনরত্ন ভাগ্য-হীন হতে
কাল-বিপর্যায়-কালে মহাজন-হাতে !
অথবা নদীর জল উচ্চ-তট ত্যজি'
নিম্নতম খাদে পড়ে রবি-তেজে মজি' !
চুলগুলি হ'ল রুক্ষ নাহি চিক্কণতা !
দিন দিন ক্ষীণ হল বক্ষ-বিশালতা !
হায়, হায় ! মহারাজ ভুলি' ছাদোপরি
করেন কি উপহাস, সোপানটি হরি' ?"
কহে শকুন্তলা শুনি, অনসূয়া-বাণী :
"আগুণে দিলাম ঝাঁপ আপনা-আপনি !
নহে দোষী মহাভাগ হস্তিনার রাজা।
আমার নিজের দোষে আমি পাই সাজা।
কেহ যদি ঝাঁপ দেয় সাগর-তুফানে,
সাগর নহেক দায়ী, মরে যে সে প্রাণে !
তিনি রাজা, লক্ষ লক্ষ মানবের শিরে
হীরক-মুকুট সম জ্বলেন প্রখরে।
আমি ধূলি-কণা শুধু তপোবন-পথে,

কি বিষম আশা মম, উঠিতে সে মাথে ?
পতঙ্গ উড়িয়া যদি পড়ে ইচ্ছা-ভরে
মাতঙ্গের পদতলে, অবশ্য সে মরে !
আমি অতি দীনা হীনা তাপসী অনাথা,
ভারতের নৃপবরে লোভ বাতুলতা !
আমারই অন্যায় সখি ! তিনি নহে দায়ী !
ক্ষুদ্রের উচ্চাভিলাষে বিধি আততায়ী
চিরদিন !"

কহে তবে প্রিয়ম্বদা সখী :—
"নিত্য নিত্য তবে কেন নৃপবরে দেখি,
আসিতে এ তপোবনে ? নিত্যই অতিথি !
নিত্য বলে, তপস্যার পাছে হয় ক্ষতি,
তপোবন-উপদ্রবে হানিতে রাক্ষসে,
তাই আসে। বলি, শুধু শকুন্তলা-পাশে
করে কি রাক্ষসগুলা যত অত্যাচার ?
অন্য তপোবন-ভাগে রক্ষঃ দুরাচার
করে না কি উপদ্রব ? তাই যদি হয়,
এখনতো রাক্ষসের ঘটেছে বিলয়,
আজি কালি যজ্ঞ-ভঙ্গ অত্যাচার কোথা ?
মহাবীর দুষ্মন্তের আগমন-কথা
(শর হ'তে আরও তীক্ষ্ণ) দমিল সাহস
রাক্ষসের ! মহাফল পরাক্রম-যশ।
কর্ব্বুর-দুর্ভোগ যদি খর্ব্বিল রাজন্,
তবে কেন মহারাজ করিছে যাপন
অনর্থক দিন হেথা ?"

কহে অনসূয়া :—
"তাহা নয় ! ভূপতি সখীরে নিরখিয়া,
হইয়াছে অভিহত পঞ্চশর-বাণে
সুনিশ্চয় ! তাই রহে আজো তপোবনে !
মন্মথের অসম্মত ধরমে পালিতা

আমরা সকলে সত্য, তবু সৃষ্টি-গতা
নারী হয়ে রাখি দৃষ্টি পুরুষাচরণে,
তার বলে, কহি শুন, পরেছে চরণে
শকুন্তলা-রূপ-ডোর হস্তিনার পতি।
শুধু সম্ভ্রমের ভয়ে প্রকাশে না মতি।"
"অসম্ভব তব বাণী!" কহে শকুন্তলা
আর্ত্তস্বরে, কামজ্বরে পীড়িতা উতলা!
"মিথ্যা দৃষ্টি তোমাদের, ওলো অনসূয়ে?
বিরাট রাজ্যের পূজ্য নরপতি হয়ে,
করি জয় বহু দেশ রণ-সজ্জা ভরে,
পৌরব এ দীনা হীনা তাপসী উপরে
হ'বে অনুরাগী? তাঁর আছে কতো নারী
আমা হতে শতগুণে অধিক সুন্দরী!
রাজ-অন্তঃপুরিকায় রূপসী অতুল
আছে কতো! তপস্বিনী হেয় সে পুতুল!
সজনি লো? গুণমণি বিহনে জীবন
শুধু দেখি পশু সম ভারের বহন।
দিই বিসর্জ্জন তনু মালিনীর জলে,
জুড়াবার তরে, বাঁধি' কলশ এ গলে!
অন্য কোন রাজ-কাজে যদি মহাভাগ
আসে হেথা, বলো তারে করিয়াছে ত্যাগ
শকুন্তলা নদী-জলে আপন জীবন।
ধূলি-কণা লুপ্ত হয় সলিলে যেমন।
সামান্যা মূষিকা হয়ে কেশরীতে সাধ!
ক্ষমো নিজগুণে তার এই অপরাধ।
মৃত্যু-শয্যা হ'তে এ মিনতি করি আমি,
ক্ষমে যেন অপরাধ পৃথিবীর স্বামী
অবোধ এ তাপসীর। রাতুল চরণে
বাতুলের নিবেদন!"

"ক্ষমার কারণে

আসিয়াছি লো সুন্দরি !”—রাজ-কণ্ঠে এ’ল
এই সমুত্তর সেথা রসেতে তরল !
(এতক্ষণ ছিল রাজা তরু-অন্তরালে !
প্রেমিকেরা করে থাকে যাহা সর্ব্বকালে !)
“অপরাধ ? অপরাধ পারি ক্ষমিবারে
লো সুন্দরি ? যদি এই তাপিত অন্তরে
ঢালো তুমি সুধা-ধারা রাখিয়া শোভন
সুতনু, সুতনু তব ! অতনু মদন
আমারেও দিবানিশি দিতেছে যাতনা
তোমা সম ! অঙ্গে এসো কুরঙ্গ-নয়না !”
সহর্ষে পার্শ্বের এক কুঞ্জ-বন হ’তে
বাহিরি’ কহিলা রাজা অতি আচম্বিতে।
আশাতীতভাবে যেন নিশার স্বপনে
হ’ল আবির্ভূত, কিম্বা মেঘাপসরণে
সহসা প্রকাশ যথা অরুণ-প্রকাশ,
অথবা যেমতি শশী উজলে আকাশ,
আচম্বিতে কৃষ্ণানিশি-শেষে,—সেইমত
দেখি’ নৃপে অতর্কিতে হ’তে প্রকাশিত,
সখীদ্বয় যুগপৎ লাজে ও হরষে
হইল বিকলা। পরে ভূপতি-সকাশে
কহে প্রিয়ম্বদা, যোড় করি’ দুই পাণি :-
“স্বাগত হে মহাভাগ ? পাদ্য অর্ঘ আনি
অদূর কুটীর হ’তে, দিন অনুমতি !”
(প্রথম মিলন-কালে সুযোগের গতি
বিবিক্ত-বাসরে দিতে চির-কৌশলিনী
সোহাগিনী সহচরী দল !) বলি’ বাণী,
তখনই চলিল ক্ষিপ্রা ! সাথে অনসূয়া
চলে কহি’ : “কেঁদে মরে ডাকিয়া ডাকিয়া
মৃগশিশু, হারায়েছে বুঝি জননীরে !
আহা মরি ! ওই দেখো ! রহে একা দূরে !

রাজন্ ? খুঁজি' জননীরে মিলাই ঝটিতি !"
এত বলি' সমুত্থিতা যেতে দ্রুতগতি !
(সখীদের ঘটেনা'ক কারণ-অভাব
এ সব কারণে ! নারী-প্রতিভা-প্রভাব
হেথা !)

শকুন্তলা করি' কপট বিনয়,
কহে সখীদ্বয়ে : "একা ফেলি' এ সময়,
কোথা যাও দুইজনে ?"

প্রিয় । "ভয় নাই, সখি ?
ধরার অভয় যিনি, তাঁর কাছে রাখি'
যেতেছি আমরা !"

শকু । "আধি-ব্যাধি-কালে কেন
জ্বালাস্ আমারে কষ্টে ?"

প্রিয় । "কবিরাজ হেন
কোথা পা'বি সই তুই পীড়ার আরামে ?
ঔষধ দিবেন তিনি ধন্বন্তরি নামে ।"
এত বলি' অন্তর্হিতা হ'ল দ্রুতপদে
সুরসিকা দুই সখী ! মনো-ভব'মদে
মাতি' তবে কহে রাজা : "শুনলো সুন্দরি ?
তোমার কারণে আমি কাম-জ্বরে মরি
দিবানিশি । লো প্রেয়সি ? হও সকরুণা ।
পুষ্পশর-জ্বালা যাহে, মৃগাঙ্ক-বদনা,
হয় সুশীতল মোর !"

লাজে মৌনা রহে
শকুন্তলা । কহে পুনঃ রাজা : "প্রাণ দহে,
এ সময়ে মৌন কেন রহো সুলোচনে ?
আতিথ্য করহ দেবি, ভৃত্য এই জনে ।
শুন ওই পিক গাহে চূত কুঞ্জে বসি'
মিলনের গীতি ! কতো ফুল্ল ফুলরাশি
মধুকরে মধু করে সুখে বিতরণ !

এ সময়ে তুমি কেন নিদয়া এমন ?
হের, মলয় সমীর বিলাসী কামীর
অভিলাষ বাড়ায় উল্লাসে ! শিখিনীর
কেকারব শুনি' শিখী ধায় তার পাশে !
রবি হাসে সরসীর হৃদয়-আকাশে !
হেন কালে, উচিত কি তব মৌন রহি'
হেরিতে কৌতুক, যাহে নিঃসহায়ে দহি
দুঃসহ মদনানলে ? এসো বরাননে !
বরাননে রাখি চিহ্ন প্রণয়-স্মরণে
আশা-পাত্র উজাড়িয়া !"
এ বাণী-বিন্যাসে
শকুন্তলা হৃদি ভাসে অসম উল্লাসে।
রমণী-সুলভ তবু লজ্জার কুয়াসা
ঘেরিল তাহারে ! রহে অন্তরে পিপাসা,
সম্মুখে অমৃত-ঘট, তবুও দুর্ঘট
করিল পিয়াসা-নাশ আশঙ্কা কপট !
নতমুখী মৌনী হয়ে রহিল তরুণী
বেপমানা !
তবে নৃপতির দুই পাণি
ধরিল বরাঙ্গ তার। কিন্তু শকুন্তলা
করিল সে প্রেমিকের প্রচেষ্টা নিষ্ফলা।
রভসে মোচিয়া কর-বেষ্টন সবেগে,
শিলাসন ত্যজি' যায় কিছুদূর আগে।
কহে ফিরি' সাহসিকে : "রাখো অ-বিনয় !
এই পথে যদি কোনও তাপস উদয়
হয় এইক্ষণে,—দেখে বিবিক্ত বিপিনে
আমা দোঁহাকারে,—তবে তাহারই কারণে
ঘটিবে যে তপোবনে ঘোর অপবাদ,
তাহাতে ঘুচিয়া যাবে মদনের সাধ !"

এতবলি' অপসৃতা হ'ল শকুন্তলা।
হায়রে! প্রথম-প্রীতি লজ্জায় বিকলা
কতো হয় ভোগ-রাজ্যে,—কে করে গণনা
কন্দর্পের প্রথমাঙ্কে?
দুষ্মন্ত দুর্ম্মনা
আপন ললাটে দেয় গঞ্জনা অশেষ!
কিছু পরে হ'ল যবে দৃষ্টির নিবেশ,
হেরে সেথা, ভূমে পড়ি' মাধবী কঙ্কণ!
(ছিল যাহা প্রিয়া-করে।) তুলিয়া তখন
আপন বক্ষেতে নিল করি' সমাদর,
কহে তারে লক্ষ্য করি' প্রফুল্ল-অন্তর :-
"ওরে অচেতন? তোর আছে যে করুণা
এই হতভাগ্য জনে, প্রিয়া সচেতনা
রাখে না'ক সেটুকুও আপন হৃদয়ে!
করুণার নাহি স্থান কান্তির আলয়ে!
এস বন্ধু, হৃদে রহো বিরহ-বন্ধুর!
গন্ধ তব মম প্রিয়া-কান্তির সিন্ধুর
কত না তরঙ্গখেলা তুলেছে অমৃত!
এনে দাও সঞ্জীবনী এই প্রাণে,— মৃত
প্রিয়ার বিরহে!"
রাজা হয়ে আশা-হত
এইভাবে প্রলাপিল উচ্ছ্বাসেতে কত!
শকুন্তলা কিছুদূর হয়ে অগ্রসর
(প্রীতির চুম্বকে টান যেমনই প্রখর
পড়িল হৃদয়ে!) তবে লুকায় আপনে
কুরুবক-তরু-অন্তরালে সুগোপনে।
সেথা হতে দেখে, তার প্রাণকান্ত-করে
মাধবী-কঙ্কণ, ধরি' বক্ষের উপরে
বিরহী দয়িত করে পরম সোহাগ।
পরীক্ষা করিল নিজ মণিবন্ধ-ভাগ

কঙ্কণ-বিহীন। বুঝিল, রাজার হাতে
তাহারই কঙ্কণ রহে, ছিনিয়া আসিতে!
মূল্যহীন লতার ভূষণ! কিন্তু তবু
ইচ্ছিল সে শকুন্তলা পুনঃ হতে প্রভু
সেই ভূষণের! অথবা কৈতব ইহা,
রতিদেবী জাগাইল মনোমাঝে স্পৃহা
পুনঃ দরশন আলাপন তরে! মরি!
মানুষের রতিখেলা হারায় শফরী।

দুষ্মন্ত সমীপে পুনঃ এল শকুন্তলা
কঙ্কণ-গ্রহণ-ভাণে হইয়া উতলা।
মেঘাবৃত চন্দ্রে পুনঃ উদিত হেরিয়া
রাজা কহে (মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া) :—
"কোন্ পুণ্যে কহ দেবি, কোন্ ভাগ্য-গুণে,
পাইনু দর্শন পুনঃ দুর্লভ-দর্শনে?"
শকুন্তলা লাজে কয় : "কঙ্কণ-কারণে
আসিনু ফিরিয়া! ফেলে গেনু আনমনে।
দয়া করি' ফিরাইয়া দেহ তাহা মোরে,
মহারাজ?"
"দিতে পারি এক অঙ্গীকারে।
যদি দাও মোরে দেবি, পরাতে ভূষণ
তব ওই মণিবন্ধে চন্দ্রিকা-চিকণ,
তবেই ফিরায়ে দিব কঙ্কণ তোমার!"
শকুন্তলা কয় : "আছে উপায় কি আর!"
মহানন্দে তবে রাজা মণিবন্ধ লয়ে
কান্তার, অন্তরমাঝে আশালুব্ধ হয়ে,
করে নানা কেলি প্রিয়া-পরশের সুখে।
(হায়রে লাজুক নারী!) নায়িকা এদিকে
হইলা অধীরা পাছে কেহ ফেলে দেখে!
রাজা কহে : "লতা-গ্রন্থি রয়েছে বিপাকে,

তাই এ বিলম্ব! শিথিলিত করি' লতা
তবে তো পরাতে হবে নাহি দিয়া ব্যথা।
তুমি যদি নিজে পারো, খোলো সুলোচনে!
সমস্যা ঘোচেনা ত্বরা পুরুষ-নয়নে!"
শকুন্তলা কহে: "কাণে কুসুম-ভূষণ,
তাহ'তে উড়িয়া রেণু ধাঁধিল নয়ন!
সে কারণে আমারও আঁখি নাহি দেখে!"
(মিথ্যাকথা! দয়িতের পরশের সুখে
আনন্দের অশ্রু অন্ধ করিয়াছে তারে!)
দুষ্মন্ত সুযোগ বুঝি' কহিল প্রিয়ারে,
কপট দুখের ভাণে: "মুখ-বায়ু দানে
এস করি রেণুমুক্ত তোমার নয়নে!
দাও অনুমতি!"
তুলি' প্রিয়া-মুখখানি,
রেণু দূরিবার ছলে, অলক্ত-বরণী-
ওষ্ঠাধারে এঁকে দিল প্রীতি-চিহ্ন-রেখা
চুম্বনের।
"এ কি! তব চতুরালি বাঁকা!"
বলি' শকুন্তলা দয়িতের মুখখানি
সরালো কপট-রোষে অরুণ-বরণী!
এইভাবে চলে লীলা! অনঙ্গ সফল
নানা রঙ্গে তোলে তুঙ্গ তরঙ্গ তরল।

কতক্ষণ পরস্পর দেহ-সরসিজে
আদায় করিল কর,—সকৌতুক ব্যাজে
কাটিল প্রহর কতো,—কেহ নাহি জানে!
সায়াহ্নের ছায়া যবে নামিল সঘনে
উপবনে, কণ্ঠ-স্বর আসিল পবনে
ভেদি' বন-নীরবতা:-"চক্রবাক্-বধূ!
রজনী আসিল, ছাড়ো সহচর বঁধু

এই বেলা !"
আচম্বিতে শুনি' সেই স্বর,
স-রভসে শকুন্তলা কাঁপে থর-থর !
কহিলা দয়িতে উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ ধরি'
"আর্য্যপুত্র ? রাখো মান অন্তরিত করি'
আপনারে তরু-অন্তরালে ! সুনিশ্চয়
গৌতমী জননী আসে সাথে সখীদ্বয় ।"
আশঙ্কিতা শকুন্তলা গুরুজন-ভয়ে,
বুঝিলা দুষ্মন্ত । ত্বরা অন্তরিত হয়ে
তরু-পার্শ্বে রহিলা গোপনে হর্ষহীন ।
বর্ষীয়সী এল তবে বদনে মলিন
গৌতমী সে কুঞ্জমাঝে । সুধিলা সুতারে :—
"বৎসে ? আজি পীড়া তব কেমন শরীরে ?"
"আছে সবিশেষ !" উত্তরিলা শকুন্তলা ।
"সন্ধ্যা সমাগতা দেখি' হইনু উতলা,
তাই আসিনু সন্ধানে !" কহে বৃদ্ধা পুনঃ
(কহে এক সারিকারে দ্রোণ-কাকী যেন !)
"চলো এবে গৃহমাঝে ! রাক্ষসের দল
এখনি বাহির হয়ে করিবে অচল
পথ তব !" শকুন্তলা উঠিল যাইতে
দীরঘ নিঃশ্বসি' ! (মন নাহি চায় যেতে !)
একদিকে গুরুজন-আদেশ, অপরে
সতৃষ্ণের বারি-ঘট,—কোন্ দিক্ ধরে ?
তবু বারিমুচে ছাড়ি' চলিল চাতকী !
পঞ্চশর চিরদিন পর-দৃষ্টি দেখি'
ম্রিয়মাণ ! শকুন্তলা যাইতে যাইতে
দেখে এক কৃষ্ণসার দাঁড়াইয়া পথে ।
সুযোগ বুঝিয়া বালা কহিল তাহারে :-
(দুষ্মন্ত শুনিতে পায়, হেন উচ্চস্বরে)
"পুনঃ কাল এসো ! এই কুঞ্জ-উপবনে

অপরাহ্ন-কালে দেখা হবে দুইজনে !
আসি আজ' !"
চুম্বি মৃগে গেল শকুন্তলা
বার বার পাছু ফিরি' (কতই উতলা
যেন কৃষ্ণসার লাগি !')
হ'লে অন্তরিতা
গৌতমীর পাছু প্রিয়তমা মুনি-সুতা,
বাহিরিল নরপতি। দীরঘ নিঃশ্বসি'
কহিলা স্বগত রাজা : আমারে বিনাশি'
প্রতিকূল-ভাগ্য-সমা গৌতমীর সনে
চলি গেল হৃদয়-মোহিনী ! তবু মনে
বাঞ্ছা হয়, মৃণাল-লাঞ্ছিত তনু-লতা
(কুসুম-শয়নে যাহা হইত পীড়িতা,)
যেই শিলাতলে দিল সুখের পরশ,
তারে আলিঙ্গন করি' প্রনষ্ট হরষ
চেষ্টি পুনঃ লভিবারে ! যে নলিনী-দলে
লিখিল প্রেয়সী মম নিজকরাঙ্গুলে
বিধির আশিষ সম অনঙ্গ-পত্রিকা,
তাহা রাখি' বক্ষঃপরে থাকি হেথা একা,
যে অবধি নাহি আসে পুনঃ প্রিয়তমা
ঢালিতে পীযূষ-ধারা ! হায় ! হ'ল বামা
সন্ধ্যা আজি মোর ভালে ! যে সন্ধ্যা শ্যামলা
কামীদের মূর্ত্তিমতী আশা বহু-ফলা,
আজি মোর আশার ঘাতিকা। বিধি বাম
যার প্রতি, কবে তার পূরে মনস্কাম ?
এইভাবে বিলপিল দুষ্মন্ত নৃপতি,
বিরহ-কাতর ! অনঙ্গের মদে মাতি'
তুলিল নলিনীদল শিলাতল হতে,
লেপিল আপন অঙ্গে। সে দল হইতে
কি মদিরা বাহিরিল সন্তোষ-বিধানে,

জানে অনঙ্গ দেবতা। উন্মত্ত পরাণে
সে পল্লব কত রসে মিলনের স্মৃতি
এঁকে দিল, কি ভাষায় লিখি সে বিবৃতি!
কত ক্ষণ রহে রাজা শিলাতলে বসি'
নিরুদ্যম! হেনকালে পবনেতে ভাসি'
আসিল রৌরব ঘন, তপোনিধিগণ
জানায় চিৎকারি,' ভেদি' সুশান্ত গগণঃ—
"সায়াহ্নে সবন কর্ম্মে হইলে নিরত,
বেদির চৌদিকে ঘোরে ছায়া শত শত!
কোথায় পৌরব-বীর দুষ্মন্ত রাজন?
রক্ষ এবে রক্ষঃ হতে সায়াহ্ন-অর্চ্চন
শান্ত তপস্বী লোকের!"
আলস্য তেয়াগি'
ছুটিল অমনি রাজা বীরত্ব-সোহাগী!

চতুর্থ সর্গ

রাক্ষস-বিপক্ষে অভিযান
সুযোগ পৌরব-রাজে করিল প্রদান,
শকুন্তলা-রূপসী-সম্ভোগে,
অনঙ্গ-সম্ভব অনুরাগে।
সখীদ্বয় হ'ল দূতী নিত্য অভিসারে,
প্রমত্ত হইল রাজা কিছু দিন তরে।

শেষে বিধি হইলেন বাম!
রাজধানী হ'তে দূত আসে অবিরাম।
রাজ্য-বিশৃঙ্খলা কথা
শুনি' রাজা পায় ব্যথা

হৃদয়ে ! নিদয়ে শেষে যাত্রা-অভিলাষ
একদিন নিবেদিল দয়িতা-সকাশ।

বাঞ্ছিতের বিদায়ের কথা
শুনি' হ'ল শকুন্তলা অতি উচ্ছ্বসিতা।
কহিল, অঞ্চল তুলি' চোখে :—
"বঞ্চনা কোরোনা প্রাণসখে !
রাজধানী গেলে, হ'লে রাজ-কাজে রত,
অভাগীর কথা মনে হবে কি উদিত ?"

শুনি' হাঁসি' কহে নরপতি :—
"তোমারে ভুলিতে পারে, এ হেন শকতি
ধরেনা'ক পৌরব-ঈশ্বর !
স্মরণে আনিছে যাকে স্মর
দিবানিশি প্রতিক্ষণে,—তাকে বিস্মরণ ?
ভুলিব তাহারে, যার হাতে এ জীবন ?

"অসম্ভব কহিছ এ বাণী !
অপ্সরা-সম্ভবে ? তুমি সম্বর কাহিনী।
শম্বরারি সুপ্ত যদি হ'ন,
লুপ্ত হবে তব বরানন
স্মৃতি-পথ হ'তে মম,—এ হেন সংশয়
আসে যদি তব মনে,—তাহাতে কি ভয় ?

"ধরো এই অঙ্গুরীয় মম !
অঙ্গুলিতে রাখো তুমি অভিজ্ঞান সম !
দেখিলে এ অঙ্গুলি-কঙ্কণ,
স্মৃতিপথে আনিবে নয়ন
তোমার সস্মিত মুখ, ওগো স্মেরাননি !
বিস্মিত পুলকে মন হইবে অগ্রণী।

"ভয় নাই, ফিরিব সত্বর !
লক্ষ্মীর আহ্বানে কেবা রহে নিরুত্তর ?
আমি যদি চাহি কমলারে,
পাই কিম্বা নাহি পাই তাঁরে !
কমলা চাহেন যারে, তাহার ভাণ্ডার
অপূরিত রহে কভু বরে কমলার ?

"প্রিয়ে ? এবে ক্ষম অপরাধ !
রাজ্য-মাঝে বিশৃঙ্খলা রাজ-অপবাদ !
মুকুটের রাখিতে সম্মান,
তোমা ছাড়ি' করি এ প্রয়াণ !
নহে কেবা সুধা ছাড়ি' ক্ষুধার তাড়নে
উধায় উষর-ভূমে বালু-আস্বাদনে ?"

এইরূপ সান্ত্বনা-বচনে
শান্ত করি' শকুন্তলা-অশান্ত-পরাণে,
লইলেন দুষ্মন্ত বিদায় !
অশ্রু আর অশ্রুত ধারায়
নয়ন পীড়িত করি' শকুন্তলা ফিরে,
ভূপতির প্রতিশ্রুত আশার নির্ভরে।

দিন যায়, দিন পুনঃ আসে।
দীনা-বিরহিনী-দিন কাটেনা উল্লাসে।
মধু মাস বিধু-বিম্ব সাথে
অবসান হ'ল বরষাতে।
কিন্তু হায় ! প্রাণেশের নাহি কোন দেখা !
আকাশের সাথে মনে মেঘ দিল দেখা।

সরসীতে গাহে দর্দ্দুরিকা !
তটোপরি বসি' ভাবে তাপস-বালিকা :—
"প্রাণসখা আসে বুঝি বনে,

বন-দেবী তাই ঐক্যতানে
গাহিতেছে আগমনী তাঁহার কল্যাণে !
যাই, আশু বাড়ি' আনি মোর প্রিয়ধনে !"
কিছু দূর হয়ে অগ্রসরা,
বুঝে বালা নিজ ভুল, বিরহ-কাতরা !
সে সময়ে চক্ষে বহে ধারা !
তুলনায় বরষার ধারা
অতি তুচ্ছ ! তার সাথে হৃদয়-উচ্ছ্বাস !
তা দেখি' পবন ফেলে করুণ নিঃশ্বাস !

গগণে সঘনে ঘনঘটা
ঘটায় সংঘট্ট রব, অশনির ছটা ।
ভ্রান্তমনে শকুন্তলা ভাবে,
'ঐ বুঝি মহান্ রৌরবে
আসে পৌরবের সেনা বধিতে দানব !
বধ-শেষে সুনিশ্চয় ভেটিবে পৌরব ।"

কিন্তু হায় ! কোথায় ভূপতি ?
বারি-ধারা ঢালে শুধু বারিদ-সংহতি !
ক্ষুণ্ণ মনে শকুন্তলা ফিরে
শূন্য নিজ উটজের দ্বারে ।
মেঘ সনে মেঘ-নাদ আকাশে মিলায় !
কিন্তু তার মনোরাজ্য, হায়রে কোথায় ?

শিখরিণী ছড়ায়ে পেখম
নৃত্য করে বঁধু-সনে পুলকে পরম ।
হেরিয়া তাহার সুখ-কেলি,
ঈর্ষার ধর্ষণে বড় জ্বলি'
সরোবরে ঝাঁপ দেয় বিরহিনী বালা !
জুড়ায় শীতল জলে শরীরের জ্বালা ।

প্রিয়ম্বদা অনসূয়া সখী
সদাই বুঝায় তারে,—তবু বুঝে সে কি ?
দয়িতের চিন্তায় কাতরা
সদা ভাবে : 'আসি বলি' ত্বরা,
কেননা প্রাণেশ আসে, ভুলিল কি তারে ?
ভ্রান্ত হবে প্রিয়, এত প্রতিশ্রুতি' পরে ?'

ভাবে বালা, 'রাজধানী ফিরি,'
আমা হ'তে বহুগুণে ধন্যা কতো নারী
গণ্য-রূপা পাইয়া ভূপতি
হইয়াছে হরষিত-মতি !
ভুলিয়াছে তাই এই বল্কল-বসনা
তাপসীর ক্ষুদ্র কথা বিলাস-শ্রীহীনা !'

ক্রমে আরও দিন চলি' যায় !
শকুন্তলা বিরহের অনল-শিখায়
আরও দাহ সহে নিরন্তর,—
নিদাঘের যেমতি প্রান্তর !
ক্রমে হল অন্যমনা পূজার করমে
মহাদেবে প্রণমিতে দুষ্মন্তে প্রণমে ।

হোম-আয়োজনে তপোবালা
বিল্বদল ভুলি' আনে মাধবীর মালা !
ধুতুরা আনিতে আনে যূথি,
চন্দন বাটিয়া কলা-বতী
পূজা ভুলি' নিজ অঙ্গে করিয়া লেপন,
সখীদের পরিহাস লভে অশোভন ।

গৃহ-কর্ম্মে ছিল সুনিপুণা !
আজি কালি হইয়াছে বড়ই উম্মনা ।
ভোগের পায়স যদি রাঁধে,

দশবার ভুল করি' কাঁদে !
কভু করে লবণাক্ত, কভু তিক্ত-রস,
মধু-মুক্ত কভু, করে অসিদ্ধ পায়স।

হেন ভ্রান্ত-মনা যবে বালা,
একদিন বিধি করে তার সনে ছলা।
দয়িতের বিরহ-বেদনা
যবে তারে করেছে উন্মনা,
বসিয়া উটজ-দ্বারে ভাবিছে ভাবিনী
মিলন-দিনের শত স্মৃতি, প্রীতি-বাণী ! ঃ—

হেনকালে মহর্ষি দুর্ব্বাসা
তীর্থ-যাত্রা-পথে, লয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা,
আসিলেন উটজ-দুয়ারে।
কহিলেনঃ—"হে বালে ? আমারে
দাও কিছু ফল আর পিপাসার বারি !
আতিথ্য করহ মোর, প্রাণ-যাহে ধরি"।

শকুন্তলা ছিল অন্যমনা,
পতি-চিন্তা মাঝে কাণে কিছুই শোনেনা।
দুর্ব্বাসা হেরিল যবে চোখে,
বালিকা প্রার্থনা নাহি রাখে,
অবহেলা করে তাঁরে, ক্ষুধায় কাতর
দিলা ঘোর অভিশাপ, হয়ে রোষপর।

"অরে দুষ্টে, যৌবন-গর্ব্বিতে ?
এসেছে অতিথি দ্বারে, দেখনা আঁখিতে ?
অবহেলি' অতিথি ব্রাহ্মণে,
যাহারে ভাবিস্ তুই মনে
সে ভুলিয়া যাবে তোরে, চিরদিন তরে,

এই অভিশাপ আমি দিয়া গেনু তোরে !
“কেহ যদি করায় স্মরণ,
তবু তার খুলিবেনা মানস-নয়ন !
ভুলে যথা উন্মত্ত যে জন
পূর্ব্ব-কৃত আপন ভাষণ,
সেই মত সে ভুলিবে, যাহার চিন্তায়
অতিথি ব্রাহ্মণ দ্বারে আসি ফিরে যায়।”

প্রিয়ম্বদা ছিল কিছু দূরে,
নিরতা পাদপ-মূলে সেচন-ব্যাপারে।
তার কাণে গেল অভিশাপ !
দংশে যদি অতর্কিতে সাপ,
সেই মত জ্বালা-ভরে তনু তার কাঁপে ;
ধেয়ে এলো দ্রুতগতি দুর্ব্বাসা সমীপে।

পড়ি’ তার শ্রীচরণমূলে
ছিন্ন লতিকার মত কেঁদে সখী বলে :
“হে মহর্ষে ? ক্ষম করুণায়
কণ্ব-মুনি-পালিত কন্যায়।
পতির বিরহে সতী হয়েছে বিকলা,
তোমা হেন অতিথিরে করে অবহেলা।

“নহে, সখী অতিথি-সৎকারে
চিরদিন দাসী সম, সুযশ সে ধরে।
আজি তার অপ্রসন্ন বিধি,
তাই তুমি ক্ষুন্ন তপোনিধি !
পতির চিন্তায় সখী হ’ল উদাসীনা !
দুর্ব্বাসার আগমন বুঝে ও বুঝে না।

“আমি আনি পাদ্য-অর্ঘ্য তব !

সুশীতল বারি আনি সরিৎ-সম্ভব।
কুশাসন করো পরিগ্রহ।
আমাদের সুপ্রসন্ন গ্রহ,
তাই পাইয়াছি হেন মহর্ষি-অতিথি!
শিরে মম শ্রীচরণ দাও মহামতি!”

অনসূয়া আসিল ছুটিয়া
পাদ্যজল, অর্ঘ্য, ফল, নৈবেদ্য লইয়া।
অত্যুদার অতিথি-সৎকারে,
মুনি-রোষ হ্রাস হ'ল ধীরে!
তবে প্রিয়ম্বদা কহে: “সখীর উপায়?
মহর্ষির শাপ হবে কেমনে অপায়?”

অল্পে তুষ্ট, এবে হৃষ্ট মুনি
কহিলেন: “মুখ হ'তে বাহিরে যে বাণী
তপস্বীর, মিথ্যা কভু নয়।
কালে তার হবে ফলোদয়।
ভুলিবে দুষ্মন্ত রাজা তোমার সখীরে।
অভিশাপ মিথ্যা কভু হয় না সংসারে।

“এবে তুষ্ট হয়েছি সেবায়,
অভিশাপ-হ্রাসে বর দেই অবলায়!
শকুন্তলা ভুলিবে রাজন,
তবে যদি স্মৃতির বোধন
করে কেহ দেখাইয়া কোন অভিজ্ঞান,
ফিরিবে ভূপতি-মনে শকুন্তলা-জ্ঞান।”

শুনি' কিছু তুষ্টা প্রিয়ম্বদা,
তাপসের পদধূলি লইল প্রমদা।
দিনশেষে মহর্ষি দুর্ব্বাসা

নাশি' নিজ ক্ষুধা ও পিপাসা,
বরষিয়া অভিশাপ শকুন্তলা-শিরে
(আতিথ্যের ঋণ-শোধ !) পুনঃ যাত্রা করে।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা কয়,
"পৌরব বিদায়-কালে মণিমুক্তাময়
অঙ্গুরীয় দিল যে সখীরে,—
এবে তাহা অভিজ্ঞান-তরে
দানিবে বিশেষ ফল। হও সাবধান,
হারায়োনা অঙ্গুরীয় জীবন-সমান।"

শকুন্তলা শুনিল একথা,
কিন্তু তার প্রাণমাঝে লাগে বড় ব্যথা।
'যে পুরুষ এত প্রেমভরে
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করে তারে,
খর্ব্ব করি' সর্ব্বোপরি রাজার সম্মান,—
সে ভুলিবে এত প্রীতি-আদান-প্রদান ?'

কিছু দিন হইলে বিগত,
কুলপতি তীর্থ হ'তে হ'ন প্রত্যাগত।
শকুন্তলা-বিষণ্ণ-বদন,
শীর্ণ অঙ্গ করি' নিরীক্ষণ,
কণ্বমুনি অতিশয় হলেন চিন্তিত,
সুধালেন গৌতমীরে কারণ নিহিত।

রাজা সনে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ,
তপোবনে নিরজনে প্রণয়-প্রবাহ,
তারপর বিদায়-ব্যাপার,
রাজ্যে ফিরি' ঔদাসীন্য তাঁর
কহিলা গৌতমী মুনিপাশে বিস্তারিত !

আনন্দে বিষাদে কণ্ব হ'ন বিচলিত।

তনয়ার সন্তান-সম্ভব
শুনি মনে উদ্বেগের হইল উদ্ভব।
কহিলেন শিষ্য প্রিয়তমে,—
(শারদ্বত শাঙ্গ´রব নামে)
'লইবারে তনয়ারে পতির আলয়ে,
পরদিন উষাকালে গৌতমী-সহায়ে।'

একদিকে পুলক সঞ্চারে,
ক্ষত্রিয়-সম্ভবা কন্যা ক্ষত্রবীরে বরে !
অনুকূল বিধির বিধান,
তাহে মুনি দোষ নাহি পান !
কিন্তু চিন্তা এলো, 'রাজা কেন উদাসীন ?
বধূরে লইতে গৃহে কেন চেষ্টা-হীন ?

'মহাবীর ক্ষত্রিয়-সম্রাট,
তাঁহার সন্তান-লাভ ঘটনা বিরাট।
শকুন্তলা-সন্তান-জনম
তপোবনে ঘটিলে, পরম
সংশয় ঘটিতে পারে সমাজের মাঝে !
গার্হস্থ্য ব্যাপারগুলি পতি-গৃহে সাজে !

'পতিগৃহে প্রেরণ উচিত,—
পতি যদি নাহি আসে লইতে সহিত।'
যাহা হ'ক বহু বিচারিয়া—
পিতৃগৃহে প্রদত্তা তনয়া
না রাখাই সমীচীন করিলা বিচার।
হ'ল স্থির, পরদিন গমন তাহার।

—০:*:০—

পঞ্চম সর্গ

উপবন-ভাগে উষসী উদিল
তামসী নিশির অন্তে !
কাঞ্চন-আভা প্রকাশে সহসা
তরুর শিখর প্রান্তে।
একে একে একে নিভিল দেউটি
আকাশ-রঙ্গালয়ে :
রস-অবসানে রসিক নাগর
যেমতি ফিরে আলয়ে।
শুকতারা শুধু করি' অভিমান
নিশীথ অঞ্চল ধরি,'—
রণ-পরাজয়ে রাজ-শ্রীর মত,
বিলম্বে আকাশ' পরি।
সৃষ্টির যেন প্রথম বিকাশ
প্রলয়ের তমঃ ভেদি' !
জীবনের যেন প্রথম নিঃশ্বাস
পড়ে পৃথিবীরে ছাদি'।
আলোকের কণা ভেদি' নীড়-কোণ
জাগায় বিহগ দলে।
কাকলি তুলিয়া, পক্ষ বিধূনিয়া
তাহারা বিহারে চলে।
প্রকৃতি পরিল সিন্দূর-টীপ
সিঁথির পূরব-ভাগে !
কানন-বীথির আনন উজলি'
জীবন চমকি জাগে !
ব্রাহ্ম প্রহরে ব্রাহ্মণ গণ
আরম্ভিল সামগান।
বনানী ছাপিয়া দূর দিগন্তে
উঠিল তাহার তান।

উষার উদয়ে উত্তর দিল
উন্মীলি' ফুল-আখি,
উপবন-দেবী আঁধার-উতলা,
উল্লসি' আলোক মাখি'।
বেদের উদাত্ত গম্ভীর গান
উঠিল অম্বর ব্যাপি';
তরুণ তপন ঝঙ্কারে তার
উঠে যেন কাঁপি কাঁপি !
সত্যো জাগরিত মুনির বাহিনী
গাহিল গায়ত্রী গান !
শ্রোত্রীয় তানে মুগধ পরাণে
তটিনী বহে উজান।
আকাশে পূরবে বিকাশে বিভবে
তপন-উদয়-জ্যোতি !
পশ্চিম আকাশে অস্ত-গমনে
শশী নিমীলিত-ভাতি।
তেজ-যুগলের উদয়-অস্ত
শিখায় মানবে নীতি ঃ—
কাহারও উত্থান, কাহারও পতন,
ইহাই জগৎ-রীতি !
বিধুর বিধুর বিষাদে ব্যথিত
বিটপী পল্লব-কোণে
শিশিরের ছলে আঁখি-জল ফেলে,
বুঝিবা সম-বেদনে।
উষার এমন উদার প্রহরে,
কণ্বের তপোবনে,
যাত্রার তরে হয় আয়োজন
শিষ্য ও সখীগণে।
কণ্ব-পালিতা শকুন্তলা সুতা
যাইবে পতি-সদনে,

তা' লয়ে তখন সবে উচাটন!
ছায়া পড়িয়াছে মনে।
যেথায় নাহিক হিংসার জ্বালা,
লোভের নাহিক তাপ,
সেথায়ও মায়ার আছে মলিনতা,
মানবের অভিশাপ!
যে সাগর কভু হয় না চপল
পবনের আলোড়নে,
সেথায়ও মাথার চন্দ্র-কিরণ
বারি-বিষমতা আনে।
উষার উদয়ে, উটজ উপরে,
প্রিয়ম্বদা অনসূয়া
আঁখিজল রোধি' সাজায় সখীরে
লোধ্রের রেণু লইয়া।
অনসূয়া কহে ঃ 'ওলো ও সজনি!
কোথা তব অঙ্গুরীয়?
থেকো সাবধান, হারায় না যেন
জীবন হইতে প্রিয়!'
উটজ দুয়ারে পূর্ণ কলশ
নারিকেল ফল শিরে!
দুই দিকে শোভে রম্ভা পাদপ
অবনত ফল-ভারে।
বিচিত্র চিত্রে প্রাচীর গাত্রে
অঙ্গনে দ্বারোপরি,
অঙ্কিত কত আলিম্পন শত
বিবিধ বরণ ধরি'।
পল্লীবাসিনী তাপসীর দল
বরণ করিতে আসে ঃ
কেহ উলু দেয়, কেহ বা বাজায়
শঙ্খ অশুভ-নাশে।

কণ্ব তাপস প্রত্যূষে উঠি
অবগাহি' নদীজলে,
অবহিত মনে, পূজা অবসানে
আসিলেন সেইকালে।
ভাবিছেন মুনি ঃ— "মানসী-সুতায়
পাঠা'ব ভর্ত্তৃ গৃহে,—
তাহা লয়ে মম হৃদয়-কুটীর
উদ্বেগে কেন দহে ?
চিন্তায় বিকল নয়ন-যুগল,
বাষ্প-গদ গদ ভাষা !
আমি বনবাসী, আজন্ম সন্ন্যাসী,
আমারই এ হেন দশা !
না জানি সংসারী যারা গৃহচারী
তারা ভোগে কতো ব্যথা,
স্নেহের তনয়া- বিচ্ছেদ কালে !
হায় ! পিতাদের মমতা !"
শকুন্তলা-প্রতি চাহি মহামতি
কহিলেন অতি শান্ত ঃ
বৎসে ? তোমায় করিনু পালন
আজন্ম স্নেহে একান্ত !
অদ্য তোমার এসেছে সময়
পালিতে নারীর ধর্ম্ম !
যোগ্য পতি সনে সংসার গহনে
সাধোগে জীবন-কর্ম্ম।
পক্ষী যেমন রক্ষে শাবক
আপন পক্ষ-পুটে,
তেমতি তোমায় রেখেছিনু আমি
যতনে বক্ষ-পাটে !
তপস্যার কাল গিয়াছে বহিয়া
পালনের সমস্যায় ;

যোগের বিয়োগ ঘটায়েছি কতো
তোমারে লয়ে খেলায় !
তপস্যা সাধিতে উপাস্য দেবতা
হারায়ে ফেলেছি ধ্যানে ;—
চির হাস্যময় তোমার আস্য
ফুটিয়াছে সেইখানে।
দেবতারে ছাড়ি' পূজার কুসুমে
সাজায়েছি তনয়ার
কর্ণ যুগল,— বর্ণ প্রভায়
উজলি' বদন তার।
দেবতার ভোগ পায়স-অন্ন
করেছো উচ্ছিষ্ট কতো !
গণি নাই পাপ, পাছে মনস্তাপ
পাও হয়ে তিরস্কৃত।
এতই সাধনে করিয়া পালন
তোমায় ছাড়িতে হবে !
তথাপি অন্তর সান্ত্বনা লভে
তব নব গৌরবে।
ভারতের রাজ- অঙ্কশায়িনী
হইলে সুকৃতি-ভাগ্যে ;
এ হ'তে সম্পদ্ কিবা হতে পারে ?
বরেছো বরণ-যোগ্যে !
এবে, ভাগ্যবতি ! হও যশোমতী,
পতির শ্রদ্ধা-ভাগিনী,—
করি আশীর্ব্বাদ, জগৎ-পালনে
হও স্বামি-সোহাগিনী।
কথায় কথায় বেলা বয়ে যায়
হও বৎসে, অগ্রসর !
পবিত্র লগনে স্বামি-দরশনে
সময় প্রশস্ততর।

মধুর স্বপনে এসেছিলে তুমি,
হইল স্বপন-ভঙ্গ !
উষর জীবন ফিরিল আমার
লয়ে সন্ন্যাস-রঙ্গ !"
সহসা যোগীশ মুছে দু'নয়ন
আপন বল্কল-বাসে !
সব তেয়াগিয়া আছেন কাননে,
তথাপি অশ্রু আসে !
কণ্বেরে হেরি' কহেন গৌতমী
"যাও বৎসে শকুন্তলে,
যাত্রার কালে করহ প্রণাম
পিতার চরণতলে !"
শকুন্তলা মুছি' আঁখি আপনার
গল-লগ্নীকৃতবাসা,
ঋষির চরণে করিলা প্রণাম,—
দেবে নমে যেন আশা !
কহিলা কণ্ব স্নেহে বদান্য,
"করি আমি আশীর্ব্বাদ !
যে যাত্রায় তুমি করিছ গমন,
পূরে যেন মনঃসাধ।
পতি সোহাগিনী হও সুকেশিনি !
চক্রবর্ত্তী এক পুত্র
লাভ করো মাতঃ ! পিতৃগুণ-যুত,
রাখিতে বংশ-সূত্র !
এবে শকুন্তলে, এসো অগ্নিগৃহে
করো অগ্নি প্রদক্ষিণ !
পূত হোমানল করিবেন তব
অভিযান বাধাহীন !"
শকুন্তলা যবে আসিলা সে গৃহে
মন্ত্র উচ্চারে ঋষি ঃ

"দেব বৈশ্বানর ? সমিধ-অন্তর,
হও কল্মষ-নাশী !"
পরে তনয়ার হাত ধরি' মুনি
আনিলা অঙ্গন' পরে,
যেথা আশ্রমের বনস্পতি-চমূ
শিখরে ছত্র ধরে !
কহিলা উরধে তুলিয়া বদন ঃ
"শুন শুন তরুদল !
তোমরা অ-পীত রহিলে যে জন
পান করিত না জল,
প্রসাধন-প্রিয়া হ'লেও যে বালা
ছিনিত না কভু পল্লব,
কুসুম-সময় এলে তোমাদের
হইত যাহার উৎসব ;—
সেই স্নেহময়ী সখী তোমাদের
চলিছে ভেটিতে পতি !
প্রণয়-স্মরণে সানুরাগ মনে
দাও সবে অনুমতি !"
বলিতে বলিতে, তরুদল হ'তে
কুহরিল পরভৃত ;
পুষ্প-পাদপ বরষিল রাশি
ফুলদল সুরভিত।
পল্লব দল হইতে অঝোরে
শীতল শিশির গলে ;
মহীরুহ হ'তে বল্কল-বাস
বনদেবী দেয় ফেলে।
দেখি' সে সকল শুভ উপহার
কহিলেন পুনঃ মুনি ঃ—
"বনদেবী দেন সম্মতি তাঁর
তুলি' কোকিলের ধ্বনি !

আর আর যতো তপোবন-বাসী
তরু লতা পশু পাখী
সকলেই নিজ শকতির মত
উপহার দেয়, দেখি !"
এমন সময়ে আসিল শিষ্য
মূর্ত্তিমান উপচার !
কহে কণ্বেরে 'বনবাসী যতো
পাঠালেন উপহার !
ক্ষৌম কেহ দিল কৌমুদী-ধবল,
কেহ দিল অলক্তক !
কেহ কঙ্কণ, পল্লব-কেয়ূর
কেহ বা মণি-সপ্তক !'
কহিলা কণ্ব ''এই প্রসাধনে
সাজাও নৃপতি-বধূ !
হস্তিনা-রাণীর যাওয়া অশোভন
কুসুম-ভূষণে শুধু !"
সখী দুইজন পাইয়া ভূষণ
সাজাইল মন-সাধে !
তাপস কণ্ব আদেশিলা তবে
চলিবারে ধীর পদে !
আরম্ভিল সবে করিতে প্রয়াণ,
উটজ পশ্চাতে রাখি'।
শকুন্তলা কহে, "উঠেনা চরণ
আশ্রম ছাড়িতে সখি !"
প্রিয়ম্বদা কয়,- 'শুধু তুমি নয়
আশ্রমও সকাতর !
দেখোনা হরিণী করেনা চর্ব্বণ
তৃণদল মুখ'-পর !
ওই দেখো সখি ! ময়ুরী নিরখি'
তোমায় গমনপরা,

ছেড়েছে নর্ত্তন ! মাধবী লতিকা
ছাড়িছে কুসুম-ধারা !”
কহিলা কাতরা সম্ভাষি’ সখীরে
শকুন্তলা অভিমানিনী :
“বন-জ্যোৎস্নায় ভেটি একবার
সেটি যে আমার ভগিনী !”
আসি’ তার পাশে কহে মৃদু হেঁসে :—
“কতো ভালবাসি তোরে !
একবার আয় হৃদয়-ব্যথায়
জুড়ারে বিদায়-প্রহরে !”
বলি’ আলিঙ্গন করে লতিকারে,
সহকার হ’তে ছিনি’
বলে : “সহকার ? দেখিও আমার
ভূতলে না পড়ে ভগিনী !”
অনসূয়া পানে চাহিয়া বিষাদে
কহে কর-যুগ ধরি’ :
“তোমারই হস্তে করিনু অর্পণ
মাধবীরে, সহচরি !”
“মাধবীরে দিলে আমার এ হাতে,—
কার হাতে দিলে মোরে ?
বললো সজনি ? কার মধু-বাণী
ভুলা’বে এ অভাগীরে ?”
উচ্ছ্বসিল সখী অনসূয়া, দেখি’
কহিল তাপস শান্ত :—
“সান্ত্বনা দিবে তোমরা সখীরে !
তা’না করি,’—যদি ভ্রান্ত
হও দুইজনে বিদায়ের ক্ষণে,—
কেমনে ধরিবে বালা
ধৈরয সেখানে পরিচিত সনে

ভিন্না হয়ে শকুন্তলা ?”

চলিতে লাগিলা আবার সকলে
মৌনভাবে বন-পথে !
হরিণীরে দেখি’ শকুন্তলা দুখী
আরভিল পিতৃ-সাথে ঃ
“গরভের ভারে বড়ই কাতরে
বাছা মোর প্রাণ ধরে !
পিতঃ ? নিরাপদ হইলে প্রসব
সম্বাদ পাঠায়ো মোরে ।
ইহারে ছাড়িয়া উদ্বেগ লইয়া
কাটাইব আমি দিন !
জানিনা কি হবে আসন্ন প্রসবে !
দেখো পিতঃ ! এরে দীন !”
উত্তরে কণ্ব ঃ— “হরিণী ধন্য
তুমি যার প্রিয়-সখী !
অবশ্য সম্বাদ পাঠা’ব তোমায়,
সুস্থ প্রসব দেখি !”

চলিতে চলিতে পুনরায় পথে
লাগে বাধা তার চরণে :
“কেরে পায়ে মোর জড়ায় এমন ?”
সুধাল ত্রস্ত বচনে ।
কহেন তাপস ঃ ‘কুশে লাগি’ যার
ক্ষত হয়েছিল মুখে,—
ঔষধ লাগায়ে সারাইলে যারে,
দুঃখিতা তা’র দুখে,—
সেই মৃগ-শিশু, পালিত তনয়
তোমার, তাপস-সুতে !
আসিয়া অবোধ পথ করে রোধ,

দিবে না তোমায় যেতে !”
বনজ-জননী লইয়া অমনি
কোলে তারে, কহে :—“পুত্র !
হয়োনা উতল তোমার সকল
ভার লবে অহোরাত্র,
এই অভাগীর পালনের ভার
লয়ে পালিলেন যিনি,—
একাধারে যিনি আমা সকলের
মূর্ত্ত জনক জননী !”
মুনি পুনরায় দেন উপদেশ
“হয়োনা’ক উচ্ছ্বসিত !
উচ্চ-নীচ ভূমে করিতে গমন
হইবে অঙ্কুশ-ক্ষত।”
কিছু পথ-পারে কহে শার্ঙ্গরব
সহযাত্রী ব্রহ্মচারী :
“গুরুদেব ! শুনি জল-দরশনে
স্বজনেরা যান ফিরি।
তবে আর কেন গুরু পথ-শ্রম ?
তড়াগ রয়েছে পাশে।
আমরাও চলি ত্বরিত চরণে—
পঁহুছিতে রাজাবাসে !”

দেখিয়া তড়াগ কণ্ব মহাভাগ
কহে, ফিরিবার তরে :—
“বৎসে ! এবার আসিল সময়
ফিরিতে পর্ণ কুটীরে !
বিদায়ের কালে দেই উপদেশ,
গ্রহণ করহ তুমি !
এই নীতিগুলি করিলে পালন
হবে সমাদর-ভূমি !

গুরুজন গণে করিবে শুশ্রূষা,
সপত্নীতে প্রিয়সখ্য !
নিজপতি প্রতি গঞ্জনা ছাড়িয়া,
সেবা-ধর্ম্ম রেখো লক্ষ্য !
হবে পরিজনে করুণা-রূপিণী,
ভাগ্যে অচলা স্থিরা !
এইপথে পায় গৃহিনী-সম্ভ্রম
যে নারী কুলন্ধরা।"

শার্ঙ্গরব পানে ফিরিয়া কহিলা
"বলিও হস্তিনা-রাজে,'—
বলি কিছু ক্ষণ বিচারিলা মুনি
বক্তব্য অন্তর মাঝে।
এই অবকাশে, শুনি' কিছু দূরে
সরোদনা চক্রবাকী,
(নলিনী দলের আড়ালে আবৃত
সহচরে নাহি দেখি')
কহে শকুন্তলা :— "ক্ষণ-অদর্শনে
বিহগী কাতরা যদি,
কেমন পাষাণ হলো মম প্রাণ !
সহি জ্বালা নিরবধি !"
কহে প্রিয়ম্বদা "সহে চক্রবাকী
রজনী-দীর্ঘ-বিরহ,
মিলন-আশায় ! আশা-বন্ধ সখি,
করে ভেদ সুখ-বহ।"

এদিকে তাপস শিষ্যে কহিলা
'কহিও দুষ্মন্তরাজে :—
এই যে দুহিতা, হয়েছে বর্দ্ধিতা
সন্ন্যাস সংযম মাঝে !

তব রাজ-কুল নিষ্ঠায় অতুল ;
(তাই) এ মিলন বরণীয় !
বিশেষ, প্রকৃতি হইতে উদিত
প্রীতি বড় শোভনীয় !
করি অনুরোধ, রাজ-অবরোধ
মাঝে লয়ে তনয়ারে,
উদার রাজন ? ভার্য্যা-সাধারণ
মর্য্যাদা দাও তারে !”

“তথাস্তু !” বলিয়া শিষ্য শার্ঙ্গরব
গুরুদেবে প্রণমিলা।
বিদায়ের শেষ সময় বুঝিয়া,
ফুকারিল শকুন্তলা।
কহে পুনঃ মুনি তাহারে সান্ত্বনি'
“বৎসে ? হয়োনা উতলা !
আসিবে সে দিন এ মোহ যেদিন
ক্রমে লোপ পাবে বালা !
পতি-সোহাগিনী, হইয়া জননী,
গার্হস্থ্য বিবিধ কাজে
হইয়া নিরতা, আশ্রমের কথা
ভুলিবে ভবিষ্য-মাঝে।
যশস্বী তনয়ে প্রাচীন বয়সে
সঁপিয়া রাজ্যভার,
পতি-কর ধরি' সন্ন্যাসে আসিবে
তপোবনে পুনর্বার।”

শার্ঙ্গরব তবে কহে গুরুদেবে :—
“গগণ-মধ্যদেশে
উঠিল তপন, বৃথা তপোধন !
কাল-ক্ষেপ শোকোচ্ছ্বাসে !”

কণ্ব মহামুনি সে ইঙ্গিত শুনি'
কহিলেন তনয়ারে ঃ—
"তপস্যার কাল বহে স্নেহময়ি!
আসি আমি এইবারে।"
শকুন্তলা পুনঃ জড়ায়ে জনকে
কহে বাণী স্নেহপূর্ণ ঃ—
"তপস্যাচরণে একেই তোমার
শরীর নিতান্ত শীর্ণ!
তাহার উপরে আমার লাগিয়া
করিও না মনে চিন্তা!"
কহে তপোধন, "হৃদয়ের ধন?
স্মৃতি কিসে হবে ভ্রান্তা?
কুটীর-দুয়ারে হেরিব যখন
শুষ্ক নির্ম্মাল্য ফুল,
কেমনে ভুলিব কে ফেলিত তাহা?
কাহার ক্ষুদ্র আঙুল?"
নিঃশ্বসি' ঘন, চাপিয়া নয়ন,
ইন্দ্রিয় দমন করি',
কভু মায়া-দাস কভু বা উদাস,
ফিরে শেষে ব্রহ্মচারী।
"নিরাপদ পথ হউক তোমার,
সফল বাসনা, মাতঃ?"
শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাপস
হইলেন অপসৃত।

দীরঘ নিঃশ্বসি' কহে দুই সখী:
"কেমনে আশ্রমে ফিরি?
শকুন্তলা বিনা চরণ চলেনা,
সকলই শূন্য হেরি।"
কহিলা তাপস তরুণী যুগলে

"শোক করো পরিহার।
সংসার পথে জীবের চলিতে
মায়া বাধে বারবার।"
অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা তবে
চলে পথে উদাসীন।
ও দিকে কণ্ব ভাবে মনে মনে
"আজি আমি ভার-হীন।
কন্যা-সম্পদ্ পরকীয় ধন।
পাঠাইয়া পতি-বাসে
লঘু হ'ল চিত,— ফিরায়ে গচ্ছিত
যথা অধিকারী-পাশে।"

সহসা গগণ ছাইল জলদে
লুকা'ল তপন-বিম্ব!
সরসীর বুকে পড়িল মেঘের
ছায়া-ঘন প্রতিবিম্ব।
বিকচ কমল মুদিল অমল
মুখ তার, মেঘ-ছায়ে!
রাক্ষস-কপিশ উপজে মূরতি
তড়াগ-সলিল-কায়ে।
পাখীদের গান সহসা থামিল,
কোকিলের কুহু-রুত,
থামিল দোয়েল, পাপিয়ার তান
ব্যথা লাগি' স্তম্ভিত।
ধেনু মৃগকুল তুলিয়া বয়ান
চাহে কণ্ব-মুখ পানে।
সুধায় তাহারা: "একা কেন মুনি?
শকুন্তলা কোন্‌খানে?"
শশক স্তিমিত হইল বিস্মৃত
আপন দূর্ব্বাহার।

আঁখি হতে তার পড়ে অনিবার
নিঃসৃত অশ্রুধার !
বনপশুগণ ছাড়িল ভ্রমণ
না দেখি' পরিচিতারে ।
যেখানে যে ছিল রহিল অচল,
হারাইয়া সহচরে ।
গাছের কুসুম তারাও নিঝুম
হারাইল যেন গন্ধ !
ভ্রমর-সংহতি উড়েনা তাহায়,
ভূলি' গুঞ্জন-ছন্দ ।
প্রিয়ম্বদারে অনসূয়া কহে :
"সখীর বিরহে প্রকৃতি
হইল মলিনা ! শকুন্তলা-বিনা
নিভিল বনানী-ভাতি !"
গম্ভীর মুখে সম্বরি' নিজ
মন, টল-টল আখি,
ফিরিল কুটীরে কণ্ব তাপস
বনানী সাক্ষী রাখি' ।
উটজের দ্বারে দাঁড়ায়ে সহসা
অভ্যাসে ডাকিয়া বলে :
(স্নেহের স্বপনে কুহক-ভ্রান্ত !)
"শকুন্তলে ?" "শকুন্তলে ?"
আবার তখনই থামিল তাপস
স্মৃতি যবে দেয় উঁকি !
(হায়রে, তাপস ? স্নেহের বাঁধন
এত ত্বরা ছিঁড়িবে কি ?)
মুদিল নয়ন ক্লান্ত তাপস !
আবদ্ধ চক্ষু ফাটি'
এক ফোঁটা জল তস্কর সম
নেমে এলো গুটি' গুটি' ।

শকুন্তলা-ডাকে কেহ না উত্তরে !
উত্তরে মুক্তাকাশ
প্রতিধ্বনি-স্বরে ! ভুল বুঝি' নিজ
মুনি ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
সহসা ঘুৎকারে পেচক প্রাচীরে,
লুকায়ে পর্ণতলে !
মুনি ভাবে : একি ! অশুভ সূচনা !
"শান্তি ! শান্তি !" মুখে বলে।
"জয় ভগবান্ ! মায়ার ওষধি
তুমিই একাকী, প্রভু !"
অদৃশ্য নিয়তি দিয়া টিট্‌কারি
হাসিল গোপনে তবু !

ষষ্ঠ সর্গ

রাজ-কার্য্য-সমাধানে পর্য্যাকুল-মন,
দুষ্মন্ত পৌরব-সূর্য্য বিশ্রাম-কারণ,
উপবন-বীথিকায় মর্ম্মর-আসনে
সুখাসীন ছিলেন নিভৃতে !
আলাপনে
সরল হাস্য-রসিক সখা বিদূষক,
বিদূরিতে মনঃ ক্লান্তি, সন্তাপ-হারক
লঘু রস-বাক্যে ছিল রত।
মন্দ মন্দ
অনিল বহিতেছিল ফুল-মকরন্দ
পরিবেশি' আনন্দেতে, পরহিতে ব্রতী
পর-সেবা করে যথা হরষিত-মতি !

উপবনে বন-শোভা, পবন-দোলিত,
ফুটেছিল কুসুমের রাশি সুরভিত,
নয়ন-উল্লাস। মত্ত মধুকর দল
গুঞ্জন করিতেছিল সম্ভোগ-চপল।

সহসা শুনিল রাজা অন্তঃপুর হ'তে
আসিছে সঙ্গীত-রব, ঝরিছে তা' হ'তে
বিলাপের অশ্রু-সুর! গাহিছে গায়িকা
গীতি এক, মরমের রক্ত দিয়া মাখা :—
"মধুকর? কোন্ দোষে সে চূত-মঞ্জরী
পরিহরি' চলি গেলে কমল-উপরি
করিবারে রস-পান,—যার মধু পিয়ে
হয়েছিলে তিরপিত আকুল হৃদয়ে?"
সঙ্গীতের বাণী আসি' রাজার মানসে
জাগাইল স্মৃতি,—নবরস-পান-আশে
হংসপদিকায় তিনি করি' অবহেলা
অপর মহিষী সনে প্রীতি-রসকলা
করিলেন উপভোগ। গাহে এই গীতি
মহিষী হংসপদিকা, লক্ষি' তাঁর প্রতি।
লজ্জায় আকুল হয়ে শুনি' তিরস্কার,
কহে রাজা বিদূষকে : "গঞ্জনা আমার
পরিবেশ করে গীতি! যাও সখে ত্বরা
কহো হংসপদিকায় বিরহ বিধুরা,—
বেদনার উপশম করিব সত্বর!"
কহে শুনি' বিদূষক :—"ওহে মধুকর?
তুমি করো রস-পান, পাঠাও আমারে
সম্মার্জ্জনী-প্রহারের বিষ পান তরে?
রাজ্ঞী হংসপদিকার যাইলে সকাশে,
আজ্ঞায় তাঁহার, অজ্ঞা দাসী-দল এসে
বিজ্ঞ বিদূষকে দিবে সংজ্ঞার উদ্দেশ,—

নারিকেল-কাঠি পৃষ্ঠে ভোজ হবে বেশ !
মহারাজ ? জানো নাকি বিরহিণী কুলে
ফণিনীর ফণা ধরে রসনার মূলে !
ক্ষুধাতুরা ব্যাঘ্রী চায় মাংসের আস্বাদ,
ফলমূল দাও যদি, ঘটে পরমাদ,
উপহাস বুঝি' মনে। বুভুক্ষা তাহার
দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়, নাহিক নিস্তার !
কে রক্ষিবে সে-সময় ?"

কহিলা নৃপতি :

"বচন-কৈতবে তুমি সুপণ্ডিত অতি !
ভয় নাই সখে ! যাও হয়ে অগ্রদূত,
আমি তব পাছু যাবো গতিতে মারুত !"
বিদূষক কহে তবে : "পৃষ্ঠে তৈল দিয়া,
ইষ্ট নাম জপ করি,' পরাণ ধরিয়া
এক হাতে, অন্য হাতে নয়ন আবরি'
যাই তবে, তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি'।
গিয়াছিল যেই মত রাবণ-আদেশে
অভাগা মারীচ, রাম-যমের উদ্দেশে,—
যাই আমি সেই মত !"

বলি' মন্দ-গতি

নিরানন্দ বিদূষক চলিল দুর্ম্মতি
সান্ত্বনিতে মহিষীরে !

হেথা নৃপবরে

কঞ্চুকী সম্বাদ দিল কিছুক্ষণ পরে :—
হিমালয়-পাদমূলে রহে কণ্ব-মুনি !
তাহার আশ্রম হতে, লয়ে কিছু বাণী
এসেছেন দুই শিষ্য বল্কল-বসন,
সাথে করি' দুই নারী ! ভূপতি-বন্দন
মাগেন তাপস-বৃন্দ বিলম্ব না করি'।
কহ দেব, কি আদেশ ?"

শুনি', পরিহরি'
আপন আসন, রাজা কহেন ত্বরিতে :
"অবিলম্বে আনহ তাঁদের ! পুরোহিতে
পাঠাও সম্বাদ, পাদ্য-অর্ঘ্য-বাস দানে
তোষিতে তাপস কুলে !"
পবন-গমনে
ছুটিল কঞ্চুকী লয়ে রাজাদেশ শিরে।
একাকী ভাবেন রাজা আপন অন্তরে :—
"জানি না কি হেতু আজি কণ্ব কুল-পতি
পাঠাইলা শিষ্যগণে। দুর্ম্মদ দুর্ম্মতি
গর্ব্বিত কর্ব্বুরদল পূর্ব্ব-পরাভব
বিস্মরি' কি করে সেথা হিংসার রৌরব
পুনরায় ? তাই হবে ! চলো বেত্রবতি !"
কিঙ্করীরে সম্বোধিয়া কহিলা ভূপতি,—
'চলো যাই অগ্নি-গৃহে, যেথা ঋষিগণে
অভ্যর্থনা সমুচিত পবিত্র সদনে !"
এত কহি' স্থান ত্যজি' চলিলা নৃপতি !
আগুবাড়ি' প্রদর্শিয়া পথ বেত্রবতী
চলিলা সম্ভ্রমে। করে রাজ-জয়গান
দূর হ'তে বৈতালিক-দল তুলি' তান।

কতক্ষণে অগ্নিগৃহে আসি' নরবর
লইলা আসন। যেন নব দিবাকর
ভাতিল উদয়াচলে ঊষা-সহচর।
সুবর্ণ পিধান হ'তে লইয়া চামর
আরম্ভিল বেত্রবতী করিতে বীজন
অবিলম্বে। সুগম্ভীরে ধরিল চরণ
কিঙ্কর-কিঙ্করী আসি' পদ-সেবা তরে।
রত্নময় হৈমছত্র শোভিল শিখরে।
দাঁড়াইল স্থানে আসি' প্রহরি-নিচয়,

মাঙ্গলিক গাহে গান 'জয়! জয়! জয়!'

কতক্ষণে হেরে রাজা, আসিছে অদূরে
কণ্ব-শিষ্য দুইজন, জটাজুট শিরে,
বল্কল-বসন! মাঝে, একি অপরূপ!
অস্ফুট অবগুণ্ঠনে আবরিয়া রূপ
অনিন্দ্য, আসিছে এক তাপসী তরুণী!
অনির্ব্বর্ণ্যা পরনারী! বল্কল-ধারিণী
তবু তাঁর আঁখিদ্বয় লয় যেন ছিনি'।
নিমেষে আঁখির কোণে দৃষ্টি হয় চোর!
যৌবন বিধি না মানি' রূপেতে বিভোর
হয় চিরদিন। একি অদ্ভুত-ঘটনা!
শুষ্ক শিলাদ্বয় মাঝে রজত-ঝরণা!
পাণ্ডুপত্র মাঝে যেন শোভে কিশলয়!
অথবা জলদ মাঝে তড়িৎ-উদয়
হেম-বর্ণ! ভাবে রাজা, মণি বুঝি শোভে
দগধ অঙ্গার মাঝে!
অশান্ত উৎসবে
মানসিক, হেরে রাজা গোপন নিমেষে
নেত্র-সুখকর রূপ, ক্ষণ-অবকাশে।
তখনই সংযমি' মন, আত্ম-সুসংযমী
দুষ্মন্ত কহিলা তবে, ঋষি যুগে নমি':—
"স্বাগত হে কণ্ব-শিষ্য তপস্বি-যুগল!
কহ দেব, আশ্রমের সব তো কুশল?"
শারদ্বত, কণ্ব-শিষ্য কহিলা উত্তরে;—
"পুরু-কুল-ধুরন্ধর রাজ্য রক্ষা করে
সবিক্রমে যেথা, সেথা কেমনে সম্ভব
অকুশল? করেছিলে রক্ষঃ- পরাভব,
সেকারণে নিরাপদে আছে মুনি-কুল।
সিংহ প্রহরায় কভু আসে হিংসাকুল

শিবাদল ?"

শুনি' রাজা হরষিত-মন !

জিজ্ঞাসে তাপস-শিষ্যে : "কোন্ প্রয়োজন
সাধিবারে তবে কহ, কণ্ব কুলপতি
পাঠালেন শিষ্যযুগে সেবকের প্রতি ?"
কহে তবে শার্ঙ্গরব : "শুন নরপাল !
যে কারণে আজি এই নগরে বিশাল
করিলাম আগমন, ছাড়ি জপ, তপ,—
আঁধারে প্রবেশি ছাড়ি' রবির আতপ।
হের এই তনয়ারে কণ্বের পালিতা !
গান্ধর্ব্ব বিধানে ইনি তব পরিণীতা।
করহ গ্রহণ তাঁকে আপন আলয়ে,
অন্য মহিষীর মাঝে, সমাদরে লয়ে,—
সমদর্শি রাজন্ ! কহিলেন কুলপতি,
'পরিণীতা হ'লে সুতা, পিতৃ-গৃহে স্থিতি
নহেক উচিত আর ! আত্মীয় স্বজন
নানা কথা কহিবারে পারে অকারণ !"

শুনি' রাজা চমকিত বিপুল বিস্ময়ে,
বাক্য-হীন ! একি কথা কণ্ব-শিষ্য-দ্বয়ে
কহে তারে ! (দুর্ব্বাসার অভিশাপাহত,
হইয়াছে শকুন্তলা-ব্যাপার-বিস্মৃত,
মহারাজ দুষ্মন্ত ! হয়েছে অন্তরিত,—
তপোবন-মাঝে প্রণয়-ব্যাপার যতো
মুনি-তনয়ার সনে,—অন্তর হইতে।)

বহুক্ষণ স্তব্ধ রহি' ক্ষুব্ধ দৃষ্টিপাতে
কহিলেন নরবর :—"একি এ আদেশ
আমারে করেন মুনি নীতিজ্ঞ অশেষ ?
এই বালা পরিণীতা মম ? মহাভ্রমে

পড়েছেন মুনিবর! তাঁহার আশ্রমে
গান্ধর্ব্ব-ধরমে আমি করিনু বিবাহ?
ব্রাহ্মণ-তনয়া সনে ক্ষত্রিয় নিবহ
উদ্দাম প্রণয়-লীলা করে কি কখনো?
ভুজগীর সনে খেলে কোন অভাজন?
হে তেজস্বি দ্বিজবর? যশস্বী রাজারে
ডুবাও না অকারণ কুযশ-মাঝারে
অলীক ছলনা করি'!"
শুনি' সে উত্তর
মহারুষ্ট শাঙ্গ´রব হলেন সত্বর
রাজার উপরে! করি' ঘূর্ণিত নয়ন
কহিলেন: কি বলিলে পৌরব রাজন্?
অলীক ছলনা করি' কুযশ মাঝারে
ডুবায় তোমারে কণ্ব মহাতপা? যাঁরে
শ্রদ্ধা করে বিশ্বজন শুদ্ধির কারণে,
সে তোমারে ভুলাইছে অমেধ্য ছলনে?……
আর যারা বিদ্যারূপে শিক্ষা করে ছলা
প্রকৃতি-শাসন-তরে, অপ্রকৃত কলা,—
তাহাদের বার্ত্তা হ'বে বিশ্বস্ত প্রমাণ
সত্য নিরূপণ তরে?"
রাজা, ম্রিয়মাণ
তিরস্কারে, কহে পুন:- "করো অবধান,
হে তাপস-শিষ্য মহামতি! আমি হীন,—
মহাতপা অপরাধী, হেন অর্ব্বাচীন
অপবাদ কেন দিব উচ্চের উপরে?
হয়তো হইতে পারে, নারীকুল তাঁরে
বুঝায়েছে যেইরূপ, বুঝেছেন তিনি!
কৈতব-কুশলা অতি, স্বভাবে কামিনী!"

"অশ্রদ্ধেয় এই বাণী! তাই যদি হয়,

এখনই প্রমাণ দিবে, তব পরিণয়
সত্য কি অলীক, তব অভাগী দয়িতা !
আছে যে দাঁড়ায়ে হেথা, নিতান্ত বিনীতা
স্বভাব-লাজুকা নারী !...এস শকুন্তলে ?
বুঝাও পতিরে তব, কোন্ সত্য-বলে
বলীয়সী তুমি !"

"সাধু এ প্রস্তাব ঋষি !"
কহিলা দুষ্মন্ত তবে হইয়া উল্লাসী !
"কহ দেবি, কি প্রমাণ আছে তব পাশে
যাহে বুঝি, সত্য আমি মজি' প্রীতিরসে
ধর্ম্মের বন্ধনে ধরা দিয়াছি তোমায় !"

এতক্ষণ শকুন্তলা সম্ভ্রম-লজ্জায়
একপাশে নতমুখী আছিলা দাঁড়ায়ে
নির্ব্বাক্ ! দয়িত-সনে মিলন-আশয়ে
অপূর্ব্ব উল্লাসে মন ছিল বিমোহিত,
স্বপনের মোহে, যথা উদিলে জলদ
আকাশে, প্রকৃতি হয় নিতান্ত স্তবধ
প্রথম, বর্ষণ-আশে !...কিন্তু যবে দেখে
ভূপতি হেরিয়া তারে ফিরাইয়া রাখে
আপন নয়ন,—প্রীতি-হাঁসি নাহি ফুটে !
দীরঘ বিরহ পরে মিলন-কবাটে
অভিভাষণের কোথা উঠিল উৎসব ?
প্রণয়-উত্তাপ কোথা ? প্রাণ-হীন শব
হয়েছে কি উভয়ের প্রীতি-পরিণয় ?
কোথায় পতির সেই সরস হৃদয়,
সেই আকর্ষণ ?

হ'ল নিতান্ত কাতরা
শকুন্তলা। তবু নারী আশায় বিভোরা,—
রাজ-কার্য্য-ভারে আর্য্য হয়েছে বিস্মৃত,

এবে পরিচয় শুনি' হবে তিরোহিত
নিরমম এ অবজ্ঞা ! করিবে গ্রহণ
আদরে,—সকল স্মৃতি ফিরিবে যখন,—
নিজ পাশে ! পরিণীতা ভার্য্যারে কে কবে
করে অস্বীকার ?"

হায় ! সেটুকুও যবে
আশার ব্রততী তার হ'ল উন্মূলিত,—
পরিচয়-দানে যবে চিনে না রাজন্,
অস্বীকার করে পরিণয়-সঙ্ঘটন,
ভাবে শকুন্তলা,—'একি সম্ভব কখনো ?
যে পুরুষ তার তরে এত উচাটন
ছিল একদিন, আজি এমন পাষাণ ?
পুষ্প হ'ল লৌহ-পিণ্ড ?

হায়, যার তরে
ছাড়িয়া এসেছে বালা কঠিন অন্তরে
জনকের উৎসঙ্গ উদার, উল্লসিত
স্নেহের তরঙ্গ যেথা সদা লীলায়িত,—
যার তরে ছাড়িয়াছে শান্ত তপোবন,
আশৈশব ছিল যাহা লীলা-নিকেতন,—
আজি সেই জীবনের একান্ত আশ্রয়,
সহসা এ মধ্যপথে হইয়া নিদয়,
করে তারে প্রত্যাহার ! হায় রে বিধাতঃ !
অভাগী তাপসী-ভালে রেখেছো লিখিত
এ হেন কঠোর বিধি ?'

অভাগিনী বালা
নীরবে সহিতেছিল দুঃসহ এ জ্বালা
একান্তে ! নয়ন-প্রান্তে অশ্রুর মুকুতা
সম্ভ্রম-বাধায় বদ্ধ ছিল বিনিঃসৃতা।

হেন কালে শার্ঙ্গরব-নির্দ্দেশ শুনিয়া
চমকিল অভাগিনী। উদ্বেলিত-হিয়া
সংযমিতে অসমর্থা রহিলা দাঁড়ায়ে
নির্ব্বাক্, নির্ব্বোধ! দেখি,' অগ্রসর হয়ে,
গৌতমী জননী তবে কহে কাণে কাণে :—
"পুত্রি? তব অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী-রতনে
দেখাও রাজনে। তাহে আসিবে স্মরণে,
কি কারণে দিয়াছিল রাজা প্রীতমনে
তোমারে সে উপহার!"
শুনি' শকুন্তলা
অকূলে পাইল কূল যেন সে অবলা।
করিল সন্ধান যেথা আছে অঙ্গুরীয়;
কিন্তু হায়! দেখে ক্ষোভে অঙ্গুলিতে স্বীয়
নাহি সেই অমূল্য রতন! হায় বিধি?
এ সময়েও বাম হয়ে কেড়ে নিলে নিধি
অজ্ঞাতে! এ অভিজ্ঞান হারাইল কোথা?
অনভিজ্ঞা নারী তবে হ'ল বড় ভীতা!
ঘূর্ণমান হল শির, কহে গৌতমীরে
"অঙ্গুরীয় নাহি পাই অঙ্গুলি উপরে!"
"সর্বনাশ!" কহিলা গৌতমী "সুনিশ্চয়
শচীতীর্থে অবগাহ-কালে হ'ল ক্ষয়!
আঙুল হইতে তব হয়েছে স্খলিত!
এবে কি উপায় হবে না বুঝি বিহিত,
রাজার বিশ্বাস তরে!"
বিপদ মাঝারে
বিমূঢ়তা নহে শ্রেয় বুঝিয়া অন্তরে,
অতীব সাহসে তবে শকুন্তলা সতী
বলিতে চাহিল কিছু ভূপতির প্রতি।
সম্বোধিল "আর্য্যপুত্র?" পূর্বের অভ্যাসে।
কিন্তু এই আখ্যা যেন তারে উপহাসে,

আজিকার ঘটনায় ! তাই পুনরায়
অর্দ্ধ-উক্তি করি' লাজে মুখটি ফিরায়।
ভাবে মনে, যেইজন আমার কপালে
মানেনা'ক পরিণয়, তারে কোন্ ছলে
ডাকি 'আর্য্যপুত্র' বলি ? বর্জ্জি সে আখর,
অপমানে কুন্দদন্তে দংশিয়া অধর,
কহে পুনঃ—
'হে পৌরব ? কহি বিবরণ,
অবশ্যই শুনি' তাহা করিবে স্মরণ
অতীত অধ্যায় তব !"
"ভাল, ভদ্রে, কহ
কিবা আছে বিবরণ, যাহে নিঃসন্দেহ
হইবে হৃদয় মম !" কহিলা নৃপতি।
আরম্ভিলা ধীরকণ্ঠে সরলা যুবতী :—
"মনে পড়ে হে পৌরব ? একদিন তুমি
নবমল্লিকার দলে ফুল্ল বনভূমি
দেখি, মোরে সাথে লয়ে ছিলে সুখাসীন
কুঞ্জমাঝে ? অলিপুঞ্জ কুসুমে বিলীন
গুঞ্জন করিতেছিল যেন তুষিবারে
তোমায় ! মলয়ানিল বীজনের তরে
ছিল প্রবাহিত ! ছিল তব যুক্ত করে
বারিপূর্ণ নলিনীর পত্রের অঞ্জলি,—
এনেছিলে লীলাছলে বাপী হ'তে তুলি' !
হেনকালে মৃগশিশু মম প্রিয়তম
আসিল সম্মুখে তব, উৎসুক পরম
বারি পিতে ! নলিনীর পত্র তার মুখে
ধরিলে পৌরব ! কিন্তু ফিরি' অন্যদিকে
মনঃক্ষুণ্ন মৃগশিশু করিল প্রয়াণ,
না পিয়া পিপাসা বারি ! শেষে আগুয়ান
আমি যবে হইলাম লয়ে বারি-পুট,

পান করে মৃগশিশু বিশ্বাসে অটুট,
মম কর হ'তে ! হেরি তার আচরণ
হাঁসি' তুমি কহিলে রাজন্ ঃ— 'আত্ম-জন
পশুরাও পারে চিনিবারে ! আরণ্যক
দু'জনেই ! তাই বন্য হরিণ শাবক
ভাবে আত্মীয় তোমারে ! মোরে ভাবে পর !'
এ কৌতুক মনে পড়ে তব নৃপবর
আশ্রমে আতিথ্য কালে ?"

'মিথ্যা কহো নারী !
এ কৌতুক নাহি করে মৃগয়া-বিহারী
রাজা কভু তপস্বিনী মহিলার সাথে !
দুষ্মন্ত পৌরব রাজ !

উদ্দীপিত রোষে,
কণ্ব-অন্তেবাসী তবে কহে রাজ পাশে,
মুষ্টিবদ্ধ করি' কর, ঘুরায়ে নয়ন,—
"হে রাজন ? মিথ্যা কহে তপস্বিনী-জন ?
আর তুমি চিরদিন সংসার-বিষয়ী
ছল-বৃত্তি,—তুমি হ'লে জগতে প্রত্যয়ী ?
অশ্রদ্ধেয় এ বিচার !"

শান্তভাবে নৃপ
কহে তবে বুঝাইয়া ঃ কেন এ বিরূপ
কুবচন এই দীনে ? জান নাকি মুনি,
সাধিতে কামনা নিজ যে কোনও কামিনী
অনায়াসে করে কূট ছলনা গ্রহণ ?
জগতে দৃষ্টান্ত কতো করিব বর্ণন ?
দেখ ঋষি, তরুবাসী কোকিলার দল
বায়সীর নীড়ে রাখি' সন্তান-সকল,
অন্তরীক্ষে উড়িবার পূর্ব্বকালাবধি,
পালিত করিয়া লয় ! সত্য তাহা যদি,

তবে কিসে তাপসীর ছলা অসম্ভব ?
তারও কথা, মানি আমি বিষয়-বৈভব
করি' তোলে রাজগণে কভুবা কৈতবী !
কিন্তু প্রতারিয়া হেথা কিবা আমি লভি
অশরণা অবলায় ? কহো তা অধীনে !"
"বিনিপাত !" উত্তরিল অশিষ্ট বচনে
রুষ্ট শার্ঙ্গরব তবে অতিষ্ঠ উত্তাপে।

হেথা শকুন্তলা বালা করুণ-বিলাপে
হলো মগ্না, ভগ্ন যবে হ'ল মনোরথ !
প্রাণ পরিহারে মনে করিল শপথ !
শারদ্বত,—অন্য শিষ্য কণ্বের প্রেরিত,—
রোষের তরঙ্গে শার্ঙ্গরবে বিচলিত
হেরি,' কহে ধীরকণ্ঠে শকুন্তলা প্রতি :—
"গুরুপুত্রি ? হেরি তব বিরুদ্ধ নিয়তি !
করেছিলে বিষতরু রোপণ গোপনে,
এবে ভুঞ্জ বিষফল !···বুঝো স্বামীসনে,
কেমনে আশ্রয় তব মিলে তাঁর পাশে !
দৌত্য সমাপনে মোরা ফিরি নিজবাসে
আশ্রমে ! বিশ্রাম-কাল হ'ল উপনীত।
রহি' তুমি এই স্থানে করো যা বিহিত।
এস ভ্রাতঃ শার্ঙ্গরব ? গৌতমি তাপসি ?
কি হইবে অতঃপর হেথা কাল নাশি'
অকারণে ?"
শারদ্বত শার্ঙ্গরবসনে
যায় গৃহ ছাড়ি' যথা সন্ধ্যার গগণে
যায় রবি দিবা সাথে ! তবে শকুন্তলা
পিতৃ-শিষ্য-আচরণ দেখিয়া বিহ্বলা,
নয়ন আবরি' কাঁদে অস্ফুট রোদনে।
হায় রে ! নলিনী যথা মুদি' নিজ দল

কাঁদে সন্ধ্যা-সমাগমে শিশির-সজল !
অথবা যেমতি রহে শশী উষাকালে,
সহচরী তারা দল আকাশ ত্যজিলে,
ক্ষীণ-জ্যোতি অতি ম্লান ! গেল সহচর,
(গৌতমী-সহিতে !) কি করিবে অতঃপর,
ভাবে বালা।
রাজা হেরি' তাপস বালায়
রোদন-তৎপরা, ডাকি' পুরোহিতে কয় :—
"কল্যাণ-বিধান তুমি করো বিধিমতে
চিরদিন এ রাজ-কুলের ! কোন মতে
আজিকে উদ্ধার পাই ঘোর সমস্যায়,
কহ দেব, ব'লে দাও কোনও সদুপায় !
অন্তঃপুরে স্থান যদি দেই পরদারে,
কি কহিবে জ্ঞাতি-জন, কি ক'বে অপরে ?
কি কবে মহিষীবৃন্দ, হেরি' আচরণ ?
বিদূষিতে পর-নারী নাহি সরে মন
পাপ-ভয়ে !"
শুনি' বাণী কহে পুরোহিত :—
"কহি শুন হে রাজন ! এবে যা বিহিত !
সন্তান-সম্ভবা হেরি মুনি-সম্ভবারে,
অম্বুবাহ যথা হেরি প্রাবৃট্-অম্বরে
সম্ভৃত-সলিল ! অবিলম্ব-কাল পরে
প্রসবিবে এ তরুণী নবীন কুমারে !
রাজ-চক্রবর্ত্তী চিহ্ন রহে যদি তার
করতলে, অবশ্যই বুঝিব কুমার
রাজ-অংশে লয়েছে জনম ! জননীরে
তখন গ্রহণ করা রাজ-অন্তঃপুরে
অবশ্য বিধেয় হবে !···যদি সে কুমার
হয় অন্যরূপ, তবে ভিন্ন প্রতিকার
হইবে শোভন এই তরুণী-উপরে !

রাজচক্রবর্ত্তী-চিহ্ন রহিবে কুমারে,
বিজ্ঞ দৈবজ্ঞেরা এই গণনা প্রচারে !
মুক্তা নহে যতোদিন নিজ গর্ভভারে,
ততদিন মুনি-কন্যা করুন বসতি
মমগৃহে বিধি মত, হয়ে ধৈর্য্যবতী !"
শুনি' রাজা পুরোধার উচিত প্রস্তাব,
সর্ব্বদিক্ রক্ষা হেতু,— করুণ-স্বভাব
নৃপতি পুলকভরে দিলা অনুমতি,
রাখিতে স্বগৃহে তারে। শকুন্তলা সতী
অভিমানে ম্রিয়মানা শুনি' সে সম্বাদ,
ললাট-লিপিরে দেয় মন্দ অপবাদ !

শেষে শোক-অশ্রু মাঝে নিরাশ্রয়া বালা,
পুরোহিত-নিরূপণে চলিলা অবলা
তার বাসে। পথে যেতে ডাকে মনে মনে ঃ
"কোথা মা অপ্সরী-কুল-শোভনে ললনে
জননী মেনকা ? আসি' এই বিশ্ব-তলে,
লহো তব দুহিতায় ফিরাইয়া কোলে !
পারি না সহিতে মাগো, অপমান-জ্বালা,
অপরাধ-হীনতায় ! হয়েছি আকুলা !
এসো মাগো, লও মোরে তোমার আশ্রয়ে
কৃপা করি' স্নেহময়ি ? কৃপণা হইয়ে
ভুলো না'ক আর মাগো তোমার নন্দিনী !
স্নেহ কি তোমার বুকে ঊষর, জননি ?
মনে কি পড়ে না কভু, দুহিতারে তব
বারেকের তরে ? যাহা পশুতে সম্ভব,
সেটুকু সহজ স্নেহ তোমায় অভাব ?
এ কি তব আচরণ,—একি নব ভাব
তনয়ার প্রতি ? শুনিয়াছি ঋষি-মুখে,
নব শিশু তেয়াগিয়া গিয়াছিলে সুখে,
স্বর্গপুরে ! লো নিঠুরে ? তেমনই পাষাণ

এখনও কি আছ তুমি ? অপ্সরী-পরাণ
গলে না কি দুহিতার শুনি' পরমাদ ?
এস তবে ধরাধামে, বিতরি' প্রসাদ
দুখিনী দুহিতা' পরে ! লহ নিজ গেহে
গৃহ-হৃতা অভাগীরে জননীর স্নেহে !"
এরূপে বিলপমানা চলে শকুন্তলা
পুরোহিত-গৃহপানে নয়নে-সজলা।

সপ্তম সর্গ

শচীতীর্থে জনৈক ধীবর
জাল ফেলি' ধরে এক রোহিত পীবর।
মহোল্লাসে আনে নিজগৃহে।
ধীবর-গৃহিণী লয়ে তাহে,
ছেদ দিয়ে, দেখে এক রতন-অঙ্গুরী
মীনের উদরে জ্বলে দিক্ আলো করি'।
পতিরে কহিল ধীবরাণী :—
"যাও তুমি অঙ্গুরীয় লয়ে রাজধানী।
হাটে সেথা করহ বিক্রয় ;
নাহি জানি মূল্য কত হয় !
পাইবে প্রভূত ধন, করি অনুমান।
চাহিয়াছে মুখ তুলি' বুঝি ভগবান।"
মহানন্দে আসিল ধীবর
অবিলম্বে, রাজধানী-হাটের ভিতর।
সেথা রাজ-পুরুষ প্রহরী'
দরিদ্র ধীবর পাশে হেরি'
বহু মূল্য অঙ্গুরীয় কহে কুবচন :—
"আরে বেটা ? কোথা হ'তে পেলি এ রতন ?"

"কোথা হ'তে করিলি এ চুরি ?
লয়ে যাই কারাগারে চল্ তোরে ধরি'।"
সবিনয়ে, সত্য যা ঘটনা
কহিল ধীবর,—তবু নানা
অছিলায় সন্দেহিয়া (মন্দ তার জাতি !)
রাজ-শ্যালে গিয়া বলে প্রহরী ঝটিতি।
রাজ-শ্যাল নগর-রক্ষক
কহে "বেটা, দেখি তুই বড় আহাম্মক !
রাজার অঙ্গুরী করি' চুরি,
ফলাও এখানে সাধুগিরি ?
চল্ বেটা কারাগারে পচিয়া মরিতে !
রাজারে চলিনু আমি অঙ্গুরী ফিরাতে।"
শুনিয়া ধীবর কাঁদে বড়,
প্রহরী আসিয়া তারে বাঁধে কড়াক্কড়।
লয়ে গেল চোরে কারাগারে।
ধীবর কাঁদিল ঝর ঝরে।
তবু কৃপা হইলনা প্রহরীর মনে।
কহে ঃ চোর হয়ে তুই কাঁদিস কি ভাগে ?"
হেথা শকুন্তলা গেলে চলি,'
একান্তে বসিয়া রাজা মনোবৃত্তি গুলি
ঘুরায় ফিরায় বারে বার !
সন্ধানিল স্মৃতির ভাণ্ডার,
অন্ধ যথা পথ-রন্ধ্র সন্দিগ্ধ পরাণে
যষ্টির সহায়ে খোঁজে সম্মুখ-গমনে।
কিন্তু তবু মিলিল না স্মৃতি।
দুর্ব্বাসার অভিশাপে করেছে নিয়তি
শকুন্তলা-চিহ্ন-হীন তারে।
তবু রাজা ভাবে সকাতরে,
কোথা যেন বিপর্য্যয় ঘটেছে কিসের !

ধূম যথা ঘুরে ফিরে আগুণ-শেষের।
ক্লান্ত হয়ে বিষম চিন্তায়,
স্থান পরিহার তরে উঠে নর-রায়!
হেনকালে আসে পুরোহিত
মহোদ্বেগে হয়ে বিচলিত!
কহে আসি' নর-নাথে বিষম আবেগে ঃ—
"মহারাজ? একি দৃশ্য কিছুক্ষণ আগে!
কণ্ব-মুনি-সুতা চলে যাবে
মম সাথে, মর্ম্মাহতা মান-অগৌরবে,
ঊর্দ্ধ হ'তে নামে এক জ্যোতি
ঝলসিয়া নয়নের ভাতি!
সহসা উৎসঙ্গে তুলি' উঠিল আকাশে
তাপস সুতারে, যেন চক্ষের নিমেষে!
কি বিস্ময়! একি এ ঘটনা!
পারে না এ দীন দ্বিজ করিতে বর্ণনা!
হবে সুতা কোন দেব-বালা!
অথবা কিন্নরী কবি' ছলা,
এসেছিল ভূমণ্ডলে! অভিশাপ-শেষে
চলি' গেল পাপ-ধরা ছাড়ি' নিজ-বাসে!"

শুনি' কথা দুষ্মন্ত নৃপতি
হইল বিস্ময়ভারে ম্লায়মান অতি।
চিন্তা করে ঃ একি স্বপ্ন সব?
কিম্বা কোন যাদুর উদ্ভব?
কে এল অপরিচিতা বারেক পরখি'
মিলাইল সমস্যায় স্মৃতিমাত্র রাখি'?
ঘটনার ঘনবিবর্ত্তনে,—
শরতের মেঘ যথা মেদুর গগণে,—
নরনাথ চিন্তায় কাতর!
নিরুপায় দেখি' অতঃপর,

কহিলা সে পুরোহিতে রহিতে সন্ধানে।
বিস্মিত দুষ্মন্ত রাজা রহে মূঢ় মনে।

রাজ-শ্যাল রাজ-পাশে ত্বরা আসি' দেখায় অঙ্গুরী!
কহে: "হে অবনী-পাল? ধীবর জনেক করি' চুরি
লয়েছিল এ ভূষণ! আসিয়াছে বিক্রয়াভিলাষে,
রাজধানী-হাটে! সন্ধানিয়া আনিয়াছি তব পাশে!
এবে যে আদেশ হয় মাগি তাহা, চোরের উপরে।"
এত কহি,' রাজ-শ্যাল দেখাইল অঙ্গুরী রাজারে।
দুষ্মন্ত ভূপাল যেই হেরে সেই রতন-অঙ্গুরী,
উঠিলা চমকি যেন তড়িতের পরশে শিহরি'।
অভিজ্ঞান ছিল তাহা, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত-প্রীতির,
তার দরশন খুলি' দিল দ্বার রাজার স্মৃতির।
যেন কত কুজ্ঝটিকা জমেছিল মানস নয়নে,—
অসহ্য পীড়নে তারে মুহ্যমান রাখি' অকারণে,—
সমুজ্জ্বল রবিকরে হ'ল তাহা সহসা বিলীন।
অতীতের স্মৃতি-ধারা এল ধেয়ে তরঙ্গে রঙীন!
বিস্মৃতির গুহা-মাঝে ছিলো যাহা লুকানো রতন,
সহসা প্রকাশ পেল ঝক্‌ঝকি বিকাশি' কিরণ!
শকুন্তলা-প্রীতিকথা স্মৃতি-পথে উপজিল আসি'!
ব্যথিল মানস, স্মরি' তার প্রতি অবিচার রাশি!
ভাবে রাজা: কি নির্দ্দয় হইয়াছি প্রেয়সী উপরি?
যে ছিল মানস-বাঞ্ছা, তারে কেন যাইনু বিস্মরি'?
যার তরে একদিন প্রাণ ফেলে দীরঘ নিঃশ্বাস,
হাতে পেয়ে তারে, পায়ে ঠেলি' কেন আনিনু বিনাশ?
এ কোন্ মায়ার খেলা? যাদুকর কোন্ দুরাশয়,
এতদিন মনে মম সুগহনে করিয়া আশয়,
চুরি করি' রেখেছিল স্মৃতি মোর নিতান্ত নিঠুর,

করিল জীবন-অন্ত বৃন্ত ভাঙ্গি' এ দীন তরুর ?
একি অপরূপ লীলা অদৃষ্টের অদৃষ্ট ধারায় ?
অশিষ্ট ছলনে কেন নষ্ট করে অতুষ্ট জনায় ?
আজি এ অঙ্গুরী হেরি' সহসা যে স্মৃতির দুয়ার
খুলে গেল শত শত দুর্নিবার বন্যার আকার !
হায় শকুন্তলে সতি ? দুষ্মন্তেরে করি প্রীতিদান
করেছিলে মহাভুল ! তা না হ'লে এই অপমান
সহিতে কি হয় তব ? হায় প্রিয়ে তুচ্ছা নারী সম,
শিরোদেশ হ'তে বিদলিতা হইলে বিষম
অকৃতজ্ঞ অসুর-চরণে ! সুর-সেব্য পারিজাত ?
রহিতে নন্দন-বনে বন্দনীয়া বিবুধ-সনাথ !
এইরূপে বিলপিলা দুষ্মন্ত নৃপতি নিজমনে
কতক্ষণ ! দেখি' তাঁরে রাজ-শ্যাল পরমাদ গণে !
মনে মনে বলে : একি ! আপন ভূষণ অপহৃত,
লভি' তাহা মোর পাশে নহে কেন নৃপ হরষিত ?
কেন অশ্রু মুক্তা-সম হ'ল ব্যক্ত নয়নের কোণে ?
তিক্ত কভু হয় তাহা, অনুরক্ত যাহে সর্ব্বজনে ?
অবোধ্য রাজ-চরিত্র ! সূত্র যাহা চিত্ত-বিনোদনে,
আজি তাহা পিণ্ড সম পীড়ে নৃপবরে কি কারণে ?
অবশ্য মম অজ্ঞাত আছে কোনও গূঢ় ইতিহাস,
অঙ্গুরীর তলদেশে ! নহে, কেন বহে দীর্ঘশ্বাস
নৃপতির ? যাহা হ'ক জিজ্ঞাসি, সে পামর ধীবরে
কোন্ শাস্তি করিব বিধান ! বেত্রে কিংবা কারাগারে ?
অথবা ঢালিয়া তক্র তস্করের মুণ্ডিত মস্তকে,
চতুষ্পথে শূলে দিয়া দণ্ডদান করিব তাহাকে,
সাধারণ বিধিমতে ?"

রাজশ্যাল সুধায় রাজারে
"কিবা দণ্ড আজ্ঞা হয় ?"

কহে রাজা মুখ তুলি' তারে,
"সুনিপুণ কর্ম্মচারি ? মর্ম্মে পশে কৃতিত্ব তোমার !

কিন্তু এই ধীবরেরে শাস্তি ছাড়ি' দাও পুরস্কার।
বিস্মিত হয়োনা বন্ধু! মিলাইল সন্ধান যাহার,
অন্ধেরে নয়ন দিল, ফিরাইল পরাণ আমার।
যে রতন এতদিন ছিল লুপ্ত মনের কন্দরে,
প্রকাশিল এ ধীবর,—দীপ যথা ঘন অন্ধকারে
প্রকাশে সন্ধান!"

ডাকি' তবে রাজা সূক্ষ্ম সুবিচারে
কোষাধ্যক্ষে, আদেশিলা বহু অর্থ দিতে সে ধীবরে!
চলি' গেল রাজ-শ্যাল অতঃপর। হইল নির্জ্জন।
আপন দুষ্কৃত ভাবি' রাজা করে অশ্রু বিসর্জ্জন!

অষ্টম সর্গ

অপ্সরা মেনকা হেথা স্বর্গ-পুরে নিসর্গ-কোমলা
সুচিন্তিতা শকুন্তলা তরে! কহে গিয়া সুরবালা
সানুমতী সখীজনে ঃ—লো সখি? নিরখি মম সুতা
বড়ই কাতরা হায়! তার তরে হয়েছি চিন্তিতা!
করো কোনও সদুপায়। ধরাপতি দুষ্মন্ত রাজনে
বিবাহ করিল বালা আশ্রমেতে গন্ধর্ব্ব-বিধানে।
কিন্তু হায়। দুর্ব্বাসার শাপে রাজা না করে স্মরণ;
নিজ হ'তে গেলে, রাজা করিলনা স্বপুরে গ্রহণ।
কাঁদিল বড়ই বাছা, অভিমানে ডাকিল আমারে!
থাকিতে কি পারি সই, না আনিয়া স্বপাশে তাহারে?
তাই আনিলাম তারে, রাখিলাম নিকট আশ্রমে!
কিন্তু হায়! পুষ্প-লতা তুলিলে কি রহে তা আরামে
ভূমি হ'তে, ধাতব কলশ মাঝে? মীনে যদি রাখো
জল হ'তে স্থলে তুলি', কে রোধিবে জীবন-বিপাক?
শকুন্তলা আজি তাই পতির বিরহে সকাতরা;

চাহে না'ক মাতৃ-ক্রোড়, চাহেনা'ক সুখের অমরা,
চাহে শুধু দুষ্মন্তেরে ! মিলনের করগো উপায় !
নহে বুঝি বাছা মোর বিরহেতে জীবন হারায়,
আমরা থাকিতে !"

শুনি' শকুন্তলা-বিরহ-কাহিনী
সানুমতী সাতিশয় হইলা হৃদয়ে বিষাদিনী।
কহে তবে মেনকারে : (উপবনে যেন পিকরবে
পাপিয়া উত্তর দেয় বসন্তের অনন্ত উৎসবে !)
"কি যে ব্যথা হৃদয়ের সব তন্ত্রী দিল আজি ছিঁড়ি,'
কি আর কহিব সখি ! সত্য বটে মোরা স্বর্গ-নারী
দেবরাজ-সভা মাঝে নাচি গাহি বিলাই উৎসব !
কিন্তু তবু স্নেহময়ী জননীর করুণা-উদ্ভব,
কে না রাখে মনোবৃত্তি, দেবী কিম্বা হউক মানবী !
ভেঙ্গে গেল হৃদি মোর শকুন্তলা-পরিতাপ ভাবি'।
যাহা হোক্, যাই আমি ধরাধামে প্রতীকার আশে,
দেখি সেথা দুষ্মন্তের ভ্রান্তি-হত মানস-আকাশে
কোন্ তারা সমুজ্জ্বল ? তাহা বুঝি' করিব উপায় !"
এত কহি' সানুমতী সখী-পাশে লইলা বিদায়,
যমুনা জাহ্নবী ছাড়ি' ভিন্নপথ ধরি' যথা যায়।

ধরাধামে অবতরি' আসে দেবী হস্তিনা নগরী !
চারিদিকে দেখি' শোভা তৃপ্তা হ'ল অমর-সুন্দরী !
ইন্দ্রপুরী সম শোভে প্রাসাদের শত শত শ্রেণী !
সীমান্তে কানন-বীথি, সীমন্তিনী এলাইয়া বেণী।
সেথা পারিজাত-গন্ধে গন্ধবহ হয় প্রবাহিত !
রাজপথ হয় সিক্ত কর্পূর-আসবে অবিরত !
কোথাও স্ফটিক-ময় পথিকের বিশ্রাম-আসন,
রহে শুভ্র সুনির্ম্মল বারি-পূর্ণ বাপী অগণন।
কোথায়ও বিপণি শ্রেণী,তারা-পঙ্‌ক্তি যেমতি আকাশে।
কোথায়ও উৎসব চলে সঙ্গীতে, ভঙ্গিতে, পরিবেশে !

প্রাসাদের বাতায়নে শোভে কতো মুখশশধর ;
নভে শশী অঙ্ক-যুত, অঙ্ক-হীন হেথা মনোহর !
চন্দ্রের ভিতরে চন্দ্র আঁখি-রাজি বিতরে কৌমুদী
মুগ্ধ পথিকের চ'খে, হৃদয়ের বাসনা আমোদি'।
তুরগ তুরগ-পৃষ্ঠে সুগঠন ভ্রমে যুবজন,
রাজ-পথে, বিলাসিনী যুবতী জনের হরি' মন।
তিরস্করণী বিদ্যা প্রযোজিয়া অপ্সরা সুন্দরী
প্রবেশিল, প্রহরী দলের স্থূল আঁখি পরিহরি'
রাজ-প্রাসাদের মাঝে, যেথা রহে মাধবী-মণ্ডপে
মণি-শিলা রত্নাসনে, প্রিয়া-চিত্র রাখিয়া সমীপে
মহারাজ দুষ্মন্ত আসীন।

সখা বিদূষক, পাশে
দাঁড়াইয়া, সে চিত্রের ইতিবৃত্ত কৌতুকে জিজ্ঞাসে।
লতাকুঞ্জ-অন্তরালে সানুমতী রহিয়া গোপনে
শুনিতে লাগিল তবে রাজ-কথা বয়স্যের সনে
নিভৃতে ! নৃপতি কহে শকুন্তলা-কাহিনী বিষাদে,
বিরহের তীব্র শিখা সমুচ্ছ্বাসি' প্রতি পদে পদে !
সমাপিয়া সব কথা শকুন্তলা সনে প্রণয়ের,
জিজ্ঞাসে সখারে রাজা : "সব কথা মম হৃদয়ের
তোমারে তো বলেছিনু উপবনে,—তবে কি কারণে
বিদায়ের কালে তুমি আনিলেনা আমার স্মরণে
প্রিয়তমা-শকুন্তলা-কথা ?" সখা কহে "বলি' সব,
কহিলে আমারে তুমি, "শকুন্তলা কল্পনা-কৈতব !
ঋষি-কন্যা সনে কভু রাজাদের প্রণয় সম্ভবে ?'
একারণে আমি তারে উড়াইনু পরিহাস ভেবে !
কি করি' জানিব সখে, এ গাছের এতদূর মূল
চলিয়া গিয়াছে নীচে ? দেখি আজি, বরটার হুল
মদন ফুটায়ে দেছে, সুকোমল পেয়ে তব মন !
এ হুল তুলিয়া ফেলো, নহে হবে মহা বিষ-ব্রণ,
তার চেয়ে ক্ষীর সরে ফিরাইয়া আনো তব মন,—

বাঁচিবে সহস্র বর্ষ।"

শুনি' রাজা মুমূর্ষুর হাঁসি
হাঁসিল নিতান্ত ক্লেশে! কহে শেষেঃ পূর্ণিমার শশী
নহে কেন অস্তমিত হবে মোর জীবন-আকাশে
বিরহের অমাবস্যা আনি'? কি ভুল করেছি শেষে,
অলীক ব্যাপার রূপে আখ্যানিয়া তোমার সম্মুখে।
আজি করি প্রায়শ্চিত্ত তার। মন ঘোরে প্রিয়া-লোকে
স্বপনের কুটীরে কুটীরে! জেনো শকুন্তলা বিনা
এ জীবনে শান্তি নাই! প্রাণ মোর হয়েছে উন্মনা,
স্বরগে পাতালে কিম্বা শূন্য দেশে ধরিতে প্রিয়ারে।
যেথা পাই, সেথা হ'তে ফিরাইয়া আনিব তাহারে!
এর তরে মৃত্যু পণ!"

বাষ্পভরে হ'ল কণ্ঠরোধ।
অশান্ত হইল নৃপ শোকে যথা বালক অবোধ।
যেই চিত্রখানি ছিল এতক্ষণ রাজার পারশে,
তুলি' তাহা বিদূষক দেখে বহু কৌতুক হরষে।
কিছুক্ষণে শান্ত হ'লে নৃপতির শোকের প্রবাহ,
জিজ্ঞাসিল বিদূষক: "এই প্রতিকৃতি মাঝে কহ,
কেবা সে দয়িতা তব?...আমি দেখি তিনটি কামিনী
চিত্রিতা হেথায়,—তপস্বিনী কিন্তু বিশ্ব-বিমোহিনী
এ তিনের কেবা তিনি,—খাদ্য মাঝে মোদক-সদৃশা?"
সানুমতী অদৃশ্যা রহিয়া ভাবে: "দৃষ্টি এর ভাসা।
নহে, এ তিনের মাঝে চিনে না'ক শকুন্তলা কেবা।
পিত্তলের মাঝে কেবা চিনে না'ক কাঞ্চনের প্রভা?"
বিদূষক-প্রশ্ন শুনি' কহিলেন রাজা হাঁসি': সখে?
কহো তব অনুমান!

বিদূষক নিপুণে নিরখে
চিত্রখানি আরবার! কহে পরে, "হাঁ, হাঁ, যে ব্রাহ্মণ
খাদ্য দেখি' চিনে লয় কিবা মিষ্ট কিবা অতর্পণ,—
যজমান দেখি' চিনে দক্ষিণায় কে হবে সক্ষম,

সে কখনও প্রিয়জনে চিনিবারে হয় কি অক্ষম ?
যে বস্তুতে মক্ষিগণ সাক্ষ্য দেয় বক্ষঃ পরি বসি,'
তাহা মিষ্ট,—বুদ্ধি-গত সূক্ষ্ম এই লক্ষণে বিশ্বাসি'
এখনই ধরিয়া দিব, এর মাঝে কেবা শকুন্তলা !
রসাল তরুর তলে যে রসিকা দাঁড়ায়ে বিকলা,
লজ্জায় তোমারে হেরি'—ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু স্বেদ,
বোধহয় তরু-সেকে, মুখ-অরবিন্দ কহে খেদ,
সে তরুণী প্রিয়া তব, সুনিশ্চয় কান্তা শকুন্তলা !"
পরিতোষে রাজা কহে : বাখানি হে নির্ণয়ের কলা !
সত্য তব অনুমান !···আরও দেখো, আছে চিহ্ন হেথা !
চিত্রিত কপোল-খানি জানাইছে মম মনো-ব্যথা !
মম আঁখি হতে ঝরা অশ্রুজলে স্ফীত চিত্র-রেখা
চিনাইয়া দেয় মোর প্রেয়সীরে বাষ্প-জলে আঁকা !
এত কহি' নরপতি শকুন্তলা-স্মৃতির মন্দিরে
পুনঃ অশ্রু-অর্ঘ্য দিলা,—অবিরল আঁখি দুটি ঝরে !
নাসিকার মুক্তদ্বারে দীর্ঘ-শ্বাস কতো বহে যায় !
ব্যাকুল ধিক্কার কতো হৃদয়ের শিশিরে ভিজায় !

বিদূষক দেখি' তাহা কহে পুনঃ—"একি দুর্ব্বলতা,
মহারাজ ? মহতের নারী তরে একি এ মমতা ?
আমি পারি দশবর্ষ কাটাইতে ব্রাহ্মণী বিহনে,—
যদিও একটি রাত্রি কাটে না'ক অন্ন-অনশনে !
চিন্তিত হয়োনা সখে ? শকুন্তলা অবশ্য মিলিবে,
পুষ্প ছাড়ি' মধুলিহ কতক্ষণ বায়ুতে উড়িবে ?
মোদক কি রসনা-বিরহে কভু রহে বহুক্ষণ ?
আপনিই ব্যস্ত হয়ে কষ্ট পায়, শুন এ বচন !
বিশেষ প্রেমের ক্ষুধা রহে যদি হইয়া ঘটক,
রসনার ক্রোড় মাঝে ছুটে আসি' পড়িবে মোদক !
যদি সে তপস্বী-কন্যা পেয়ে থাকে তোমার আস্বাদ,
(রসকরা-ঘ্রাণে যথা মত্ত হয় দ্বিজ পূজ্য-পাদ,)

প্রমত্তা হইয়া সখী অতি-ত্বরা আসিবে সন্ধানে!
(মশক কি ভঙ্গ দেয় মানুষের দেহ-রক্ত পানে,
একবার হইয়া তাড়িত?)—সুনিশ্চয় শকুন্তলা
তোমা সম পতি-ধনে ভেটিবারে হয়েছে উতলা,
পুনরায় এতদিনে! ধরো ধৈর্য্য, আসিবে নিশ্চয়!
পুষ্প-ধনু নারীরেও বাণ-ক্ষত করে, সদাশয়!"

নৃপবর বহুক্ষণ মগ্ন রহি' শোকের সাগরে
তুলিলেন শির নিজ, কহিলেন বামে কিঙ্করীরে,
(করঙ্ক-বাহিনী এক, রাজ-পাশে রহিত নিয়ত
পুরাকালে!):—"চতুরিকে? চিত্রণের উপাদান যত
করহ প্রদান মোরে, অন্তঃপুর হ'তে ত্বরা আনি!"
চলি' গেল চেটী চঞ্চলিয়া! কহে বিদূষক বাণী:—
"প্রিয়া-চিত্র সম্পুর্ণ তোমার পটে! কি আঁকিবে আর?"
কহে রাজা: "স্থান কাল আঁকি নাই চিত্রেতে প্রিয়ার!
সেগুলি আঁকিয়া দিব, পুষ্পে যথা কিশলয় দল,
বিভূতির মত তাহা প্রিয়ারে করিবে সমুজ্জ্বল।
প্রিয়ার পশ্চাতে নদী বহমানা আঁকিব মালিনী,
হংসের মিথুন র'বে তটদেশে করি' কাণাকাণি।
দূরে হিমাচল রহে নির্ব্বিকার যোগীর মতন,
আকাশে বসিয়া দেখে, সংসারের জালের বনন।
সানুদেশে মৃগী করে মৃগ-বঁধু-কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন,
মাতঙ্গ মাতঙ্গী সনে করে সুখে শুণ্ড-আলাপন।
এই পরিস্থিতি-মাঝে র'বে মম প্রকৃতির রাণী!
প্রীতি যেন মূর্ত্তিমতী পূত করে বিশাল অবনী!"
হাসি' কহে বিদূষক:
"এসবের আছে প্রয়োজন!
প্রচুর ব্যঞ্জন বিনা অ-রঞ্জন ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ব্রাহ্মণীর চিত্র যথা অশোভন বিনা শাঁখা সাড়ি,
বাম করে সম্মার্জ্জনী, ডান হস্তে মোদকের হাঁড়ি।

ক্ষত্রিয়ার চিত্র যথা বিনা অশ্ব, বাম করে অসি !
প্রেমিকের চিত্র, বিনা বাঁকা চোখ, মিটি মিটি হাঁসি।
নগরের চিত্র যথা অসম্পূর্ণ মেঠাই-বিহীন,
জঞ্জাল ও পুঁথি ছাড়া বিপ্র-গৃহ-চিত্র যথা দীন।
বারাঙ্গনা-গৃহ যথা বাদ্যযন্ত্র, সুরা বিনা কটু ;
অধ্যাপনা-গৃহ যথা প্রাণ-হীন বিনা দুষ্ট বটু !
গুম্ফ-হীন যথা নর, লম্ফ-হীন অথবা বানর,
দন্ত-হীন বঙ্গবাসী, কম্পহীন যথা পালা-জ্বর।
চম্পাহীন পুষ্পবন, সম্ভার-বিহীন ব্যঞ্জনাদি,
অম্বুধি-বিহীন পৃথ্বী, অম্বোহীন মেঘ বজ্রনাদী,
চক্ষুহীন যথা শিল্পী, বক্ষোহীন সন্তান-জননী,
কক্ষ-হীন বাস-গৃহ, পক্ষ-হীন আকাশ-চারিণী,
তেমতি প্রকৃতি-চিত্র বিনা চিত্র প্রেয়সীর তব,
প্রাণহীন হবে, কলা-সুষমার হারাবে গৌরব।
অতএব মহারাজ ! প্রাণ দাও নির্জীব ছবিরে ;
আমারে যে প্রাণ দিবে, ততক্ষণ আমি সেবি তারে।
(অর্থাৎ মোদক খাই !)— মনে মনে হয়োনা দুঃখিত,
ব্রাহ্মণ-ভোজন পুণ্যে, শকুন্তলা মিলিবে ত্বরিত।"

কিছুক্ষণ পরে চেটী চতুরিকা আসে দড়বড়ি,'
কহে "মহারাজ ? আমি চেটী মাত্র, কি উপায় করি ?
দ্রুতগতি ফিরি যবে তুলিকা ও মসীভাণ্ড লয়ে,—
(হায় রে কপাল !) রাণী বসুমতী মোর দেখা পেয়ে
তাড়িলেন রোষে মোরে, কাড়িলেন চিত্র-উপাদান,
করিলেন তিরস্কার,— আমি না'কি সভায় প্রধান
শকুন্তলা-ঘটনায়।"

শুনি' তার কথা, বিদূষক
শুষ্ক-তালু আশঙ্কায় ! কণ্ঠ-পথে আটকে মোদক !
কাশিতে কাশিতে কহে : "চতুরিকে ? কেমনে মুকতি
পাইলে যমের হাতে ?"

"যোগালেন বিধি যে যুকতি"—
কহে চেটী,—"তাহাতে এ দেহ মম আসিল হেথায় !
ভাগ্যবলে, মহারাণী-বস্ত্রাঞ্চল কুসুম-শাখায়
হ'ল লগ্ন, তাই তিনি তাড়নায় হলেন বিরতা !
সে সুযোগ দেখি' আমি পলাইনু হইয়া মুকতা !"
কহে তবে রাজ-সখা :
"ভাগ্যবলে ফিরে পেলে প্রাণ !
নহে তব দেহ হ'তো পিণ্ডীকৃত খর্জ্জুর-সমান !"
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনি' আখ্যায়িকা চতুরিকা-মুখে
হলেন চিন্তিত বুঝি মহারাণী আসেন এ দিকে !
তাঁর কাছে ধরা পড়া পতি-ধর্ম্মে না হয় উচিত !
উদ্‌গ্রীব হলেন তিনি এর কিছু করিতে বিহিত।
অন্য পন্থা নাহি দেখি' কহিলেন সখা বিদূষকে
"শকুন্তলা-ছবি লয়ে, পলাইয়া যাও কোন দিকে !"
উত্তরিল বিদূষক : ছবি-রক্ষা যত না হউক,
প্রাণ-রক্ষা করি মম, ব্যাধ-বাণে যেমতি ডাহুক !
আমায় জানেন রাণী ভূপতির প্রণয়ের কবি !—
সমস্ত নষ্টের মূল ! অতএব হইয়া ভৈরবী—
হয় ভস্ম করিবেন নয়ন-অনলে দেহ মোর,
না হয় কঙ্কণাঘাতে শঙ্কনীয় হবে প্রাণ-ডোর।"
এত কহি' বিদূষক থরহরি কম্পনের মাঝে
ছবি লয়ে চলে গেল লম্ফ দিয়ে পলায়ন-ব্যাজে !—
বলি' গেল নৃপতিরে "চলিলাম উচ্চ চিল-ঘরে,
প্রয়োজন হয় যদি, সেথা হ'তে ডাকিও আমারে !"

বিদূষক গেলে চলি' রাজপাশে আসে প্রতিহারী,
কহে তাঁরে,—"মহারাজ ? ধনপতি সমুদ্র-বিহারী
বণিক হারা'ল প্রাণ মহার্ণবে ঝঞ্ঝাবাতাতুর,—
অমাত্য জানান, তাঁর পুত্র নাই, সম্পত্তি প্রচুর !
এবে যা আদেশ হয়, কহ দেব, তাঁহারে জানাই !"

কহিলেন মহীপতি দুঃখ-মতি,—"যদি পুত্র নাই,
ত্বরিতে সম্বাদ যেন লওয়া হয় কোনও ভার্য্যা তার
(বহু পত্নী ধনবান্ বণিকের থাকাই আচার !)
সন্তান-সম্ভবা কিনা !"
প্রতিহারী কহে যোড়-পাণি,—
"আসন্ন-প্রসবা আছে শেঠ-সুতা জনৈকা কামিনী !"
প্রত্যুত্তরে রাজা কহে : "কহো তবে অমাত্য-প্রবরে
'যতদিন সে ভামিনী না হ'ন প্রসূতা,— অ-বিচারে
ততদিন প্রতীক্ষিতে হইবে রাজার। অতঃপর
পুত্র হ'লে,—সেই পুত্রে উত্তরিবে বিভব বিস্তর
পৈত্রিক নিয়মে ! যদি কন্যা হয়, তবে রাজ-গামী
উত্তরাধিকারী-হীন বণিকের পণ্য কিম্বা ভূমি,—
রাজ-পাল্য পত্নীগণ, সুতা !" 'যথা আজ্ঞা !' কহে দূতী !
রাজা সুধালেন : "পথে দেখিলে কি রাণী বসুমতী
উদ্যতা আসিতে হেথা ?"—"দেখিলাম আগমনপরা !
আমারে হেরিয়া কিন্তু রাজ-কাজে বিশেষ তৎপরা,
ফিরিলেন বুদ্ধিমতী !"
ফেলি' তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস,
বণিকের কথা ভাবি' রাজা পুনঃ হন হতাশ্বাস
আপন ভবিষ্য ভাবি' ! হায় ! তিনি ও তো নিঃসন্তান।
একদিন তাঁহারো শমন তাঁর লইবে পরাণ !
পিতৃ-পিতামহে তবে কে অর্পিবে তর্পণ সলিল,—
আত্মা তাঁর খুলিবে যখন নিজ পিঞ্জরের খিল ?
এত ভাবি' মুহ্যমান অতিশয় হলেন ভূপতি !
ভাবেন কেমনে হবে পরলোক-বাসীদের গতি।
"রে অবোধ আত্মমানিন্ ?" কহে রাজা আপনার মনে
"যেই শাখা-পরে বসি,' সেই শাখা কাটিলি কেমনে ?
বহু পাপে হ'লি তুই নিঃসন্তান, কুলের কুঠার !
তোর হ'তে দেখি আজি পুরুবংশ হইল সংহার !
সাধ্বী সতী নারীজনে সঙ্গোপনে করি' পরিণয়,—

সন্তান-সম্ভব কালে, লোক মাঝে সাজি' সদাশয়,
অস্বীকার করিলি তাহারে ? পুত্র-ঘাতকের পাপে
প্রায়শ্চিত্ত হবে ঘোর,—দহিবি রে পিতৃ-অভিশাপে !
স্বর্গগত পিতৃগণ তৃষাতুর র'বে চিরকাল !
ঐহিক জীবন তোর নিঃসন্তান, হইবে জঞ্জাল !
কি দুষ্কৃতি করিলি রে মহাপাপি পুরু-কুলাঙ্গার,
বিতাড়িয়া পুণ্যময়ী কণ্ব-দুহিতারে, দুরাচার,
আচরিয়া প্রবঞ্চনা ?"

এ চিন্তায় নিতান্ত কাতর
রাজা শকুন্তলা তরে ! আঁখি দ্বয় ঝরে ঝর ঝর !
অবসাদে দেহ মন নিশ্চল, নিথর, বীর্য্যহীন,
রোগী যথা দুষ্ট-রোগ-পরিণামে পক্ষাঘাতাধীন,
না রাখে শকতি নিজ !

কণ্ঠ-স্বর বেদনা-কাতর
সহসা উঠিল পুরী-ছাদ হ'তে :—"কে দুষ্ট পামর
অবধ্য ব্রাহ্মণে বধে ? রক্ষা করো আর্ত্তের রক্ষক ?
অদৃশ্য দানব এক এ দীনের হ'ল সংহারক !
রক্ষা করো মহারাজ !"

শুনি' সেই আর্ত্তের নিনাদ,
বুঝিলেন রাজা তাঁর সখার এ ঘোর পরমাদ !
দড়বড়ি' উঠি' তবে মহারোষে ক্ষত্রিয় রাজন,
অবসাদ বিমোচিয়া, কহিলেন করি' আস্ফালন :—
"কে আছ রে ? আনো ধনুঃ, দাও শর, লইব পরাণ
দুষ্কৃত-কারীর এবে, মোর হস্তে নাহি তার ত্রাণ !"
আজ্ঞা শুনি' ধনুঃ শর প্রতীহারী আনিল নিমেষে !
ধনুতে টঙ্কার বাজা টানিলেন অশনি-নির্ঘোষে !
শব্দভেদী বাণ রাজা যুজিলেন ; অদৃশ্য অরাতি
হত হয় যাহে, কিম্বা মায়াবী বা লভে শেষ-গতি !
বিষম গর্জ্জনে টানে শরাসন মহাবীর্য্য রাজা,
হেন কালে উদিলেন ইন্দ্রের সারথি মহাতেজা !

(মাতলি তাঁহার নাম,) রাজার সমীপে যোড়পাণি,
বিদূষকে ধরি' করে, সবিনয়ে কহিলেন বাণী—
"মহারাজ ? রাখো রাখো শর তব চির রিপুজয়ী !
দাস নহে বধ্য তব, এর তরে দেবরাজ দায়ী !"
মাতলিরে হেরি' রাজা, রাখি' শর, কহিলা সলাজে
"স্বাগত হে শচীপতি-সারথি ? কি গুরুতর কাজে
আজি হেথা আগমন ?"
বিদূষক শুনি' সম্ভাষণ
মহাক্ষোভে কহে : সখে ? আজি দেখি একি আচরণ ?
একটি নিমেষ আগে যে আমারে বধে মুষ্ট্যাঘাতে,
তুষ্ট তুমি তার প্রতি ? অপমান আমারে এমতে ?"
মাতলি কহিলা তবে : "ক্ষমা করো উদার ব্রাহ্মণ !
উত্তেজিতে রাজ-বীর্য্য করিয়াছি অকার্য্য এমন !
আসিয়া দেখিনু পুরে, মহারাজ অতীব কাতর,
(না জানি কিসের লাগি !) বীর্যহীন যেন অজগর !
তাই তাঁর ক্ষাত্র-তেজ পুনঃ দেহে করিতে জাগ্রত,
করেছিনু এ কৌশল ! জানি বিপ্র চির ক্ষমা-ব্রত !
বিপন্ন অমর-মান্য ইন্দ্রদেব অধন্য স্বরগে,—
দানব-রাজের সৈন্য অবসন্ন করেছে সংযুগে।
তার প্রতিকার হেতু আসিয়াছি সহায়-ভিক্ষায়,
মহীপতি দুষ্মন্তের ক্ষাত্র-বীর্য্য অমরা-রক্ষায়
চিরদিন সুবিদিত। ইন্দ্র-সখা হস্তিনা-নৃপতি।
দানব-বিপদ-কালে ধরাপতি শচীপতি-গতি !
এনেছি পুষ্পক-রথ মহারাজ ! কৃপাকরি' এবে
চলুন ত্বরায় নৃপ ! দৈত্যচমূ-চূর্ণিত ত্রিদিবে !"

শুনি' মাতলির কথা, মহারাজ দুষ্মন্ত তখন
কহিলেন : হে মাতলি ? চিরসখা মঘবা যখন
বিপন্ন দানব-ক্ষুণ্ণ, অবশ্যই যাইব সহায়ে।
পবন বিরত কবে যোগদিতে, মেঘের উদয়ে ?

এত বলি' মহারাজ দুষ্মন্ত উঠিলা গরজিয়া,
শরাসন-তূণ লয়ে চলিলেন রথ আরোহিয়া।

-০:*:০—

নবম সর্গ

মহারাজ দুষ্মন্ত যে শুধু নারী-প্রেম
করি' কাটাতেন দিন, যৌবন-বিলাসে,—
দ্যূত-ক্রীড়া, ছবি-আঁকা, রৌপ্য আর হেম
লয়ে গঠিতেন বায়ু জীবন-নিঃশ্বাসে,—
তাহা নহে, সাথে সাথে প্রজাদের ক্ষেম,
দানব-নিধন, ক্ষাত্র-বীর্য্যের প্রকাশে,
ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ প্রধান।
আর্য্যদের সব্বগুণ ছিল তাঁর দেহে বিদ্যমান।

২

দেবরাজ শচীপতি তাহারই কারণে
দানব-দলন-কার্য্যে পাইতে সহায়,—
নিমন্ত্রণ করি আনি' দুষ্মন্ত রাজনে,
স্বর্গপুরে, যুঝিলেন বীরত্ব-বন্যায়
দুষ্ট দৈত্যদল সাথে নানাবিধ রণে!
শকুন্তলা-প্রেম-মত্ত যুঝে নর-রায়
ত্যজি' নিজ অবসাদ প্রিয়ার বিরহ!
আয়স অনলে গলে, অন্য কালে বাঁধে করি-দেহ

৩

ক্ষত্রবীর দুষ্মন্তের অমিত বিক্রম,
তার সনে বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের অশনি,

দুর্জ্জয় দানবে দিল দলন বিষম,
আনিল ত্রিদিব ধামে রণ-জয়-ধ্বনি।
বীর-প্রিয়া সুরনারী মদন-সরম
ফুটায়ে কপোল দেশে, তৃষিত চাহনি
চাহিল দুষ্মন্ত পানে বীর-প্রশংসায়!
দেবরাজ পারিজাত-মালা লয়ে পরা'ন গলায়।

৪

সারথিরে ডাকি' কহে ত্রিদিবাধিপতি :—
"মাতলি ? মিতালি লভি' ধরাপতি সনে
ধন্য হ'নু! যাও লয়ে তাঁরে আশু-গতি
আরোহি' পুষ্পক-রথে আপন ভবনে!
পথ মাঝে যদি তাঁর হয় কভু মতি
হেরিতে কোনও দৃশ্য, লইও সেখানে!
সাধো তাঁর পরিতোষ। স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে
তুষো তাঁরে আজ্ঞামত, বিধিজ্ঞ সারথি!
দেখো যেন পথ-ক্লেশ নাহি পা'ন ধরাপতি রথী।"

৫

আজ্ঞা পেয়ে বিজ্ঞ তবে সারথি মাতলি
লইয়া পুষ্পক রথ পুষ্প-সুশোভিত,
আরোপিয়া দুষ্মন্তেরে, মেঘ-পথ ঠেলি'
চলিলা ধরার পানে। ঈর্ষায় পীড়িত
সেই রথ-দীপ্তি হেরি' জলদে বিজলি
লুকাইল নিজমুখ! বজ্র লজ্জা-হত
হেরি' সে নীরব শক্তি সরগ-রথের!
নয়নের তারা ঢাকে তারাদল চৌদিকে পথের!

৬

রথ হ'তে হেরে রাজা, নীচে ধরারাণী
বিছায়ে অঞ্চল নিজ নিদ্রায় মগনা!
যেন তলে নীলকান্ত মণি একখানি

পড়িয়া রয়েছে ! যেন শুধু অণু-কণা
বিরাট এ জগতের শোভে সুশোভিনী !
ক্রমে যত নামে রথ, হেরে কান্তি নানা !
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ক্রমে ক্ষুদ্র হয় !
ধরণীর বিপুলতা বাড়ে ক্রমে, জাগায় বিস্ময় !

৭

মনে হ'ল, উচ্চ যত মহীধ্র-শিখর,
—ছিল যারা ধরণীর সনে সমতল,—
সে সকল হ'তে নামে ধরা-কলেবর,
—নামে যথা শিলাখণ্ড সবেগে চপল !—
লুকাইয়া ছিল তরু পল্লব-ভিতর,
ক্রমে তোলে নিজশির ! অম্বুধি সকল
ক্রমে হয় সুপ্রকাশ, তরঙ্গের মালা
দেখা যায় ক্রমে ক্রমে, রঙ্গমঞ্চে যথা নৃত্য-শীলা !

৮

বায়ু-পথে হেরে রাজা, সান্ধ্য-মেঘোপম
শৈলেন্দ্র-শিখর এক আকাশের গায় !
দিগ্‌বালা বধূ যেন সধবা-ধরম
সাধিছে সিন্দুর-টীপে শোভি' সিঁথি-কায় !
অথবা নন্দন-বনে জ্বলেছে বিষম
দাবানল, তার বুঝি রক্তিম আভায়
বিম্বিত আকাশ-পথ ! কিন্তু কি রুচির !
হেরে রাজা সবিস্ময়ে, পরিতোষে রাখি' আঁখি স্থির !

৯

'হেমকূট শৈল উহা !' কহিলা মাতলি,
"সেথায় ব্রহ্মর্ষিদল তপস্যা-নিরত
করেন বসতি ! ফুটে কুসুমের কলি,
সংযমের মাঝে রাখি' সম্ভোগ নিয়ত !
নাচে কিন্নরীর দল ইন্দ্রিয়েরে ছলি,'
কিন্তু ভগ্ন নাহি হয় কভু তপোব্রত !

সেথা রহে ভোগ কিন্তু নাহিক পিপাসা !
সম্ভোগের অগ্নি আছে কিন্তু নাহি ধূমের কুয়াসা !

১০

'ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ সেথা রচিলা আশ্রম !
তপোরত ছিলা যবে এই মহামুনি,
রচিল বিহগ দল করি মহাভ্রম
জটাজালে নীড়-রাজি ! রাখে যত ফণী
ত্যক্ত ত্বক্ বক্ষ'পরি ! বল্মীকে বিষম
সমাবৃত হ'ল দেহ ! রুদ্ধ পরাণী
করেছিল লতা জাল কণ্ঠ-বিজড়িত !
শ্বাসহীন প্রাণ-বায়ু তপস্যার কুহকে ঘুমা'ত !"

১১

"রাখো রথ হেমকূটে তবে হে মাতলি ।
চরণ-বন্দনা করি কশ্যপ মুনির ।
বহু পুণ্যে লভি যদি এঁর পদধূলি,
শরশূন্য হবে মম কালের তূণীর !"
সে আদেশে বায়ু-পথে কিছুদূর চলি'
রাখিলা মাতলি রথ ! হইলা অধীর
দুষ্মন্ত সে ব্রহ্মর্ষির পাইবারে দেখা !
মাতলি কহিল "লই অনুমতি আগে গিয়া একা ।"

১২

"যাও তবে শীঘ্রগতি ! করহ সন্ধান
কি কার্য্যে মহর্ষি এবে আছেন ব্যাপৃত !"
"কিছুকাল মহারাজ রহ এই স্থান !
এখনই আসিব আমি !" তাঁর কথা মত
ব্যোমযান হ'তে নামি' করিলা প্রয়াণ !
শান্ত এক তরুতলে হইয়া নিভৃত,
প্রতীক্ষা করেন রাজা ! ক্ষণকালে সেথা
শুনিলেন নাতিদূরে বালকের মধুমাখা কথা ।

১৩

অপূর্ব্ব বিস্ময়ে রাজা করিলা দর্শন :
কিছুদূরে শিশু এক সিংহের শাবকে
সিংহিনীর স্তন হতে করি' আকর্ষণ,
করিছে আদেশ তারে :—"দেখারে আমাকে
ওরে সিংহ, দন্ত তোর করিব গণন!"
দুইটি তাপসী, নিবারিতে এ বালকে
বিফলে প্রয়াস করে! রাজা চমকিত!
নর-শিশু সিংহ-শিশু লয়ে খেলে, তবু নহে ভীত!

১৪

ভাবে রাজা তপোবনে হবে বা মহিমা!
যার বলে, হিংসা ভুলে সিংহ হেন পশু!
কিন্তু এই বালকের সাহসের সীমা
কতদূরে?...তাপসী কহিলা "ওরে শিশু!
সিংহেরে দিওনা পীড়া, সেও সম তোমা
স্নেহভাগী আমাদের! স্তনের পিপাসু
শাবকে দূরিতে তার, হতে মাতৃ-কোল,
সিংহিনী তোমার প্রতি করিবে যে রুষ্ট গণ্ডগোল!"

১৫

'কিবা ভয় তাহে মম?' কহিলা বালক
উচ্চহাস্যে! হাঁসি দেখি মধুর অধরে
লভিল নূতন সুখ অবনী-পালক!
তপস্বিনী কহে তবে : "ভুলাইতে তারে
আনো সখি, মৃত্তিকার ময়ূর-শাবক
আমার কুটীর হ'তে!" বালক সাদরে
উত্তরিল "দাও আনি!" বলি' নিজকর
প্রসারিল! দেখি কর চমকিল রাজার অন্তর!

১৬

শোভিছে অঙ্গুলিজালে, করতলে তার,
অঙ্কিত অঙ্কুশ ধনু! এ যে নিদর্শন,—

রাজ-চক্রবর্ত্তী হবে শিশু এ ধরার !
সন্দেহে দুলিল এবে নৃপতির মন !
(ততক্ষণে চলে গেছে তাপসী, তাহার
গৃহ হ'তে আনিবারে বালক-রঞ্জন
মৃণ্ময়-ময়ূর !)—কিন্তু পুনঃ সেই শিশু
পীড়ন আরম্ভ করে রুদ্ধ-হিংস তপোবন-পশু !

১৭

প্রথমা তাপসী ধাত্রী হইলা কাতরা
শিশুর এ ব্যবহারে। নৃপতিরে দেখি'
উপস্থিত সেথা, কহে অনুনয়-পরা
"মহাশয় ? দয়া করি' এ শিশুরে রাখি'
মুষ্টি-মাঝে, সিংহিনীর পীড়া-রোধ করা,—
এই অনুরোধ টুকু করিতে পারি কি ?"
রাজা অতি সমাদরে ধরিল বালকে !
সুধাইল : 'কহ দেবি ? মহাবল এ মুনি-শিশু কে ?'

১৮

"নহে মুনি-শিশু !" কহে প্রথমা তাপসী
"ক্ষত্রিয়-নন্দন ! রহে কশ্যপ-আশ্রমে—
যদিও তাপস আর দেবলোকবাসী
ব্যতিরেকে কেহ সেথা কভু নাহি ভ্রমে,—
যদিও জননী তার ক্ষত্রিয়-প্রেয়সী,—
তথাপি অপ্সরা-সুতা ! স্নেহের নিয়মে
হ'ল হেথা বাস তার ! হলেও মানবী
সুর-নারী-সুতা হেথা বাস করে তপস্বিনী-ছবি !"

১৯

অপ্সরাসুতার গর্ভে ক্ষত্রিয়-নন্দন !
আশার কুহকে তবে চমকে ভূমিপ !
ত্বরিতে সুধাল বাণী :—"ক্ষত্রিয়ের ধন
যদি, কহ দেবি ! কোন্ বংশের প্রদীপ ?"
"পুরু বংশ হ'তে জন্মে এ শিশু রতন !"

আশা যেন আরও এল সত্যের সমীপ !
স্বপ্নজালে বলে রাজা "ওরে রে হৃদয় ?
কেনরে উতল হ'স ? হতভাগ্য ? বিধি নিরদয় !"

২০

দ্বিতীয়া তাপসী তবে আসে এতক্ষণে—
লইয়া ময়ূর ! কহে "এই লও পাখী !
শকুন্ত-লাবণ্য কত দেখোরে নয়নে !"
শকুন্ত-লাবণ্য বাক্যে উঠিল চমকি'
বালক, কহিল "মা তো নাহিক এখানে !"
মাতা তবে শকুন্তলা ! আর কিবা বাকি ?
রাজা ভাবে, সুনিশ্চয় আমার সুকৃতি !
এত দিনে বিধি বুঝি ঘুরাইয়া দিল তার গতি !

২১

"কিন্তু কোথা শকুন্তলা ? কোথা মরীচিকা ?
শাখামৃগ-গলে কোথা মুকুতার হার ?
পাগলের শিরোপরি কুসুম মালিকা,—
দূরে যারে নিক্ষেপিনু পেয়ে একবার ?
একি স্বপনের খেলা ? মোহ কুজ্ঝটিকা ?
মায়ার রহস্য কিম্বা কুহক অসার ?
ভাবিয়া না পায় রাজা। "ওরে ও পাষাণ !
ওরে বিধি ! মৃতদেহে কেন হানো অসি খরশাণ ?"

২২

দ্বিতীয়া তাপসী কহে "সখি ! সর্বনাশ
সেধেছে কুমার,—তার নাহি অঙ্গ'পরি
রক্ষার কবচ !' শুনি' পায় মহাত্রাস
যুগল তাপসী ! রাজা ভূমিতে নেহারি'
পতিত কবচ খানি, প্রকাশি' উল্লাস,
কুড়াইয়া নিজহাতে, শিশুটিকে ধরি'
কবচ পরায়ে দিল হয়ে অগ্রসর !
দেখি' তাহা মহাভয়ে তাপসীরা কাঁপে থর থর।

২৩

একজন কহে ত্বরা ঃ—“নিষেধ পরম,—
অপরের এ কবচ স্পর্শিতে ধীমান্ !
যদি কেহ ভ্রমবশে করে এ করম,
পিতা মাতা ব্যতিরেকে, হারাইবে প্রাণ !
কবচের মন্ত্রপূত আছে এ নিয়ম ঃ—
কবচ বধিবে তারে গোক্ষুর সমান
ধরি কায় ! এ অন্যায় কেন বা সাধিলে ?
মহর্ষি-কশ্যপ-বাণী না জানিয়া কেন বা লঙ্ঘিলে ?”

২৪

রাজা কহে ঃ “সত্য যদি এ নিয়ম, কোথা
সর্পের উদয় ? আমি রয়েছি অক্ষত !”
দেখি’ তাহা সবিস্ময়ে, তাপসী এ কথা
বলিবারে ত্বরা যায়, যেথায় নিভৃত
কুটীরে রহিছে একা কুমারের মাতা
শকুন্তলা ! এ ধারণা হইল নিশ্চিত,—
অবশ্য দুষ্মন্ত ইনি কুমারের পিতা !
তা না হ’লে মিথ্যা কভু হ’তে পারে মহর্ষি-বারতা ?

২৫

শকুন্তলা ছিল বসি’ বিরহ-কাতরা
একান্তে কুটীরে,—শুনি’ তাপসীর বাণী
ধাবিল ত্বরিত পদে মুক্তবেণী-ধরা,
ময়ূরী যেমতি ছোটে শুনি’ মেঘ-ধ্বনি
ময়ূর-সকাশে,—কিম্বা হংসী তৎপরা
যাইতে মানস হ্রদে কেলি-বিলাসিনী
মধুমাস-আগমনে ! অথবা চাতকী
উড়ে যথা দূরাকাশে বারি-আশে বারিদে নিরখি’ ।

২৬

পতি-দরশন লাগি’ সদা উদ্‌গ্রীবা,
কিন্তু ভয় পাছে পুনঃ পায় প্রত্যাহার ।

তাই, যথা অলি, হেরি' বিকশিত-প্রভা
নলিনী তুষারাবৃতা হৈমন্তী উষার,
পারে না বসিতে ফুল-উরসে, অথবা
পারে না ছাড়িয়া যেতে, সেই মত তার
সমস্যা উদিত হ'ল,—শকুন্তলা দূরে
দাঁড়াইল সঙ্কুচিতা, পুলকিতা হেরি' নৃপতিরে !

২৭

হায় বিধিহতা ? তব একি পরমাদ ?
যার আশে নিশিদিন প্রত্যেক নিমেষ
আকাংক্ষা-তুফানে ভাসো, দরশন-স্বাদ
পেয়ে তার, তবু আজি নিরসন-ক্লেশ ?
যতই তাপসী সখী টানিছে অবাধ
ধরিয়া অঞ্চল তার, আগ্রহের লেশ,—
বাল্য-বিধবার যথা বক্ষোজের দশা,—
সেইমত পুনঃ লীন হয় যেথা উঠিছে ভরসা ।

২৮

কিন্তু হেথা রাজা তুলি' আপন নয়ন
দেখে সেই প্রিয়া-মূর্ত্তি ! বহু বর্ষ আগে
ছিল যাহা যৌবনের বিকচ স্বপন,
ইন্দ্রিয়-অলির সুখ কুসুম পরাগে !
আজি তাহা, হে বিধাতঃ ? এ কি প্রতারণ !
জীর্ণ কিশলয় সম,—কিম্বা উষাভাগে
পূর্ণিমার চন্দ্রসম কৃশ-তনুময়ী !
হায় বিধি ! হেন নিধি কেন করো এ হেন অপায়ী ?

২৯

কোন্ অশনির পাতে মথিত কপোল ?
ধুয়ে গেছে সেথা হতে লাবণ্য-লালিমা ?
করকা ও ঝঞ্ঝাবাতে নিঠুর চপল,
ক্ষুণ্ণ যথা কুঞ্জবনে কুসুম-সুষমা !
কূপ-গত হইয়াছে সুন্দর নিটোল

অক্ষি দু'টি, তারা-দীপ উগারে কালিমা!
চির-আরক্তিম আজি নীরক্ত অধর,
অভুক্ত নিদাঘ যেন রিক্ত করে রস-সরোবর!

৩০

একি দৃশ্য! একি সেই রূপসী ললনা?
যার রূপে তপোভূমি ছিল কুসুমিত!
যাহার কৌমুদীস্নাত হয়ে দিগঙ্গনা
হাসিয়া উঠিত তার চৌদিকে সতত?
একি সেই নারী? সেই দুষ্মন্ত-বাসনা?
দুরন্ত চিন্তায় রাজা হইল ব্যথিত!
হৃদয়ে বুঝিল রাজা, তাঁরই অপরাধে
কোমল মাধবীলতা শুকায়েছে নিদাঘ-বিষাদে!

৩১

লজ্জিত হইল রাজা আপন মানসে!
সহস্র ধিক্কার দিল নিজেরে ভূপতি!
কেমনে চাহিবে ক্ষমা প্রেয়সীর পাশে,
ভাবে তাহা হেঁটমুখে অনুতপ্ত-মতি!
ফুকারিল পিকদল কোন কুঞ্জাবাসে,
সহসা মলয়ানিল বহিল ঝটিতি!
মুকুল স্বপনাকুল হ'ল বিকশিত!
ভাবে রাজা এ সকল পরিহাস প্রকৃতি-প্রেরিত!

৩২

এই অবকাশে দূরে হেরি' জননীরে,
ছাড়ি' ভূপতির কর ছুটিল কুমার!
শকুন্তলা-ক্রোড়ে গিয়া অতি মৃদুস্বরে
জিজ্ঞাসিল: 'ওই রাজা পিতা কি আমার?
কহ মাগো, কেন মাগো ভাস আঁখি-নীরে?
যদি পিতা, কেন মাগো এস না তাঁহার
সকাশে?' সুভাষে সুত মুছে তার আঁখি!
যত মুছে, শকুন্তলা-চক্ষু ততো ভিজে অশ্রু মাখি'!

৩৩

"তুমি যবে ছিলে ঘরে, কহে রাজা মোরে :—
'এস বৎস কোলে মোর ! আমি তব পিতা !'
হাঁ মা, একি সত্যকথা ?" পুনঃ জননীরে
সুধা'ল কুমার ! তবে কহে তার মাতা :
"বাছারে ? দিবা ও নিশি খুঁজ তুমি যাঁরে,—
তিনি তব পিতা, বৎস ! দেব-নর-ত্রাতা !
ছিলে তুমি কাছে তাঁর, কেন ফিরে এলে ?
কৌস্তুভ কি শোভে কভু বিষ্ণু বিনা অন্য বক্ষস্থলে ?"

৩৪

হেনকালে, দ্রুত আসি' দুষ্মন্ত নৃপতি
অত্যন্ত মলিন মুখে, অনুতাপাহত,—
শকুন্তলা-পদতলে পড়িয়া সুমতি,—
কহিলা 'মার্জ্জনা, দেবি করিবে কি হত
এই পতিরে তোমার ? করুণ মিনতি
করে এই নরাধম, দুষ্কৃতির শত
নিরাকৃতি তরে ! দেবি ? দেবি ? রাখো দাসে,
বলো যাহা করি তাহা প্রায়শ্চিত্ত অপরাধ-নাশে !"

৩৫

নৃপতির হেরি' এই বিনীত আচার,
মর্ম্মাহতা শকুন্তলা তুলিলা পতিরে
করে ধরি'—ভুলি' যত প্রীতি-ব্যভিচার
ক্ষণকালে,—(কোন্ নারী পতিব্রতা পারে
হেরিতে চরণে স্বামী,— হোক্ দুরাচার !)
ভারত ললনাগণে সর্ব্বত্যাগ স্বীয়
পতির কারণে, করে বিশ্ব মাঝে চির-বরণীয় !

৩৬

হতো যদি এ ঘটনা য়ুরোপ-বিভাগে,—
সভ্যতার গর্ব্ব যেথা করে দেশবাসী,—
পত্নী যেথা পতি হ'তে রহে উচ্চ ভাগে,—

সমাজেরে পদাঘাত করে ধনরাশি,—
‘ভারত বর্ব্বর’ বলি’ প্রচারে বিরাগে,—
পরিণয় পরে জায়া স্বামি-গৃহে আসি’
পেতো যদি প্রত্যাহার,—সে কোন্ রমণী
পতির দুর্ভগ শিরে না পাড়িত পীড়ন-অশনি ?

৩৭

ঘটিত যদ্যপি এই ঘটনা জাপানে,
(নব সভ্যতার দীপ জ্বলেছে যেথায়,
হুঙ্কারে বাণিজ্য-লক্ষ্মী টঙ্কারে যেখানে !)
যেতো চলি’ জাপ-নারী পতির মাথায়
ঢালি’ যত অভিশাপ, প্রবাস ভ্রমণে !
খুলিত নারীর দেহে বাণিজ্য সেথায় !
পতির চরণ-ধূলি-কলঙ্ক কপালে
রাখিত না কোনও ছলে, ফেলে দিত উদরের খালে।

৩৮

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা জন্মিতেন যদি
তাতার প্রদেশে,—(যেথা অচল-শিখরে
সচল নারীর পদ সিংহ-গুহাবধি,)
গান্ধর্ব্ব বিবাহ শেষে হীন প্রত্যাহারে,
সহিত না কোনও নারী অস্বীকার-ব্যাধি !
প্রতিশোধ নিত ছুরিকার ক্ষুরধারে !
দেশে দেশে ঘুরি,’ পুনঃ ধরিত পুরুষ,
যে-পুরুষ জিহ্বাতলে বাঁধা র’ভো ছাড়িয়া পৌরুষ।

৩৯

হইলে নব-রুশিয়া কিম্বা আমেরিকা,
কিম্বা ফরাসীর কোনও বিলাসী প্রদেশ,—
গান্ধর্ব্ব-মিলন পরে পতি-অহমিকা
উপহাস রাশি দিয়া উড়াইত শেষ !
অথবা আটক দিত স্বামীর জীবিকা !
কিম্বা শেষে তার কাছে ছাড়ি’ সব ক্লেশ,

স-মানে বিদায় দিত আসি' রাজদ্বারে,
ধরিত অপর স্বামী নম্রগামী, অধীরা শিকারে !

৪০

ভারতে এ সব রীতি চলে নাই কভু
কিবা বর্ত্তমান যুগে, কিবা সে অতীতে !
(রমণীর স্বাধীনতা ছিল যবে, তবু
ললনা ছিলনা কেহ পতির অহিতে
উদ্যতা ফনিণী-প্রায় !) চিরদিন প্রভু
স্বামী ছিল রমণীর জীবন-গতিতে !
স্বামী ভিন্ন অন্য পথ জানিত না নারী,
সহস্র পীড়ন-দ্বারে, অশ্রু ছাড়া, ছিলনা প্রহরী !

৪১

ভারতের নরবরে গান্ধর্ব্ব ধরমে
করিয়া বিবাহ, যদি শকুন্তলা সতী
পেয়ে থাকে প্রত্যাহার (অদৃষ্ট-নিয়মে !)
যদি লোক-লাজ হেতু, কিম্বা ভ্রান্ত-মতি
নরপতি উঠে থাকে অন্যায়-চরমে,
সমাজ-বিধানে তবু পতি-গতা সতী !
ধর্ম্মশীলা নারী কভূ পতি-অপরাধে
পারে না ছাড়িতে তারে, অভিমান-রুষ্ট প্রতিশোধে !

৪২

যেমতি দেখিল নারী পতিরে আপন
চরণের তলে, অনুতাপে বিমলিন,—
যেমতি দেখিল তাঁরে প্রণয়-প্রবণ
পুনরায়, ক্ষমা ভিক্ষা করে হয়ে দীন,—
অমনি সতীর শত-অভিমানা মন
হ'ল বিগলিত, হলো অনুরাগে লীন,
ভুলে গেল সব দোষ, ভুলি' অপমান
তুলিয়া লইল তাঁকে করি' লাজে প্রীতি-প্রতিদান !

৪৩

কহিলা সে শকুন্তলা : "এ কি মহারাজ ?
দীনার চরণ তলে সাজে কি তোমারে ?
ভারতের সিংহাসনে করে যে বিরাজ
হইয়া পুরুষ-সিংহ, সেই নর-বরে,—
আমি যে পাপিনী, তাই দেই এত লাজ।
উঠ, উঠ কৃপানিধি, করুণ বিচারে
তুমি যে চিনিলে মোরে, ভুলোনি দীনারে,
এর তরে কৃতজ্ঞা এ অজ্ঞা নারী,—প্রণমে তোমারে।"

৪৪

শশব্যস্তে ধরি' তবে নৃপতির কায়
লুণ্ঠমান পদতলে,—কুণ্ঠিতা, অধীরা
শকুন্তলা—পুলকিতা প্রীতি-মদিরায়—
তুলিয়া ধরিল নৃপে! পরে নতশিরা
প্রণমি পতির পদে, কহে পুনরায় :—
"পূরব জনমে কত পুণ্যের পসরা
রেখেছিনু তুলি,' তাই হইলে করুণ!
আজি মোর জীবনের আকাশেতে উদিল অরুণ!

৪৫

'কেন মোরে চিনিলেনা সেদিন ভূপতি!
যেদিন তোমার দ্বারে হ'নু উপস্থিত
লভিতে আশ্রয় তব! কি ছিল যুকতি?
যে দয়া দেখায়েছিলে তাপসী-সহিত
সহৃদয় অনুরাগে, কোথা তার গতি?
এ দীনা তাহার কিবা করিবে বিহিত।
সুপ্রসন্ন বিধি আজি, তুমি এলে ফিরে
অনাথার শূন্য ঘরে, ধন্যবাদ কি দিব তোমারে?

৪৬

"বুঝিলাম স্মৃতি পথে এসেছে অনাথা
এতদিন পরে!—মাঝে ছিল পথহারা ;—

রহে যথা বিদেশিনী নূতন-আগতা
জটিল নগর-পথে হয়ে দিক্-হারা !
কি ভাগ্য আমার আজি প্রত্যাহার-ব্যথা
ঘুচাইলে তুমি আসি' ! যে বেদনা-ধারা
বহাইয়া ছিলে তুমি নিজে খাল কাটি'
শুখাইলে তাহা নিজে, ফেলি' তাহে শৈল-ভার মাটি !

৪৭

"যদি সকরুণ হ'লে, দাও তবে আগে
পদ-ধূলি,—যাহা মোর জীবন-জীবন,—
অতীতের সন্ধ্যা-রাগ,—উষা-পুরোভাগে
আশার কিরণ মাখি' করি নিমগন !"
এত বলি' শকুন্তলা নব অনুরাগে
কুন্তলে পরশ করে পতির চরণ !
সহসা পূরিল দিক্ ত্রিদিব-আলোকে !
দেব দল নভঃ হতে পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে !

৪৮

প্রেয়সীর কর ধরি,'—(বহুকাল পরে
ধরিতে তাহার কর হ'ল রোমাঞ্চিত
দুষ্মন্তের অবয়ব ! নবরসভারে
কণ্বমুনি তপোবন হ'ল সমুদিত
স্মৃতির সজাগ কোণে ! পঞ্চশর শরে
যে বিঁধন করেছিল অমৃতব্যথিত,
তাহা পুনঃ সমুদিল নবীন আকারে !
তড়িৎ-প্রবাহ এক বহে গেল ধমনী-ভিতরে !)

৪৯

প্রেয়সীর কর ধরি' কহে মহারাজ
(তুষার-আবৃত হৃদি সহসা গলিল
রবি-রশ্মি-তেজে যেন ! ভাবের সমাজ
কোলাহল করি' যেন ভাষা প্রকাশিল !)
"প্রিয়ে ? প্রিয়ে ? মোহময় বিস্মৃতির মাঝ

কেন আমি পড়েছিনু, প্রীতি-স্মৃতি গেল
কেন মন হতে সরি,' তুমি যবে এসে
যাচিলে জায়ার পূত অধিকার অধমের পাশে,—

৫০

"বলিতে পারিনা আমি! জানি না কি ছল
অদৃষ্টের! কোন্ দুষ্ট যাদুকর এসে
বিথারিয়া সুকঠিন রূঢ় যাদুবল,
বাঁধিয়া রাখিয়াছিল আমার মানসে!
বুঝি কোনও দানবের কৌশলে গরল
উদ্গারিত ছিল মোর স্মৃতির প্রদেশে!
আজিও এ রহস্যের হয়নি উদ্ভেদ,
আজিও তাহার তরে আছে মম বিষময় খেদ!

৫১

"তারপর একদিন হেরি' এ অঙ্গুরী
(যে অঙ্গুরী তপোবনে দিল এ দয়িত
তোমার অঙ্গুলি' পরে পরায়ে সুন্দরি,
প্রীতি অভিজ্ঞানরূপে!) জ্ঞানের ব্যথিত
দুয়ার খুলিল তবে,—তড়িৎ প্রহারি'
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে মম, আনি' অকথিত
অনুতাপরাশি এই দুষ্কৃতকারীর
মনোমাঝে,—করি' তারে জ্বালাময় বিরহ-অধীর!"

৫২

বলিতে বলিতে এই অদৃষ্ট-চালিত
বিরহের ইতিবৃত্ত, (কারণ যাহার
ছিল ঘোর কুজ্ঝটিকা মাঝে পরিবৃত!)
দেখাইলা মহারাজ অঙ্গুরী তাঁহার
(তখন অঙ্গুলি' পরে ছিল যা শোভিত)
শকুন্তলা-প্রেয়সীরে! দর্শনে তাহার
কণ্বসুতা অভিশাপ দিল অঙ্গুরীরে!
কহিল: "অঙ্গুরী? তুই ডুবাইলি আমারে পাথারে!"

৫৩

"অদৃষ্টের দোষে মোর,—অথবা পূরব
জনমে সাধিত কোনও দুষ্কৃতির ফলে,—
হারাইনু এ অঙ্গুরী প্রণয়-বিভব
আমার অঙ্গুলি হতে! কবে কোন্ কালে,
কেমনে হারা'ল ইহা,—কেমনে সম্ভব
হ'ল এই দুর্ঘটনা,—কিম্বা কোন ছলে
বিধি বুঝি কেড়ে নিল, দুখ দিতে মোরে,—
জানিনা আজিও আমি, অনুমান আজও খুঁজে মরে!"

৫৪

বাণী শুনি উত্তরিল অযোধ্যা-ভূপতি:
"প্রিয়ে? তুমি তপোবন হ'তে মম গৃহে
আসিবার কালে বুঝি হয়ে ভক্তিমতী,
সীতাতীর্থ পুণ্যোদকে পথে অবগাহে
করিলে অবতরণ? হয়ত নিয়তি
চুরি করে অঙ্গুরীয় নামি' তব দেহে
সে সময়ে,—গাত্র যবে করিছ মার্জ্জন,
চতুর নিয়তি তবে প্রয়োজন করিল অর্জ্জন!

৫৫

"সীতাতীর্থ জল হ'তে ধরিল ধীবর
পীবর রোহিত মীন, তাহার উদরে
পাইল এ অঙ্গুরীয়! আসে অতঃপর
অযোধ্যানগর-হাটে বিক্রয়ের তরে!
নগর-রক্ষক মম দেখি' সে সুন্দর
নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সন্দেহ উপরে
আনিল সমীপে মম! সে'ক্ষণে নয়ন
যেই হেরে অঙ্গুরীয়, হ'ল মম স্মৃতির বোধন!

৫৬

"মনে এল একে একে তোমার বারতা!
তোমার মিলন-কথা, কণ্বতপোবনে

প্রণয় মদির-রথে মদন-মত্ততা !
তার পরে তব' পরে অবিচার, মনে
হইয়া উদিত, জ্বালে জ্বালাময় চিতা !
যাহার অনলে আমি দহি নিশিদিন !
এতদিনে হ'ল বুঝি সে অনল শীতল তুহিন !

৫৭

অঙ্গুরীর ইতিহাস শুনি' পতি-মুখে,
শকুন্তলা দুষ্মন্তের ধরি' কর খানি,
(যে করে সে মহারত্ন হীরক-আলোকে
করে ঝলমল !), ঢালি' নয়নের পাণি,
কহে অঙ্গুরীয় প্রতি : "তোমার কুহকে
হে অঙ্গুরী ! অঙ্গারেতে হইল পরাণী
পরিণত মম ! তুমি পতি-প্রীতিদান,—
তাই অতি পূতধন, কিন্তু তুমি অনল-সমান !

৫৮

হোমবেদী'পরে যাহা পুণ্যের প্রতীক,
সে অনল দগ্ধ করে পাইলে সুযোগ !
অগ্নি লয়ে খেলা করা অতি-সাহসিক !
তাই মম ভয় হয় তোমার নিয়োগ !
থাকো হোমবেদী'পরে, হইব নির্ভীক !
নহে, এ পাপিনী যদি যাচে এ সম্ভোগ,
জানিনা'ক কোন্ দিন করি' প্রবঞ্চনা,
দানিবে আবার তুমি বিরহের দুঃসহ যাতনা !"

৫৯

কহিলা পতির প্রতি : "মহারাজ ? রাখো
তোমার অঙ্গুলি' পরে বিশ্বাসঘাতকে !
তুমি রাজা প্রজাপাল ! চক্ষু অনিমিখ
রাখিতে অভ্যাস তব দুষ্ট প্রবঞ্চকে !
তাই বলি, চাহিনাক' এ অহি দ্বিমুখ !

সাপুড়িয়া তুমি, মোহ-মন্ত্রে বাঁধো তা'কে !"
রাজা কহে ঃ "তাই হবে,—তাই হ'বে প্রিয়ে !
যে সাপ ধরেছি আগে, না পলায় আর ফাঁকি দিয়ে !"

৬০

যে দুই তাপসী ছিল সুদূরে দাঁড়ায়ে
সরে গেল, দম্পতীর দেখিয়া মিলন !
হোক্ তপস্বিনী তবু রমণী হইয়ে
কেমনে সহিবে ব্রীড়া নারী-সাধারণ ?
নির্জ্জন দেখিয়া রাজা পিপাসু হৃদয়ে
করিল প্রেয়সী সনে প্রীতি সম্ভাষণ !
বহুকাল পরে আজ মিলনের বাঁশী
বাজিল পূরবী সুরে, বেদমন্ত্র উঠিল উচ্ছ্বাসি'।

৬১

মাতলি আসিয়া কহে, "শুন নরনাথ !
মহর্ষি কাশ্যপ শুনি' তব আগমন,
অতি পুলকিত চিতে অদিতি-সনাথ,
আতিথ্য করিতে হয়েছেন উচাটন !
তাঁর বরে আজি দেবী শকুন্তলা সাথ
বহু দিন পরে তব ঘটিল মিলন !
ওই দেখো ত্রিদিবের দ্বারে দেব দল
দাঁড়ায়ে বর্ষিছে শিরে মহাহর্ষে কুসুম সদল !"

৬২

তুলি' কর শিরে রাজা নমে দেবদলে
নভ'থলে, পরে লয়ে সাথে শকুন্তলা,
মহর্ষি কাশ্যপ যেথা রহেন বিরলে,
করেন গমন সেথা ! মহর্ষি কহিলা ঃ
"এস, এস নরনাথ ! আজিকে রাখিলে
ত্রিদিবের মান তুমি, আশিষ সুফলা
তাই বর্ষি তব শিরে,— প্রজাহিতে রত
রহ তুমি চিরদিন, চক্রবর্ত্তী পুত্রের সহিত ।

৬৩

দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবী শকুন্তলা
হয়েছিল অপস্মৃতা স্মৃতি হতে তব!
সে কারণে প্রত্যাহার ভার্য্যারে সরলা
করে না তোমাতে কিছু কলুষ-উদ্ভব!
ভুঞ্জিলে দুজনে শুধু বিরহের জ্বালা
অসদৃশ, অদৃষ্টের প্রহেলি-সম্ভব।
এর তরে শুধু সেই ব্রহ্মশাপ দায়ী!
কোথা হ'তে কিবা হয়! ঘটে বিধিলিপি অনুযায়ী!"

৬৪

"কেন ব্রহ্মশাপ প্রভু, নামিল শিয়রে
সরলা এ তরুণীর?" বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে
মতিমান্ নরবর। কিম্বা মম শিরে
নামে এই গুরুশাস্তি শাসনের বশে?
কোন্ গুরু অপরাধ আমাদের হেরে,
ব্রাহ্মণ দিলেন ব্রহ্ম-শাপ মহারোষে?
মনে ত পড়ে না প্রভু কোনও অপরাধ,
আমি কি প্রেয়সী মম, করিয়াছি ঘটায়ে প্রমাদ!"

৬৫

কহিলেন ব্রহ্ম-ঋষি: শুন হে রাজন্,
যে কারণে শপিলেন মহর্ষি দুর্ব্বাসা!
একদিন আসে মুনি আতিথ্য কারণ
কণ্বের আশ্রমে, লয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা!
প্রবাসী ছিলেন কণ্ব ত্যজি' তপোবন!
আশ্রমের দ্বারে ছিল বিলুপ্ত-মানসা
শকুন্তলা! করিলনা মুনি-সম্ভাষণ,
মহারুষ্ট মুনি তাই অভিশাপ করিলা বর্ষণ!

৬৬

"ওরে মূঢ়ে! যারে চিন্তা করিয়া উন্মনা
বুভুক্ষু অতিথি জনে না দেখিস্ চ'খে!

সে কখনও স্মৃতিপথে তোরে আনিবেনা !
বলিলেও ফিরিবেনা তোর অভিমুখে !"
শুনি সেই অভিশাপ, বিষণ্ণ-আননা
শকুন্তলা-সখীদ্বয় মর্ম্মর মুখে,
ধরিল চরণে তাঁর ! করে অনুনয় !
শেষে মুনি দিল বর, "অভিজ্ঞানে হবে শাপক্ষয় !"

৬৭

এই ঋষি-শাপে বৎস ! এতেক যাতনা
ভুঞ্জিলে উভয়ে ! শেষে বিধাতা সদয় !
অঙ্গুরীয় হেরি' তব আসিল চেতনা,
শকুন্তলা তপস্যার বলে পুনরায়
অভিমত পতি-পদ করিল বন্দনা !
এবে তব সুখ-রবি হইল উদয় !
শকুন্তলা-গর্ভে তব জন্মিল কুমার
আমার আশ্রমে, এবে পুত্র লয়ে যাও নিজাগার !"

৬৮

এতক্ষণে নরবর বুঝিল কেমনে
ঘটিল প্রমাদ যত। শকুন্তলা সতী
বুঝিল, ভূপতি কেন স্বীকার-বিহনে
খেদিল তাহারে ! হয়ে পুলকিতা অতি
অভিমান দূরে ফেলি' ক্ষমিল রাজনে !
মনের কলুষ যত ক্ষয়িল ঝটিতি !
প্রণাম করিল উভে মহর্ষি-চরণে ঃ—
যেথা হ'তে উৎসরিল আশীর্ব্বাদ মনে ও নয়নে !

৬৯

ব্রহ্মশাপ ! কালিদাস জগতের কবি,—
ভাষা ও ভাবের তিনি মহারত্ন-খনি,—
ধন্য হই মোরা তাঁর স্মরি' পদচ্ছবি,—
সত্যকথা ! কিন্তু ভাবি, সরলা তরুণী
ছিল যদি অন্যমনা দয়িতেরে ভাবি,

(যৌবনের ধর্ম্ম ইহা, সকল কামিনী
হতে পারে পতিতরে কিছু বা উন্মনা !)—
তা' বলে কি ব্রহ্মশাপ হেন শাস্তি-যোগ্য এই জনা ?

৭০

ঋষিরা কি ছিলেন পাগল ? বুঝিত না
সরলা কিশোরী এক প্রথম যৌবনে
হয় যদি লীলাচ্ছলে (ও) বারেক উন্মনা,
উচিত নহেক কভু তাহার শাসনে
ব্রহ্মশাপ রূপ বজ্র দিতে শিরে হানা !
যে ঋষিরা আত্মজয়ী তপস্যার গুণে,—
রিপুজয় ছিল যাঁহাদের করায়ত,
এত অল্প, অতি তুচ্ছ অপরাধে হ'ন অসংযত ?

৭১

করিতে পারেন তাঁরা অভিশাপ দান
সরলা বালিকা' পরে ? হায়, মহাকবি ?
দুর্ব্বোধ তোমার এই গল্পের বিধান
নবরূপ-রসদানে ! চরিত্রের ছবি
দিয়াছ যা দুর্ব্বাসার,—নাহি তাহে প্রাণ !
নাহি তাহে সদৃশতা ! কল্পনা ভৈরবী—
করিয়াছে অসম্মান দুর্ব্বাসা চরিতে—
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী বিপ্র পারেনা'ক এমন রুষিতে—

৭২

তাপস কন্যারে হেরি' ক্ষণেকের তরে
অন্যমনা ! যে কারণেই হ'ক সে এমন !
ব্যাসদেব শকুন্তলা-গল্পের মাঝারে—
(তিনি ও তো মহাকবি প্রথম বর্ণন !
রচিলেন তিনি তাঁর সাহিত্য পাথারে
দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা কথিকা-রতন !)
লিখে নাই মহারুষ্ট দুর্ব্বাসার শাপ !
দুষ্ট পাছে হয় ভাব করি' ঋষি-মান অপলাপ !

৭৩

মহাভারতের মাঝে পড়ি আখ্যায়িকা,—
শকুন্তলা আসে যবে দুষ্মন্ত-সমীপে
লভিবারে জায়ার আসন, প্রজা-সখা
সম্রাট হলেন মগ্ন দুশ্চিন্তার কূপে,—
"গান্ধর্ব্ব-বিবাহ যারে তপোবনে একা—
প্রজার অজ্ঞাতে, ভুলি' তরুণীর রূপে,
করিয়াছি আগে, তারে কেমনে স্বীকার
করি আমি ? অবিহিত হবে নাকি আমার আচার ?"

৭৪

ভারতের প্রজাদের অসন্তোষ কথা
সন্দেহিয়া মনোমাঝে—দুষ্মন্ত তখন
প্রত্যাখ্যান করে নিজ ভার্য্যা পরিণীতা !
অন্যায় এ অবিচার দেখি' দেবগণ—
দৈববাণী করিলা আকাশে, "এ ভীরুতা
ত্যজ রাজা ! শকুন্তলা তোমার বনিতা !
দেবগণ সাক্ষী তার, কণ্ব-তপোবনে
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হ'ল শুদ্ধ-সত্ত্বা শকুন্তলা সনে !"

৭৫

দৈববাণী শুনি' তবে সন্তুষ্ট প্রকৃতি !
অনুমতি লয়ে রাজা সভাসদ্ পাশে,
গ্রহণ করেন শেষে শকুন্তলা সতী !
দেখালেন ব্যাসদেব, অন্যের মানসে
পাছে হয় বিবাহ-সংশয়, তাই অতি
প্রবীণ কবির মত মনীষা-বিকাশে—
বাঁধিলেন গাথা তাঁর ! সদৃশ কাহিনী !
(মনে হয়), ব্রহ্মশাপ হ'তে সমীচীন দৈববাণী !

৭৬

অনেকে বলিবে মোরে, সমালোচনায়
অতি লঘু কবি ! আমি করি তা স্বীকার !

কালিদাস মহাকবি ! তাঁর তুলনায়
মাতঙ্গে মশকে যথা, ক্ষুদ্রতা আমার !
কিন্তু তবু সাধারণ-বুদ্ধি যা জানায়,
সেইমত করিলাম গল্পের বিচার !
বিচার অগ্রাহ্য যদি, কবি ক্ষমা চায় !
ঘোর দুঃসাহস মম, হীন অহমিকা !
স্বাধীন বিবেক কিন্তু নাহি রাখে নিন্দা-বিভীষিকা !

৭৭

কাশ্যপের আশীর্ব্বাদ লয়ে অতঃপর
ভারত-সম্রাট আসে ধরণীর তলে,
আপন নগরে, শকুন্তলা-সহচর
প্রকৃতি-পালন করে স্নেহ, শৌর্য্য-বলে !
সেই পুণ্যে প্রতিবর্ষে হইল অম্বর
প্রচুর বর্ষণ-শীল, ঋতু আসে কালে।
সুখী রহে প্রজা, শস্য শিল্পের সম্পদে !
পিতা ও পুত্রের মত, রাজা প্রজা সুখী নিজ পদে !

৭৮

সে দিনের কাশ্যপের পুণ্য আশীর্ব্বাদ
আজিও ধ্বনিত হয় দেবতা মন্দিরে !
গম্ভীর ওঙ্কারে উঠে তাহারই সম্বাদ
মহামৌন হিমাচল কন্দরে কন্দরে !
ভারত জাগিবে পুনঃ কাটায়ে প্রমাদ—
বিশ্বের তপন হবে, কল্যাণে, সুন্দরে,
দুষ্মন্তের মত, পেয়ে স্মৃতি-অভিজ্ঞান !
অবহিত হও সবে একযোগে জ্ঞানী ও অজ্ঞান !

—০ঃ*ঃ০—

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

লেখকের অন্যান্য পুস্তক।

—ঃ উপন্যাস ঃ—

ভ্রমরী

স্বামীর ঋণ বা দেহের মূল্যে (২য় সং)

মিস্ত্রির মেয়ে

পাঁকের কামড়

বাঁকের মুখে (২য় সং)

বর্ষার জ্যোৎস্না (২য় সং)

কাঁটাফুল (গল্প-গ্রন্থ)

—ঃ গোয়েন্দা-কাহিনী ঃ—

বন্দীর বান্ধবী

দস্যুর পশ্চাতে

—ঃ না ট ক ঃ—

সিংহাসন (২য় সং)

গৌরীদান (২য় সং)

—ঃ কবিতা ঃ—

রহস্যিকা

সমস্ত বই কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

ও কলিকাতা ৪৪।সি বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ

সাহিত্য-কোণ প্রতিষ্ঠানে

পাওয়া যায়।

—০:*:০—